আলো আর আগুন

প্রবোধকুমার সান্ন্যাল



ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নূতন সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৬০

তিন টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ সজ্জা : অজিত গুপ্ত

উৎসর্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রীতিভাজনেষু

আলো আর আগুন

আলো আর আগুন

এক

ট্রেণ ছুটিতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একটা ষ্টেশন্ ছাড়িয়া আসিয়াছে, ঘণ্টাখানেকের আগে ডাকগাড়ী আর কোথাও থামিবে না। বেলা পাঁচটায় কলিকাতায় পৌঁছিবে।

শরৎকাল। পথে, প্রান্তরে, দূরদিগন্তে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকিরণ পালিশ-করা সোনার মতো ঝলমল করিতেছিল। জলা ও বিলগুলিকে বেষ্টন করিয়া কাশফুলের গাছগুলি বাতাসে মাথা তুলাইয়া অভিবাদন জানাইতেছে। মাঝে মাঝে সংকীর্ণ গ্রামের পথ তাল, সুপারি ও খেজুরের জটলার ভিতর দিয়া কোন্ দিকে যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে। কোথাও কোথাও বনময় গ্রাম ছবির মতো শস্যক্ষেত্রের পটে আঁকা।

আকাশ ঘন নীল, তাহারই একান্তে শ্বেতকায় এক বিরাট মেঘখণ্ড দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতেছিল।

আলো আর আগুন

ইণ্টার ক্লাসের একখানা ছোট কামরায় মাত্র তিনটি যাত্রী। একটি বর্ষীয়সী গৌরাঙ্গী মহিলা; বয়স প্রায় চল্লিশ হইবে। পরণে রাঙাপাড় একখানা তসরের শাড়ী, হাতে সামান্য অলঙ্কার, গলায় একগাছি সরু হার চিকচিক করিতেছে। চোখ দুটি বড় বড়, মুখখানি প্রসন্ন; বিগত-যৌবন হইলেও প্রশান্ত লাবণ্যে আজিও দীপ্ত। মাথায় সামান্য ঘোমটা, তাহারই পাশ দিয়া রুক্ষ কোঁক্ড়ানো চুলের গোছা কপাল বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে। জানালার কাছে বসিয়া আছেন, মাথার উপরে এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছিল একটি তরুণ যুবক। কুড়ি একুশ বছরের বেশি নয়। এতক্ষণ গাড়ীর ভিতরে দাপাদাপি করিতেছিল, এইবার স্থির হইয়া বসিয়াছে। একখানা কাগজ আর পেন্‌সিল লইয়া সে কী যেন করিতেছিল।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া সে ডাকিল, মা? মা, শুনচ?

মা সাড়া দিলেন না, তেমনি করিয়াই বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে একটি স্নেহের হাসি মাখানো ছিল।

ছেলেটি উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—ও, শুন্‌তে পাওনি বুঝি? মা-আ-আ—এই কালা—

মা মুখ ফিরাইলেন না। কেবল তাঁহার মুখ হইতে একটি

হ্যাঁস্ শব্দ বাহির হইয়া আসিল। ছেলেটি তাহার হাতের কাগজের টুকরাটা একবার পরীক্ষা করিল, তারপর পুনরায় চেঁচাইয়া উঠিল, এই পদ্মাবতী—!

মহিলা মুখ ফিরাইলেন। হাসিমুখে কহিলেন, ভারি বেয়াড়া তুমি, বীরু। ও কি, ছবি আঁকা হচ্ছে বুঝি ব'সে ব'সে।

বীরু তাহার কাগজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, আঃ ভারি নাড়িয়ে দিচ্ছে গাড়ীটা, ব্লাডি।—তারপর মুখ তুলিয়া পুনরায় বলিল, তোমার চুল কালো নয়, উঁহুঁ!

পদ্মাবতী বলিলেন, আমার চুল শাদা।

না, তামার রং। আগুনের আভা।—ধ্যেৎ তেরি. ছবি আঁকা যায় না।—বলিয়া বীরু কাগজখানা ছিঁড়িয়া দিল। বলিল, আমাকে তোমরা অর্ব্বাচীন বলো কেন? প্রাতমার সুখ্যাতি করব, আর মায়ের চেহারাকে ভালো বল্‌ব না?

পদ্মাবতী বলিলেন, কী নোংরা করেচিস কাপড়-চোপড়? চায়ের দাগ, তরকারীর দাগ, বাসি দুধের গন্ধ, কয়লার গুঁড়ো—একেবারে কিম্ভুত কিমাকার! একটু যদি পরিষ্কার থাকতে পারে! হাবড়ায় গিয়ে নামলে লোকে হাসাহাসি করবে, দেখো।

বীরু উঠিয়া পড়িল। কহিল, ছবি আঁকতে দিলে না, গাড়ীটা

ঢেউ খেলিয়ে দিচ্ছে। আঃ কী দিন,—দাও গালাগাল, একটু কবিত্ব আমি করবই—আমি যে কবি। অদ্ভুত রং আকাশে, শিউরে উঠ্‌ছে রোদ। ওর নাম কি মা? জলা, না বিল? চমৎকার, সূর্য্যকিরণ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে জলে!—এই বলিয়া সে চলন্ত ট্রেণের কাম্‌রায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পদ্মাবতী অনেক পাগলামি শুনিয়াছেন, অনেক সহ্য করিয়াছেন। উত্তর দিবার মতো, কথা বলিবার মতো কিছু নাই। পুত্র তাঁহার দুরন্ত, শাসন সে মানে না, আপন প্রাণ-চাঞ্চল্যে সে অধীর।

হঠাৎ এক সময় ওদিককার বেঞ্চ হইতে চীৎকারের শব্দ শুনিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার চাকর চন্দর সকাল হইতে সেই যে পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, এখনও পর্য্যন্ত উঠে নাই। বীরু তাহার কানে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া দিয়াছে। পদ্মাবতী কহিলেন, লাগেনি ত চন্দর?

চন্দর কহিল, লাগে নি মা, চম্‌কে উঠেছি।

এমন অস্থির ছেলে আমি দেখিনি। ওর জ্ঞান নেই যে ওর কুড়ি বছর বয়স পার হয়ে গেছে। বলিয়া পদ্মাবতী পুনরায় পা গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন।

চন্দর জাগিল, আর একটি প্রাণীকেও জাগাইতে বাকি

ছিল। বীরু হেঁট হইয়া এইবার তাহাকে বেঞ্চের তলা হইতে বাহির করিয়া কোলে তুলিল। তাহার নাম পপি। ছোটবেলা হইতে বীরুর কাছে মানুষ হইয়াছে। গায়ে একরাশি পাটাকেলে রংয়ের লোম। চোখ দুইটা কটা, নাকটি কালো, পায়ের আঙুলগুলিতে শাদা-শাদা দাগ। বিলাত হইতে সে আসিয়াছে কি না কে জানে, কিন্তু তাহাকে বলে বিলাতী কুকুর।

বীরু তাহার গলা জড়াইয়া খানিকক্ষণ আদর করিল। কুকুরটাও সম্মতি দিতেছিল।

এক সময় তাহাকে ছাড়িয়া সে পদ্মাবতীর কাছে আসিয়া বসিল। তারপর তাঁহার দুই পা ধরিয়া কহিল, মা? আচ্ছা, বি-এ পড়া ছেলের আদুরেপনায় তোমার গা জ্বলে না?

মা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিলেন, তাই বুঝি এলে জ্বালাতে?

—না। বীরু কহিল, আমাকে কিন্তু বল্‌তে হবে একটা কথা। তোমার মাথায় সিঁদুর, পরণে শাড়ি, কিন্তু তোমার স্বামী কোথায়? মানে, আমার বাবা?

পদ্মাবতী কিয়ৎক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁর স্নেহের হাসি যেন সন্ধ্যার আকাশের শেষ সূর্য্য-রশ্মির মতো মিলাইয়া গেল। এমন আকস্মিক প্রশ্নের কী উত্তর তিনি দিবেন? অজ্ঞান সন্তান, হয়ত আরো কিছু অসুবিধাজনক প্রশ্ন করিয়া বসিবে। তাঁহার দুইটা বড় বড় কালো চোখ যেন ভারাক্রান্ত

হইয়া আসিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য ; তারপরেই তিনি বীরুকে কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন—আছেন তিনি, তাঁকে কি তোর দেখতে ইচ্ছে করে ?

জানালার বাহিরে গাছপালা, মাঠ ঘাট যেন পিছনদিকে ছুটিয়া যাইতেছে। তাহাদের দিকে তাকাইয়া বীরু অনেকক্ষণ কি-যেন চিন্তা করিল, তারপর কহিল—আচ্ছা, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, মা ? মানে, আমার বাবা ?

মায়ের মুখ মুহূর্ত্তে যেন আত্মগৌরবে জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া পুত্রের পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন—থাক্ বীরু, ও-কথা আলোচনা করতে নেই।

বীরু কহিল, স্বাস্থ্য বুঝি তাঁর খুব ভালো ?

পদ্মাবতী পুত্রের দিকে তাকাইলেন। মাত্র কুড়ি বৎসর পার হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ বালকের মতো বীরুর বলিষ্ঠ ও সুন্দর শরীর, পেশীবহুল গঠন, উন্নত দীর্ঘ দেহ। এমন সন্তান যাঁহার তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রশ্ন ? তিনি হাসিতে লাগিলেন। কী বলিয়া তিনি সেই চেহারার বর্ণনা করিবেন !

বীরু পুনরায় প্রশ্ন করিল, তিনি গোঁফ-দাড়ি রাখেন, না কামান্ ?

পদ্মাবতী কহিলেন, তখন গোঁফ ছিল তাঁর। বীরু, এবার অন্য কথা বলো বাবা ?

বীরু অন্য কথা বলিল না, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল। আজ ইহা নূতন নয়। এক বছর, দুই বছর যায়—অকস্মাৎ বীরু এক একদিন এমনি প্রশ্ন করিয়া বসে। মায়ের মুখে উত্তর আসে না, মনটা যেন আঘাতে আন্দোলিত হইতে থাকে। এমনি করিয়াই প্রায় আঠারোটি বৎসর গিয়াছে।

বীরু তাঁহার কাছ হইতে এইবার উঠিয়া গেল, তারপর কামরার ভিতর কিয়ৎক্ষণ পায়চারি করিতে করিতে এক-সময় কহিল, আমার কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করে না!

কেন রে?—পদ্মাবতী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

বীরু মায়ের মুখের দিকে তাকাইল। এই প্রসন্ন মাতৃমূর্ত্তির ভিতরে কোথায় যেন একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা গভীর অন্তরের ভিতরে জমিয়া আছে, অল্প বয়স হইলেও বীরু তাহা অনুভব করিতে পারে। বেদনার ইতিহাসটা সে জানে না, তাহার চেহারাটাও বীরুর নিকট স্পষ্ট নয়, কিন্তু ইহাকেই ঘিরিয়া কোথায় যেন একটা অন্যায় ঘটনা জমা আছে, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথাটাই সে যেন জানিয়া রাখিয়াছিল।

সে আমি জানিনে।—বলিয়া বীরু মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। গাড়ীর ভিতরে আর তাহার ভাল লাগিতেছে না।

হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। ট্রেণের গতি

থাকিতে থাকিতেই বীরু প্লাট্ফরমের উপর নামিয়া পড়িল। চন্দর গাড়ী হইতে নামিয়া কুলী ডাকিয়া লইল।

বীরু কহিল, আমি এখন বাড়ী যাবো না মা।

পদ্মাবতী কহিলেন, জামা কাপড় অমন নোংরা, ওই নিয়ে কোথায় যাবি? লোকে যে ঘেন্না করবে!

ঘেন্না করবে?—বীরু হাসিয়া পুনরায় কহিল, ঘেন্না করবে এমন মানুষের কাছে যাবো কেন?—এই বলিয়া পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া মায়ের হাতে কিছু টাকা দিল।

জিনিসপত্র অনেক। একমাসের জন্য তাঁহারা বাহিরে ছিলেন, সুতরাং লগেজের সংখ্যা মাত্রা ডিঙাইয়া গিয়াছে। চার পাঁচটা কুলীর মাথায় মালপত্র চাপাইয়া তাঁহারা সকলে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দুইখানা ট্যাক্সি মোতায়েন করিলেন। কুকুরটা তাহার কাঁধে চড়িয়া আসিতেছিল, এইবার বীরু তাহাকে চন্দরের পাশে তুলিয়া দিল।

—তবু তোমাকে ওই নোংরা কাপড় প'রে যেখানে সেখানে যেতে হবে, কেমন বীরু?—পদ্মাবতী রাগ করিয়া কহিলেন।

বীরু কহিল, তোমার পায়ে পড়ি মা, লক্ষ্মীটি। এখুনি না গেলেই চলবে না, ভীষণ জরুরী। এক মিনিট এদিক ওদিক হলেই···বুঝলে, পৃথিবী ওলোট পালোট, সৃষ্টি যাবে রসাতলে।—বলিতে বলিতে হাসিয়া সে পলাইয়া গেল।

আলো আর আগুন

পদ্মাবতীর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তিনি ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন, ভবানীপুর, লান্সডাউন্ রোড।

বীরু একবার দাঁড়াইল। সম্মুখে হাবড়ার পুল, ডানদিকে গঙ্গা, ওপারে কতকগুলা চিম্‌নী ও বড় বড় বাড়ী দেখা যাইতেছে, মানুষের ঘন জটলায় সমস্তটা জটীল; ইহাদেরই ভিতর একবার থাঁমিয়া সে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া একবার হাসিল। অনেকদিন পরে কলিকাতায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এ যে কত বড় রোমাঞ্চকর আনন্দ তাহা কেবল সেই জানে। সমস্তটা মিলিয়া তাহাকে যেন অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানাইতেছে।

একখানা ট্যাক্‌সি পার হইতেছিল, হাত দিয়া তাহাকে থামাইয়া বীরু চড়িয়া বসিল, তারপর কহিল, পার্ক সার্কাস চলো।

মোটর ছুটিল!

কেমন করিয়া পথ পার হইল কে জানে। সে যেন একটা অদ্ভুত প্রাণের তাড়ায় ছুটিয়াছে, আর কোনোদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। পিছনের কুশনে ঠেসান দিল না, উদ্বিগ্ন হইয়া সোজা বসিয়া রহিল। ঝাঁপা ঝাঁপা কালো চুলের গোছা বাতাসে দুলিতেছে; ট্রেণের ধকলে চেহারাটা কিছু মলিন। প্রাণশক্তি তাহার প্রচুর, বয়সের তারুণ্যটা আরো বেশী, সুতরাং পরিচ্ছদের পারিপাট্যের দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বয়সের

সহিত আসে পরিচ্ছদের প্রশ্ন। মনে মনে বলিল, কর্ত্তব্যটা প'ড়ে রইল, মায়ের চেয়ে বড় হোলো মায়া!

পশ্চিম দিকে সূর্য্য নামিয়াছে। বেলাটা গোধূলি। এখনও সন্ধ্যার আলো জ্বলে নাই। পূর্ব্বদিকে মেঘ করিয়াছে, বৃষ্টি আসিতে পারে। এমন সময় গাড়ী থামাইয়া পার্ক সার্কাসের একটা রাস্তায় বীরু নামিয়া পড়িল। মীটার দেখিয়া ভাড়া দিল, বকৃশিস দিল।

পথের ওপারে হালফ্যাশনের একখানা বাগান বাড়ী। ফটকের উপর মালতীর ঝাড়, পাঁচিলের পাশে একটা শিউলী গাছ—তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। ঢুকিবার পথে চাপরাশি বসিয়াছিল, বীরু তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। সম্মুখেই আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত বৈঠকখানা। সেখানে রুচির চেয়ে বস্তু-বৈচিত্র্যের প্রাধান্য। বিলাতী, জাপানী, চীনা, জার্ম্মানি, ফরাসী, মার্কিনী—নানা দেশের সৌখীন আসবাবের বাহুল্যে ঘরখানা যাদুঘরে পরিণত হইয়াছে, ইহার নিজস্ব কোনো পরিচয় নাই। বোধ করি হাল আমলের অভিজাত।

জন তিনেক ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বিশেষ একজনের দিকে চাহিয়া বীরু প্রশ্ন করিল, রাণু কোথায়?

ভদ্রলোক উষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, কী দরকার তাকে?

ওঃ সে খুব জরুরী। রাণু নেই?

ভদ্রলোক উঠিয়া আসিলেন, কহিলেন, আবার এসেছ? তোমাকে না মানা করা হয়েছিল এখানে আসতে? ভারি ইতর ত'!

এতক্ষণে বীরুর মনে পড়িয়া গেল, সত্যই এখানে আসিতে তাহাকে অনেকবার নিষেধ করা হইয়াছিল, কিন্তু উত্তেজনা ও আগ্রহে কথাটা কিছুতেই তাহার মনে থাকে না। বয়সের সহিত আসে বিবেচনা, সে-বয়স তাহার এখনও হয় নাই। বলিল, মানা করেছেন, কিন্তু আমার যে দরকার?

অন্য দুইটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন কহিলেন, দরকার? তোমার মাথা খারাপ নাকি হে?

বীরু তাঁহাদের দিকে চাহিল না। কেবল রাণুর বাবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দেখা করতে দেবেন না?

ভদ্রলোক তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, তুমি জানো যে তোমাকে আমি জব্দ ক'রে দিতে পারি?

বীরু উত্তরে হাসিল, হাসিয়া কহিল, বোধ হয় পারেন না। কী করেছি আপনার? রাণুকে দেখতে এসেছি, একটা কথা বলেই চ'লে যাবো। দয়া ক'রে একবার ডেকে দিন্।

অন্য ভদ্রলোক দুইটি এইবার উঠিয়া আসিলেন। কহিলেন, এঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার কেমন ক'রে আলাপ হোলো?

কেমন ক'রে?—বীরু হাসিমুখে বলিল, ওঃ সে ভারি মজার। গত বছরে নৈনীতালে আলাপ হয়। সেখানে একটা লেক্ আছে, রাণু পা পিছলে, বুঝলেন না, তার ধারে গড়িয়ে পড়ে। আমি ছিলুম ত সেখানে?—আর কি—তুললুম হাত ধ'রে—romantic, thrilling experience. কী যে ভালো লাগল! জানেন আপনারা, রাণু কী intelligent, কী accomplished?

তাঁহারা ইহার স্পর্দ্ধায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বীরু বলিয়া চলিল, অদ্ভুত মেয়ে, তাকে ঘিরে কেমন একটা আশ্চর্য্য রহস্য ঘুরে বেড়ায়।—কেমন দেখতে? কবিত্বটুকু ক্ষমা করবেন।—বলিয়া সে নিজের আনন্দে অন্ধের মতো হাসিতে লাগিল, লাবণ্য-লতা! 'শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল অপরূপ মুখ।'

রাণুর বাবা দাঁড়াইয়া রাগে কাঁপিতেছিলেন। প্রথম ভদ্রলোক কহিলেন, তুমি কবিতা লেখো নাকি?

লিখি। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি। বাড়ীতে পড়ি।

আর কি করো?

আর? রাণুর চিঠির উত্তর দিই, তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি। তাকে স্বপ্ন দেখি।

কি বললে?—বলিয়া রাণুর বাবা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—চাবুক মেরে তোমার পাগলামি সারিয়ে দিতে পারি, জানো? বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

কেন?—বলিয়া বীরু দাঁড়াইল; পুনরায় কহিল, কি করলুম আমি? আপনার মেয়েকে ভালোবাসি, আপনি ত' খুশি হবেন—তাতে ত আপনার আনন্দ, মিষ্টার লাহিড়ী!

আনন্দ? শোনো মিষ্টার পাল, what the rascal is talking about!

এমন সময় শরৎকালের মেঘ হইতে বিনা নোটিশে চড়বড় করিয়া বৃষ্টি আসিল। বীরু দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মাথায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সে গ্রাহ্য করিল না।

মিষ্টার পাল কহিলেন, Let us see how far he goes. হ্যাঁ, কী বলছিলে? ওঁর আনন্দ হবে কি জন্যে?

বীরু কহিল, নিশ্চয় আপনার আনন্দ হবে। বাণু যখন ছোট্ট ছিল, বলুন ত, সবাই তাকে আদর করলে খুশি হতেন না? আজো আপনাকে খুশি হতে হবে, I love her, I am the lover! দয়া ক'রে একবার তাকে খবর দিন্।

রাণু তোমাকে চিঠি লেখে?—মিষ্টার পাল অনুসন্ধিৎসু-ভাবে প্রশ্ন করিলেন।

মিছে কথা।—মিষ্টার লাহিড়ী উগ্রকণ্ঠে কহিলেন, মিছে কথা, আমার মেয়ে এমন কাজ করতেই পারে না।

বীরু কহিল, পারে না? আপনি তাকে কতটুকু জানেন? আপনার চেয়ে তার বুদ্ধি! চমৎকার চিঠি, চিঠির মধ্যে আগুনের রস—আঃ আশ্চর্য্য তার ভাষা, আশ্চর্য্য তার মন। তার চিঠি আমার কাছে থাকলে দেখাতুম আপনাদের। তাকে ডাকুন, আমি বল্‌ব তার সামনে।

তোমার মতন বোকা আমরা দেখিনি।—ব্যানার্জ্জি ফস করিয়া কহিলেন।

বোকা আমি? কে বললে? ভালোবাসলে বোকা হয়? You love your ladies and are you all fools? মিষ্টার লাহিড়ী, আপনি কি বোকা?

মিষ্টার লাহিড়ীর চোখের ভিতর দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। বীরু পুনরায় কহিল, রাণু বলেছে আপনার কথা। কোর্ট্ থেকে বেরিয়ে মোটর নিয়ে আপনি কোথায় যান্, মিষ্টার লাহিড়ী?

মিষ্টার লাহিড়ী বিপন্ন হইয়া বন্ধু দুইজনের দিকে তাকাইলেন; তার পর হঠাৎ রাগে অন্ধ হইয়া তিনি কি-যেন করিতে যাইতেছিলেন, বন্ধুরা তাঁহাকে বাধা দিলেন। তার পর মিষ্টার ব্যানার্জ্জি কহিলেন, পাকাপাকা কথা! তুমি তার কী জানো হে?

বীরু হাসিয়া কহিল, উনি যান্ বালীগঞ্জে, একটি বিধবা

ভদ্রমহিলার ওখানে গিয়ে রোজ চা খান্! রাণুর মা মারা যাওয়ার পর—

ব্যানার্জ্জি ও পাল মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। লাহিড়ী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। স্কাউনড্রেল্! জানেন মিষ্টার পাল, ওর রক্তের মধ্যে বিষ আছে, আমি জানি ওর মায়ের স্ক্যাণ্ডাল্—

বীরু কহিল, কী জানেন?

লাহিড়ী কহিলেন, তোমার বাবা কোথায়? তোমার মা একলা থাকে কেন? জানিনে কিছু?

বীরু কহিল, তারপর? বলুন ত কি জানেন?

তারপর তোমার মাথা!—লাহিড়ী গর্জ্জন করিলেন।

কিছুই জানেন না তা'হলে!—বীরু কহিল, আমিও যতটুকু জানি, আপনিও ততটুকু। মা থাকেন একলা, কেন তা জানিনে। জিজ্ঞেস করেছি, মা হাসেন। সত্যি বলছি, বাবাকে আমি কখনো দেখিনি; শুনেছি তাঁর কথা। Oh, how beautiful my mother is! তাঁকে আপনারা দেখেন নি! রাণুর মতন মুখ, রাণুর মতন রূপ! —বৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া জল পড়িতেছিল।

মিষ্টার পাল কহিলেন, পাগল।

ব্যানার্জ্জি কহিলেন, ছাগল!

লাহিড়ী কহিলেন, তুমি বেরিয়ে যাবে কিনা? এই চাপরাশি—

হুজুর।—বলিয়া চাপরাশি আসিল।

বীরু কহিল—আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি। কিন্তু দয়া ক'রে একটিবার—একটিবার রাণুকে খবর দিন। খবর পেলেই সে ছুটে আসবে। I entreat—

চাপরাশি—?

তবে থাক্, এত যখন আপত্তি তখন এই যে, যাচ্ছি চ'লে। আচ্ছা, নমস্কার। বলবেন কিন্তু তাকে যে আমি এসেছিলুম। বলবেন, কাল দুপুরবেলা বাড়ী থাকতে, আমি ফোন্ করব।—এই বলিয়া বীরু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৃষ্টি আর নাই, আকাশে শুক্ল সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে। তাহার সহিত আসিয়াছে উজ্জ্বল তারকার দল। এমন সময় পার্ক সার্কাসের বাগান বাড়ীতে একখানা ভাড়াটে ফীটন্ আসিয়া দাঁড়াইল।

একাকিনী গাড়ীতে বসিয়াছিল রাণু, গাড়ী থামিতেই একটা বেতের ঝুলি লইয়া সে ভিতরে ঢুকিল। বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন মিষ্টার লাহিড়ী ও একটি সৌম্য দর্শন যুবক। ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর বয়স, য়্যাড্‌ভোকেট্ হইয়া সবেমাত্র হাইকোর্টে নামিয়াছে। নাম সুশান্ত রায়। তাহার বাবা

রংপুরের জমীদার, কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে প্রকাণ্ড অট্টালিকা। যুবকটির আচার-আচরণে কোনো দোষ ত্রুটি নাই, স্বভাব মধুর। ব্যারিষ্টার লাহিড়ী তাহাকে বার-লাইব্রেরীতে আবিষ্কার করেন। ইহার ভিতরে কিছু গোপন অভিসন্ধিও ছিল। সুশান্তর পসার জমিয়াছে মন্দ নয়। সে ধুতি পরে না, প্রায়ই ট্রাউজার পরিয়া থাকে। পোষাক-পরিচ্ছদে ত্রুটি ধরা পড়ে না।

কি যেন একটা আলোচনা চলিতেছিল, রাণু আসিতেই তাহা থামাইয়া লাহিড়ী কহিলেন, এত দেরী হোলো যে রাণু? আমরা বসে আছি মা তোমার জন্য।

রাণু কহিল, মার্কেটে গিয়েছিলুম বাবা, এইগুলো কিনে আন্‌তে হোলো। এই যে, আপনি কখন্ এলেন?

সুশান্ত কহিল, মিনিট পনেরো হোলো। কাল আসতে পারিনি, বাড়ীতে জনকয়েক আত্মীয়স্বজন এলেন—।

রাণু কহিল, দোষ হয়নি, কাল আপনার আসবার কথা ছিল না।

সুশান্ত লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। প্রতিদিন না আসিলে অন্যায় হইবে, এমন কল্পনা করা সত্যই ভুল হইয়াছে।

লাহিড়ী কহিলেন, আজো ওর তাড়া ছিল, তবু আমি বসিয়ে রেখেছি তুমি না আসা পর্য্যন্ত। এতক্ষণ সেই ছোক্‌রার কথা বলছিলুম—

রাণু প্রশ্ন করিল, কোন্ ছোক্‌রা বাবা ?

তাঁহার হইয়া সুশান্ত জবাব দিল, কহিল, তা'র নাম বীরু, আজ একটু আগে এসেছিল সে এখানে।

বেতের ঝুলিটা হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছিল, রাণু সেটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া সংযত কণ্ঠে কহিল, এসেছিল নাকি ? আপনার অপমানের পরেও আবার—?

লাহিড়ী কহিলেন, এমন বোকা দেখিনি! ছেলেমানুষ কিনা, তার ওপর আবার লেখাপড়া শেখেনি! যা হয়ে থাকে·। সে যে কী বললে, আর না বললে, কিছুই বুঝতে পারি নি। আমার বন্ধুরা ছিলেন, তাঁরা ত হেসেই খুন! শেষকালে দেখি ধমক খেয়ে ল্যাজ তুলে পালিয়ে গেল। বলিয়া লাহিড়ী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় কহিলেন, ছোঁড়া ভয় পেয়েছে, আর কোনোদিন আসবে না তোমাকে বিরক্ত করতে। বুঝলে সুশান্ত, রাণুর আচার-আচরণ একটু নরম কিনা, মাঝে মাঝে অমন এক-আধজন ভক্ত যে কোথা থেকে ছুট্‌কে আসে—silly schoolboys !

রাণু কি যেন একটা উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তাহার ঠোঁট দুটিই কেবল কাঁপিল, কথা বাহির হইল না। বেতের ঝুলিটা হাতে লইয়া সে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। তাহার মুখের চেহারা কেহ দেখিল না।

লাহিড়ীর কেমন যেন একটা সন্দেহ হইল। রাণুর চলিয়া যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, মেয়েটি আমার খুব মুডি, বুঝলে সুশান্ত? ঠিক মায়ের মতন, ফুলের সঙ্গে কাঁটা জড়ানো। ওরে রামশরণ—

ভিতর হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। লাহিড়ী বলিলেন, গাড়ীখানা গ্যারেজে দিয়ে গেল কিনা একবার দেখে আয়।

রামশরণ কহিল, দিয়ে গেছে হুজুর।

দিয়ে গেছে? যাক্ বাঁচলুম। তবে ত' সুশান্ত তোমাদের সুবিধেই হলো?—লাহিড়ী হাতঘড়ির দিকে তাকাইয়া পুনরায় কহিলেন, এখন আটটা। সাড়ে ন'টার মধ্যে একটা ড্রাইভ্ দিয়ে আসতে পারবে! ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম রাস্তাটায় যেয়ো, বেশ গঙ্গার হাওয়া; রাণুর আবার একটু-আধটু মাথা ধরা আছে কিনা—

সুশান্ত সবিনয়ে কহিল, উনি এইমাত্র এলেন, আবার কি যাওয়া সম্ভব হবে? আমি বলি আজ থাক্‌গে—

হা-হা-হা-হা করিয়া মিষ্টার লাহিড়ী হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, My dear young advocate, you have yet to learn something more of psychology! বেড়াতে পেলে কি মেয়েরা আর কিছু চায়? ঘরের মধ্যে যে ওদের বাসা,

তাই ওরা চায় ছুটি। দাঁড়াও, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে তাড়াতাড়ি!—এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে ভিতরে উঠিয়া গেলেন। সুশান্ত বিপন্ন হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। সমস্ত ব্যাপারটার ভিতরে সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

ভিতরে গিয়া লাহিড়ী পুনরায় উচ্চকণ্ঠে হাসিলেন, কহিলেন—যা ভেবেছি তাই, অন্নপূর্ণার আসন ঠিক রান্না ঘরে। আশ্চর্য্য, এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার একেবারেই মনে হয়নি যে, সুশান্তকে চা অফার করতে হবে। Oh, the young, and only the young who rules; and we old, we are the old fools! কোথায় চললে মা?

রাণু সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কহিল, কাপড় ছাড়তে যাচ্ছি বাবা।

লাহিড়ী তাহার অনুসরণ করিলেন। কহিলেন, সুশান্তকে তুমিই চা দেবে ত' মা?

হঠাৎ রাণু ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কেন বাবা?

তুমি যে নিজে চায়ের হুকুম দিলে?—বলিয়া লাহিড়ীও উপরের সিঁড়িতে উঠিয়া আসিলেন।

রাণু কহিল—বাবা, ওটা সৌজন্য, বাধ্যবাধকতা নয়। চা আমি দেবো কেন, দেবে রামশরণ!—এই বলিয়া সে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

পিতা প্রমাদ গণিয়া কন্যার সহিত ঘরের ভিতরে আসিলেন। রাণু স্যুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল। লাহিড়ী কহিলেন, কিন্তু মা, সুশান্তর কাছে আমাকে লজ্জিত হ'তে হবে!

বেতের ঝুলিটা ছুড়িয়া একটা কুশনের উপর ফেলিয়া রাণু কহিল, একে কী বলে? বাগান-বাড়ীর বৈঠকখানায় এসে উঠলেন সুশান্ত রায়, আপনি বলছেন আমাকে নিজের হাতে চা দিতে; তিনি চা খেয়ে করবেন সুখ্যাতি, আর আপনি দেবেন আমার বিজ্ঞাপন। কী বলে একে বাবা?

তোমার মেজাজ আজ ভালো নেই, রাণু।

রাণু কহিল, তার পরে আমি যাবো গঙ্গার হাওয়া খেতে, এত রাতে সুশান্তবাবু আমাকে নিয়ে যাবেন ড্রাইভ্ ক'রে। কেন, আমার এ-ঘরে হাওয়া নেই? কী এর নাম? আভিজাত্য? —শেষের কথাটায় সে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

লাহিড়ীর মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। কহিলেন, তবে আমি সুশান্তকে কি বল্‌ব?

ফিরে যেতে বলুন। বলুন আমার মাথা ধরেছে।—

লাহিড়ী চলিয়া গেলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলাইয়া যাইবার পর রাণু জামাটা খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর মুহূর্ত্ত মাত্র—আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইতেই পিছন দিকে একটা মানুষের ছায়া পড়িল।

বিস্ময়ের অস্ফুট একটা বিদীর্ণ আওয়াজ রাণুর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎগতিতে মুখ ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল, বীরু, কখন্ এলে তুমি? এলে কোথা দিয়ে?

চুপ—বলিয়া বীরু তাহাকে থামাইল, তারপর অগ্রসর হইয়া সে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। ছিট্‌কানি লাগাইল।

রাণু শিহরিয়া কহিল, আল্‌মারির পাশে লুকিয়ে ছিলে? একি, জামা কাপড় ভিজে, মাথায় জল—বীরু, কেমন ক'রে এলে?

বীরু চাপা গলায় হাসিয়া কহিল, নায়ক যেমন ক'রে আসে নায়িকার ঘরে। Dream!

তোমাকে নাকি ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল?

হ্যাঁ, সদর দরজায় আর পথ নেই। বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠলুম, তারপর লুকিয়ে উঠেছি দোতলায়—

রাণু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এদিক ওদিক চাহিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া রেডিয়োর প্লাগটা লইয়া সুইচ্-বোর্ডে সংযোগ করিয়া দিল। রেডিয়োতে কথা ও গান চলিতে লাগিল।

উৎকর্ণ, সন্ত্রস্ত দুইটি ছেলে মেয়ে। এখনই কেহ দরজা ঠেলিয়া ডাকিতে পারে। নীচে লাহিড়ী ও সুশান্ত। চাকর, দারোয়ান ও বেয়ারা—বাড়ীতে অন্যান্য লোকজন! রাণু কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

বীরু ?

বীরু কহিল, এখনো বাড়ী যাইনি, ট্রেণ থেকে নেমেছি বিকেলে। কী আনন্দ হচ্ছে রাণু তোমাকে দেখে !

রাণু দ্রুত গিয়া ঘরের পাশে ড্রেসিং রুমে ঢুকিল, দুই মিনিটের মধ্যে আলমারির ভিতর হইতে তাহার বাবার একটা ঢিলা পায়জামা ও পপলিন্ শার্ট্ বাহির করিয়া আনিল। বীরু বিদ্যুৎগতিতে গিয়া রাণুর হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল—পাগল। কিছু দরকার নেই। আরে, এর মধ্যে অনেক শুকিয়ে গেছে। ওটা কি, কী আছে তোমার বেতের ঝুলির মধ্যে ?

রাণু হাসিল। কহিল, তোমাকে একটা পার্শেল্ পাঠাবার জন্যে ওসব এনেছিলুম। রঙীন খাম, শেফার্স্ পেন্, সিল্ভার ট্রে, স্প্রিঙ্ কুলার। আসতে তোমার ট্রেণে কষ্ট হয়নি ? আর মা ? মা তেমনি শান্ত ? তেমনি মিষ্টি ?—ছুটিয়া গিয়া সে একবার দরজায় কান পাতিল ; তারপর ফিরিয়া আসিল, হাসিয়া কহিল, ডাকাত, দাঁড়াও, তোমাকে একটা উপহার দেবো।

ঝুলিটা ওলোট-পালোট করিয়া রাণু একটা মখমলের কৌটা বাহির করিল। তাহার ভিতরে ছিল পাথর বসানো একটি আংটি। আংটিটা সে বীরুর ডান হাতের একটা আঙুলে পরাইয়া দিল।

তোমাকে কী দেবো ?

আমাকে ? কিছু না।—রাণু তাহার প্রতি চাহিল।

বীরু কহিল, ওদের কি বলেছি জানো ? বলেছি, I love her, I am the lover.

রাণু শিহরিয়া উঠিল। তাহার হাত ধরিয়া কহিল, আর কি বলেছ ?

বলেছি তোমার চিঠির কথা, তোমার রূপের কথা। বলেছি আমরা ফোনে কথা বলি।

রাণু মুখের একটা শব্দ করিল। তারপর কহিল, কোথায় রাখবো তোমাকে ? কে, কে দরজা ঠেল্‌ছে ? না, কেউ না। বীরু, কী নোংরা তোমার কাপড় জামা ? ট্রেণ থেকে নেমে বাড়ী যাওনি ?

বীরু মায়ের কথা মনে করিয়া হাসিল। কহিল, ঘেন্না করবে তুমি, রাণু ?

রাণু তাহার দুইটা হাত ধরিল। কহিল, কী শক্ত, কী শক্তি! তোমাকে ঘেন্না করব ? আ, বীরু, সেই নৈনীতালের লেক্, পাইন-পিপলের পাহাড়, দূরে সূর্য্যাস্ত—বীরু, কী রূপ তোমার, কী বিরাট তুমি।—সে হাসিয়া-হাসিয়া কহিল, শ্বেত-পাথরের পুতুল !

রেডিয়োতে কে যেন বক্তৃতা দিতেছিল। সেই কণ্ঠের কোলা-হলের ভিতর তাহাদের কথাবার্ত্তা ডুবিয়া যাইতেছে। বীরুর

চোখে মুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নাই, কৌতুকে ও উল্লাসে সে ঘরের ভিতর পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। রাণু স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

বীরু কহিল, আমার মাকে বলে, স্ক্যাণ্ডাল্! সোনার পদ্ম, পদ্মাবতী! বাবার কথা, বাবার কথা ত আমি জানি নে? কে তিনি, কোথায় থাকেন, তুমি জানো রাণু? স্ক্যাণ্ডাল্ মানে কী? কেন আমার মা চুপ ক'রে থাকে? কেন আমি দেখিনি বাবাকে, কেমন লোক তিনি?

রাণু কহিল, তিনি খুব বড়লোক।

বীরু কাছে আসিল। কহিল, কেমন ক'রে জান্লে তুমি?

জানলুম তোমার ভেতর দিয়ে! তোমার রূপে, তোমার গুণে। বীরু, তুমি খুব বড়লোক—খুব—খুব—বলিয়া রাণু তাহাকে আদর করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, বসো তুমি এই কাউচে। দেখি, দেখি তোমাকে, মন ভ'রে দেখি, দেখা যেন না ফুরোয়। আ বীরু, জানো না কেমন ক'রে দিন কাট্‌ছিল! তোমার পায়ের শব্দের দিকে কান পেতে থাকি, প্রাণ পেতে থাকি। চলো বীরু, যাই কোথাও!

কোথায় রাণু?

চলো সেই নৈনীতালে, সেই লেকের ধারে—সেই অরণ্যে—

বীরু উল্লাসে নাচিয়া কহিল, চলো সমুদ্রে, তরঙ্গে তরঙ্গে,

—তুমি তপস্বিনী কুমারিকা। ছড়িয়ে দিয়ো কালো চুল সোনার বেলাভূমে—

রাণু ভুলিয়া গেল ঘরের ভিতরকার বিপদ। হাসিয়া অভিনয় করিয়া কহিল—তুমি? তুমি কবি, আমি কবিতা। তুমি মহা-যোগী হিমালয়, প্রলয়ঙ্কর শিবশঙ্কর! তোমার জটায় জটায় কালফণা, তোমার নাচের পায়ে পায়ে ভূমিকম্পের দোলা, তোমার বিদ্যুৎকটাক্ষে ভয়াল মহাকালের আসন্ন ভ্রূকুটি—আমার প্রাণের দিগন্ত ছেয়ে নাম্‌ল তোমার পিঙ্গল জটাজাল। হে রুদ্র, তোমাকে প্রণাম করি।

বীরু তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। দুই হাতে তাহাকে দোলাইয়া হাসিয়া কহিল, তোমার এলোচুলের অরণ্যে ছেয়ে গেল মহাযোগীর সর্ব্বাঙ্গ! রাণু, কিছু মান্‌ব না, চল্‌ব ছুটে, ভাঙবো বাধা—দাও এখন ভিক্ষা অন্নপূর্ণা—

বীরু জানু পাতিয়া বসিল। মুখ তুলিয়া ধরিল।

রাণু হেঁট হইতেছিল এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, কে?

এই আমরা, একবার খোলো ত মা?—মিষ্টার লাহিড়ীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

এই যে খুলি, বাবা।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত, তার পরেই দরজা খুলিয়া রাণু পথ আগ্‌লাইয়া

দাঁড়াইল। লাহিড়ী বলিলেন, ওঃ রেডিয়োর বক্তৃতা! তুমি কি করছিলে মা?

একটু শুয়েছিলুম বাবা।—রাণুর গলা কাঁপিতেছিল।

লাহিড়ী কহিলেন, সুশান্তকে ধ'রে আনলুম তোমার কাছে। এতক্ষণ ওকে বসিয়ে গল্প করেছি, এইবার ও যাবে।

রাণু গায়ে একখানা রেশমী চাদর জড়াইয়াছিল, আলোয় সেখানা জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছিল। সুশান্তর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া লাহিড়ী বলিলেন, রেশমটাই তোমাকে বেশি মানায় মা। বেশ, বেশ—হ্যাঁ, বল্‌ছিলুম কি, এতই যখন রাত হয়ে গেল, সুশান্ত এখানেই ডিনার খেয়ে যাক্‌। ওকে রাজি করাতে নিয়ে এলুম তোমার দরবারে! কেমন, হয়েছে?

রাণু হাসিয়া কহিল, বেশ করেছেন বাবা, আমিও ভাবছিলুম ওঁকে বল্‌ব। রামশরণকে টেব্‌ল সাজাতে বলুন, আমি এখনি আসছি।

আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া লাহিড়ী কহিলেন, আমরা তবে ওই ডালিমতলার ছাদে একটু পায়চারি করি ততক্ষণ, বেশ চাঁদের আলো হয়েছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবে মা, নৈলে—

এই যে বাবা, কাপড় বদলেই আসছি।—বলিয়া রাণু পুনরায় দরজাটা বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে কান পাতিল। লাহিড়ী ও সুশান্তর পায়ের শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল।

ছিট্‌কানি লাগাইয়া সরিয়া আসিতেই বীরু পুনরায় বাহির হইল। তারপরে এক হাস্যকর কাণ্ড। ধুতির সহিত চাদর ও বেড্‌-কভার পাকাইয়া স্ক্রীনের ও স্কাই-লাইটের দড়ি খুলিয়া কেমন এক অদ্ভুত উপায়ে পলাইবার অবলম্বন তৈরী হইল। জানালার গরাদ নাই, সুতরাং সুবিধা আছে।

কবে দেখা হবে, বীরু? কোথায় থাকবে তুমি?

জানিনে, খুঁজে নেবো তোমাকে।—বলিয়া বীরু জানালার বাহিরে কার্ণিশে নামিল। রাণু ঘরের আলো নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে হাত বুলাইয়া-বুলাইয়া বীরু হাসিয়া কহিল—যাক্‌, দড়ির দরকার নেই, রেন্‌-পাইপ পেয়েছি।

রাণু আনন্দে দুই হাতে তাহার চুলের গোছা মুঠা করিয়া ধরিল, তারপর হাসিয়া কহিল, কাল তোমার বাড়ীর ধার দিয়ে যাবো; যেন কিছু জানিনে। সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে —কেমন?

বীরু কহিল, মিনিট্‌ গুন্‌বো।

রাণু কহিল, তখন কী ভিক্ষে চাইছিলে?

বীরু হাসিয়া কহিল—ভিক্ষে? দাও হাতখানা।—বলিয়া রাণুর একখানা হাত টানিয়া তাহার উপর সে শক্ত করিয়া দাঁতের দাগ বসাইল, বলিল, জুলিয়েট্‌!—তারপর চক্ষের নিমেষে রেন্‌-পাইপ ধরিয়া নামিয়া গেল।

বাগান পার হইয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সে রাজপথে পড়িয়া ছুটিয়া চলিল, রাণুর উৎসুক মন ভ্রমরীর মতো তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

দুই

লাহিড়ীর বয়স পঁয়তাল্লিশ হইয়াছে। কপালের দুই পাশে চুলের ভিতরে সামান্য পাক ধরিয়াছে, কিন্তু তেল মাখিয়া স্নান করিলে তাহা আর দেখা যায় না। দাড়ি গোঁফ নাই। স্বাস্থ্যটা দোহারা। সুতরাং বয়সটা সহজে ঠাহর করা যায় না।

বিলাতে তাঁহাকে সাত বৎসর থাকিতে হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। বিবাহ করিয়া স্ত্রী রাখিয়া বিলাত গেলেন, তাঁহার যাইবার তিন চার মাস পরেই স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মেয়েটি মামার বাড়ীতে মানুষ হইতে লাগিল। মামারা তাহার নাম রাখিলেন, রাণু। রাণু বড় হইল।

বিলাতে যে কয়েকজন বাঙালী তাঁহার নানারূপ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বীরকার্য্যের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুরঞ্জন মিত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ। শোনা যায়, তখনকার দিনে কন্‌টিনেণ্টের যে কোনো দেশের রসিক সমাজের গোপন সংবাদ রাখিতে সুরঞ্জন মিত্র ও রোহিণী লাহিড়ীর সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। সেটা অনেকের নিকট নিন্দার ছিল, অনেকে তাঁহাদের বাহবাও দিত। কলিকাতায় এই কথাটা অবশেষে রটিতে লাগিল, স্ত্রী মারা

গিয়াছেন বলিয়াই দেশে ফিরিতে রোহিণী লাহিড়ীর আর মন নাই। নিন্দুকেরা এ সম্বন্ধে নানা কথা বলে।

সাত বৎসর পরে রোহিণী দেশে ফিরিলেন, কিন্তু আর বিবাহ করিলেন না। রাণু মামার বাড়ীতে থাকিয়া মানুষ হইতেছিল, ইত্যবসরে তিনি ভারত পর্য্যটনে বাহির হইলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে একদিন কলিকাতায় তাঁহাকে আসিতেই হইল, অবস্থা বিবেচনা করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করা সুরু করিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও সুবক্তা, অল্পদিনেই তাঁহার পসার জমিয়া উঠিল। পার্ক সার্কাসে জমী কিনিয়া বাগান-বাড়ী ফাঁদিলেন। রাণু আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

ব্যারিষ্টার বন্ধুদের আনাগোনা বাড়িল। তাঁহারা প্রায় সকলেই যৌবনপ্রান্তে আসিয়াছেন। বাঙালী অল্প বয়সেই বৃদ্ধ হয়। সম্মুখ ভবিষ্যতে আর কিছু নাই, সুতরাং গত যুগের বিলাত প্রবাসের গল্পগুজব লইয়া ড্রয়িংরূম মশগুল হইয়া উঠিল। সুরঞ্জন মিত্রকে নূতন করিয়া পাওয়া গেল।

সুরঞ্জনের বয়স চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের দিকে হেলিয়াছে। তিনি বাড়ীর বড় ছেলে; অনেকগুলি ভাই বোন। উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে তাঁহারা ছড়াইয়া আছেন। কনিষ্ঠা সহোদরা যিনি, তাঁর নাম মণিপ্রভা; বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, অনেক

কাল হইতে কি-যেন কারণে স্বামীর সহিত তাঁহার বনিবনা ছিল না, এবং দৈবক্রমে বছর তিনেক হইল তিনি বিধবা হইয়াছেন। সন্তানাদি কিছু নাই, কিন্তু তাঁহার মোটা মাসিক আয় আছে। তাঁহার এক বোন-পো তাঁহার নিকট থাকে। ছোক্‌রা এম-এতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ লইয়া আছে।

লাহিড়ীর সহিত কেমন করিয়া মণিপ্রভার পরিচয় হইল, সে অনেক কথা। সুরঞ্জন মাঝখানে ছিলেন। কিছুকাল হইতে এই লইয়া বন্ধুমহলে দুই একটা কথা উঠিয়াছে। সুরঞ্জনকে নানারূপ কৈফিয়ৎ দিয়া ইহাকে এড়াইয়া চলিতে হয়। আজও সেই আলোচনা চলিতেছিল।

লাহিড়ী কহিলেন, সুরঞ্জন একটু লাজুক, চিরকাল অম্‌নি, কেউ অন্যায় বললেও ও সহ্য করে যায়। ভারি শাই!

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, যত জনশ্রুতি আপনাদের কানেই পৌঁছয়। আপনাদের কানগুলোই বড়-বড়।

শাদা জামা, শাদা কাপড়, শাদা সিঁথি, হাতে দুইগাছি চুড়ি—আর কোথাও কিছু নাই। এই পোষাকটা মণিপ্রভার পরিচয় ও বিজ্ঞাপন। ইহাতেই তাঁহাকে মানায়। লাহিড়ী তাঁহার চেহারার উপর ক্ষণকাল চোখ বুলাইয়া কহিলেন, জনশ্রুতি ঘুরে বেড়ায় কল্‌কাতার শহরে, শহরতলীর পথ পার হয়ে যখন বালীগঞ্জের একটা বিশেষ বাগান-বাড়ীর অন্দর মহলে ঢোকে

তখন বেচারার জৌলস ধুয়ে যায়।—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

ঘরের ভিতরে একখানা লাইফ সাইজ্ আয়না দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া নিজের প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া মণিপ্রভা একটু অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন, এর কারণ কি ?

লাহিড়ী কহিলেন, এর কারণ বার-লাইব্রেরীটাই মূর্ত্তিমান জনশ্রুতি, সেখানে যে কি হয় আর কি না হয় তা বলা কঠিন। কালীঘাটের পাঁঠাবলি থেকে অষ্টম এডোয়ার্ডের চরিত্র সমালোচনা—কিছুই বাদ যায় না। সেখানে কাজের চেয়ে কথা বেশি, কথার চেয়ে বেশি কানাকানি, আর কানাকানিকে ছাপিয়ে যায় কুমন্ত্রণা।

আপনিও ত ওদের মধ্যে একজন, রোহিণীবাবু ?

সেই জন্যেই ত জ্বালা! কলঙ্কটা রটে যৌবনকালে, তার প্রতিবিধান খুঁজে পাওয়া যায় ; কিন্তু আমার বয়সে—মানে, এই বার্দ্ধক্যে রটে নিন্দা, নিন্দার পিছনে থাকে বিদ্বেষ—এর প্রতিবিধান কিছু নেই মণিপ্রভা।

মণিপ্রভা হাসিলেন, কহিলেন, নিজের সম্বন্ধে আপনার বিনয়ের শেষ নেই। সান্ত্বনা চান্ ত আমার কাছে? আমি বলছি আপনার চুল এখনো পাকেনি। দেখতে চান্ আমার মাথা? দিনের বেলা আসবেন, লাইম্ জুস্ মাখবার আগে।

ছোটবেলায় জাহির করতুম আমার বয়স অনেক বেশি, এখন বুড়ো হয়ে টয়লেটের আড়ালে লুকিয়ে থাকি ; বয়সটা বলিনে।

রোহিণীবাবু কহিলেন, মেয়েরা কখনো বুড়ো হয় না!

ওটা আপনার বিলেতী মত। এদেশে আজকে ধরে ফুল, কালকে ধরে ফল। এখানে জন্ম-মৃত্যুটা বড় দ্রুত, দেশটা গরম। মেয়েরা বুড়ো হয় না? কে বললে? বুড়ো ত মেয়েরাই হয় সহজে! তাই ত পঁচিশ বছরের পর যাদের খুঁজে পাওয়া যায়. তারা কেবল মাত্র—এই দেখুন না আমার চেহারাটা—

রুজ মাখা মুখ, লিপ্ষ্টিক্ ছোঁয়ানো ওষ্ঠাধর—মণিপ্রভা দুই হাত তুলিয়া মাথার চুল ঠিক করিয়া লইলেন। পুনরায় কহিলেন, আপনার বার-লাইব্রেরীর বন্ধুদের জানাবেন, রাগ আমি করিনি ; তবু ভয়ও করব না তাঁদের। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মেয়ে-মহলকে আমি চিনি—তারা পুরুষ ভুলিয়ে বেড়ায়, এই ত? এতে অগৌরব নেই। আমাদের কাজ ভোলানো, তাদের কাজ বোকা ব'নে যাওয়া। দুর্ভাগ্যের দল আপনারা—কি পান্? বিলেতে কি পেয়েছেন? কি পেয়েছিলেন কন্টিনেণ্টে?

রোহিণীবাবু কহিলেন, You are positively excited today, Mrs.—

মণিপ্রভা কহিলেন, রাগ করব? কা'র ওপর? পুরুষকে আর বিশ্বাস করিনে, সে কি আমার অপরাধ? ওরা যা চাইলে

তাই দিলুম, আরো কিছু দেবার ছিল, ওরা তার দিকে ফিরে দেখল না। ওদের লুঠ করবার নেশা প্রবল, জানলে না যে, অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা পাওয়াটাই সকলের চেয়ে বড় পাওয়া! রং নিয়ে নাচলে, রস নিয়ে মাতলে না। শস্যের ক্ষেতে এসে ওরা যুদ্ধে নাম্‌ল, পায়ের তলায় চাপা পড়লো ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী।

রোহিণীবাবু বলিলেন, আমার প্রতিই ওদের বিদ্বেষ, তোমাকে বিশেষ কিছু বলেনি, মণিপ্রভা।

আমাকে কেন বল্‌বে?—মণিপ্রভা কহিলেন, মেয়েকে ওরা বলে নারীরত্ন, কিন্তু মানুষ বলে না। স্বাতন্ত্র্য নেই যে আমাদের, আমরা বস্তু। মৌলালীর মহল্লায় যান্, দেখবেন সেখানে আমাদের নামে একটা বিশেষ শব্দ প্রচলিত। কেন? পুরুষ ভুলিয়ে বেড়াই? রান্না, বাট্‌না, বাসন-মাজা দিয়ে যাদের সতী সাধ্বী বানিয়ে পুষে রেখেছ, তারা তোমাদের কি বলে?—পতি পরম গুরু! তোমাদের বাইরের জীবনটার সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে? আপিস-ফেরৎ কোথায় যাও তাস্ খেল্‌তে? পান মুখে দিয়ে কোথা থেকে আসো গান শুনে? জানি, জানি, অনেক জানি ওদের কীর্ত্তি! আমার মেজদাদা বিলেত ফেরৎ প্রফেসর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পপুলার ব্যাচিলর'—কন্‌টিনেণ্টে গিয়ে বিশ-পঁচিশটে 'বান্ধবী' জুটিয়ে এসেছেন, কুক্-কোম্পানীর মারফৎ আসে তাড়াতাড়া চিঠি, এখান থেকে

গোপনে যায় মণি-অর্ডার। কেন বলুন ত? কোথায় তাঁর বাধ্যবাধকতা? সতী-সাধ্বীর দেশে বাস ক'রে কী মৎলবে তিনি ব্যাচিলরি ফলান্? স্ক্যাণ্ডাল্; স্ক্যাণ্ডাল্ পুরুষের। তাদের পাঁজরের হাড় নিয়ে আমাদের জন্ম, আমাদের রক্ত দূষিত করেছে তারা!

এমন সময় কাহার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া মণিপ্রভা কহিলেন, অজিত নাকি?

হ্যাঁ, মাসিমা।—বলিয়া একটি ছেলে ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই লাহিড়ীকে নমস্কার জানাইল।

মণিপ্রভা কহিলেন, তোর কোনো স্ক্যাণ্ডাল্ আছে রে?

অজিত হাসিয়া কহিল, কী বল্‌ছেন?

বলছি, কখানা চিঠি সপ্তাহে পা'স?

কা'র চিঠি?

মণিপ্রভা কহিলেন, এম-এ পাশ ক'রে বুঝলিনে কার চিঠি! ও, ভাঙতে চাস্‌নে, কেমন? কোনো মেয়ে ছাত্রী তোদের সঙ্গে রিসার্চ্ করে?

অজিত কহিল, দু'জন আছেন। তাঁরা—

কো-এডুকেশন্, কেমন? প্রজাপতির বৈঠকখানা! তাহ'লে তোর ফুল এখনো ফোটেনি? সাবধান, প্রথম চিঠিখানা আমাকে দেখাস—আচ্ছা, যা।।

অজিত হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ঢুকিল। মাসীর নাটকীয় মেজাজের সহিত অল্পবিস্তর তাহার পরিচয় আছে। লাহিড়ী কেবল কহিলেন, বেচারি!

মণিপ্রভা কহিলেন, বেচারি নয়, ওরা বিংশ শতাব্দীর প্রডাকৃট্। ওদের সারল্যটাও গভীর চাতুরীতে ভরা।—গাড়ী আছে ত' সঙ্গে? চলুন, কিছু পেট্রল্ খরচ ক'রে আসা যাক্।

রোহিণী লাহিড়ী এতক্ষণে কৃতার্থ হইলেন। কহিলেন, চলো!

গাড়ী করিয়া তুইজনে বাহির হইলেন। রোহিণীবাবু নিজেই ড্রাইভ্ করিতে লাগিলেন। মণিপ্রভা পাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পোষাকের ভিতর দিয়া সুগন্ধী দ্রব্যের কেমন একটা মিশ্র মিষ্ট গন্ধ নাকে আসিতেছিল, তরুণ বয়স হইলে লাহিড়ীর তাহাতেই নেশা লাগিত। মণিপ্রভার মাথার চুল তুইদিকের কানের উপর তুলিয়া বাঁধা, তাহাতে লাইম্ জুস্ মাখানো চাকচিক্য। খোঁপার ফ্যাশনটা আধুনিক আমেরিকান্। ইতিমধ্যে একদিন তিনি সিনেমায় গিয়াছিলেন, সেদিন সেখানে 'প্রাইভেট্ ওয়াইভস্' পালা ছিল, তাহাতে নর্ম্মা শিয়ারারের অভিনয় দেখিয়া আসিয়া পরদিন হইতে এমনি করিয়াই তিনি খোঁপা ফিরাইতেছেন। আবার নূতন ফ্যাশন্ না পাওয়া অবধি এই খোঁপাই চলিবে।

কিছুক্ষণ চলিবার পর মণিপ্রভা বলিলেন, ক'টা বাজে?

ষ্টিয়ারিং হইতে বাঁ হাত তুলিয়া লাহিড়ী কহিলেন, পৌনে ছ'টা। আমি তোমার কাছে চারটের সময় এসেছি।

কাজ ছিল না আপনার?

কাজ আর কত করব? আর পারিনে, মেয়েটার বিয়ে দিয়েই আমার ছুটি। কিছু ভালো লাগে না।

মণিপ্রভা কহিলেন, এটা আপনার ছলনা, যা ভালো লাগার কথা, তা'তে আপনার অরুচি নেই।

লাহিড়ী কহিলেন, তুমি কী ক'রে জান্‌লে?

জান্‌তে হয় না, দেখতে পাওয়া যায়। আঃ, মাথাটা হঠাৎ ধ'রে উঠেছে কেন কে জানে?

সে কি, মাথা ধরেছে?—রোহিণীবাবু মোটরের স্পীড্‌ কমাইয়া দিলেন। পুনরায় কহিলেন, ভালো না, কিছুতেই ভালো না। মাথাধরাটা ভারী রোগের ভূমিকা! বাস্তবিক, এই কাহিল শরীর তোমার, তুমি একটু যত্ন নাও না। ফিরে যাবো?

মণিপ্রভা একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন। প্রথম পরিচয় হইতে ঘনিষ্ঠতা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সংসারে মানুষ চেনা বড় কঠিন। মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, আপনাকে অত ব্যস্ত হ'তে বলিনি।

ব্যস্ত হই সাধে? তুমি ত জানো না আমি কি রকম ভয় পাই! জীবনের স্থায়িত্ব কতটুকু? এই আছে এই নেই। জল-

জ্যান্ত মানুষ রেখে গেলুম, বিলেতে নেমেই শুনি আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে! বিশ্বাস হারিয়েছি, নির্ভর আর করিনে, সান্ত্বনাতে আর ভুলিনে।—লাহিড়ী কহিলেন, এখন তোমার উচিত চুপ ক'রে শুয়ে থাকা; একটু ঠাণ্ডা জল আর অল্প অল্প বাতাস। রাঙা বৌদিদি বুঝি তোমার শরীরের কোনো খবরই রাখেন না?

মণিপ্রভা কহিলেন, আইবুড়ো তরুণী নই যে তিনি চোখে চোখে রাখবেন। তা ছাড়া নিজের ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত। সেবাযত্ন পাবারো আবার একটা বিশেষ অবস্থা আছে, রোহিণীবাবু।

পথের মাঝখানে গাড়ী থামাইয়া রোহিণীবাবু কহিলেন, থাক্, আমার সে কথায় দরকার নেই। যার জ্বালা সেই বোঝে। নিজের যন্ত্রণা অন্যে জান্‌বে কি? তা' ব'লে আমি ত আর চুপ ক'রে থাকতে পারিনে। চলো, এখুনি ডাক্তার গুপ্তর ওখানে —না, না, সে আমি কিছুতেই শুন্‌ব না, মণিপ্রভা। এ ক্ষেত্রে মেয়েমানুষের কথায় আমি কান দিতে পারব না।

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, মশা মারতে কামান দাগছেন কেন?

মশা!—রোহিণীবাবু কহিলেন, তুমি জানো মাথাধরা মানে কী? তোমার মনটা বুদ্ধিপ্রধান, চিন্তাপ্রবণ, মস্তিষ্ক নিয়েই তোমার কারবার—কিন্তু এমনি অবহেলায় যদি স্থায়ী মাথার

অসুখ তোমার দাঁড়ায়—বলো ত, ক্ষতি কা'র?—বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় মোটরের স্পীড্ বাড়াইয়া দিলেন।—যারা তোমার মাসোহারার টাকাগুলো খায় ক্ষতি তাদের নয়, চিঠি দিয়ে কালে-কস্মিনে যারা তোমার হেল্থ্ ড্রিঙ্ক্ করে তাদেরো ক্ষতি নয়! ক্ষতি তার যে তোমার কল্যাণ কামনায় নিশিদিন—

মণিপ্রভা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। ডান হাতখানা পিছন দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, লোককে খুশি করতে আপনি অদ্বিতীয়!

রোহিণীবাবু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, করো বিদ্রূপ—সহ্য ক'রে যাবো। কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে যারা চলে তারাই হাত বাড়িয়ে দাম চায়—আমি? কিছুমাত্র না। দিয়েই আনন্দ, দিয়েই আমার গৌরব। ঠাট্টা করবে? ভেঙে পড়বো আমি সামান্য ঠাট্টায়? না। আমার কাজ আমি ক'রে যাবো, কর্ত্তব্য করাতেই আমার সত্য পরিচয়। ও আমি পারব না, মণিপ্রভা। সুস্থ শরীরে তুমি যা খুশি তাই করো, কিন্তু তোমার অসুস্থ শরীর আমার হাতে তুলে দিয়ো। ভালো কাজ জীবনে হয়ত করিনি, শেষ বয়সে মানুষের কিছু সেবা ক'রে যেতে চাই।

এই যে, here you are, poor fellow!—বলিতে বলিতে রোহিণীবাবু গাড়ী থামাইলেন।

দুইজনে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। খবর পাঠাইতেই

গুপ্তসাহেব নামিয়া আসিলেন। দুইজনের সহিত করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন, A friend in need—

রোহিণীবাবু কহিলেন, Yes doctor, you are indeed a friend! দেখো চেয়ে এঁর দিকে, ভীষণ মাথাধরা!

গুপ্তসাহেব বলিলেন, তাই নাকি? কখন্ থেকে, মিসেস্ বাসু?

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, কই, না?

দুই বন্ধুই একটু অপ্রতিভ হইলেন। মণিপ্রভা পুনরায় কহিলেন, ধরেছিল বটে, কিন্তু এখন নেই।

কী বল্‌ছ মণিপ্রভা?—রোহিণীবাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া উষ্মা প্রকাশ করিলেন।

মণিপ্রভা কহিলেন, ডাক্তারবাবু, ওঁর আতিশয্যটা আমাকে টেনে এনেছে। ওষুধের দরকার ওঁরই, আমার নয়।

গুপ্তসাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, এই জন্যেই লাহিড়ী আমার চিরদিন প্রিয়, মিসেস্ বাসু। সকলের জন্যেই ও সহজে উতলা হয়ে পড়ে বরাবর। বিলেতে থাকতেও—

মণিপ্রভা কহিলেন, যাক্ বাঁচালেন বন্ধুকে, ওঁর হয়ে ধন্যবাদটা আমিই দিচ্ছি।

লাহিড়ী বলিলেন, আমার আর কিছু বলার নেই।

দরকারও নেই।—আসুন, মোটরের হাওয়াটা বেশ উপকার

করেছে আমার, আর একটু ঘুরে আসা যাক্। আচ্ছা, নমস্কার ডক্টর গুপ্ত।

নমস্কার।

মণিপ্রভা বাহির হইয়া আসিলেন। ডাক্তারের দিকে একবার করুণ লজ্জিত মুখে চাহিয়া রোহিণীবাবুও পিছনে পিছনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। চাবি ঘুরাইয়া মণিপ্রভা তাঁহার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া দিলেন। রোহিণীবাবু ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়া স্পীড্ লাগাইলেন।

আবার গাড়ী চলিয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই। কথা বলিবারই বা কি আছে? নিঃস্বার্থ উপকার করিতে গিয়া আজ তিনি যেটুকু অপদস্থ হইয়া গেলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অবশ্য নূতন নয়। নিজের দুর্ব্বলতা তাঁহার জানা আছে, তাঁহার বিবেচনা আছে, চেতনা আছে, কিন্তু সেই ছিদ্র ধরিয়া যদি কেহ বেপরোয়া বিদ্রূপ করিয়া যায় তবে উপরে ভগবানকে জানানো ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। সকলের শিক্ষা সমান নয়, অনেকের অসঙ্গতি থাকিয়া যায়—কিন্তু সত্যকার দোষটা কোথায়? বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা মানুষকে বড় করে নাই, বরং তাহার চিত্তের মালিন্য ও নীচতাকে খোঁচাইয়া উপরে তুলিয়া ধরিয়াছে। মনস্তত্ত্ব ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মানুষ নামিয়াছে চরিত্র-রহস্যের তলায়, কমলফুল তুলিতে গিয়া কেবল পাঁকই ঘাঁটিয়াছে।

লাহিড়ী মনে মনে দুঃখিত হইলেন। তাঁহার যাহা কিছু ভালো তাহাকে লোকে অবজ্ঞা করিয়া যদি মন্দ প্রকৃতিকে বড় করিয়া ধরে, তবে কি তিনি সেই মানুষের প্রশংসা করিবেন?

কথা বলছেন না যে, রোহিণীবাবু?

লাহিড়ী এইবার নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, কথা মানে যুদ্ধ, তোমার কাছে আমি যুদ্ধের স্পৃহা নিয়ে আসিনে, মণিপ্রভা?

দুইজনে কাছাকাছি বসিয়া, কিন্তু ব্যবধানটা দুস্তর। দুই-জনেই উচ্চ শিক্ষিত, হয়ত উচ্চ শিক্ষিত হইয়াই বিপদ ঘটিয়াছে। কথার ভিতরে ছুরির ফলা ঝক্‌ঝক্ করে, বিশ্বাস ও সততা কেবল যুক্তি আর আড়ম্বরের মুখ তাকাইয়া চলে, সরলতা চাপা পড়ে গভীর চাতুরীতে; সত্যটা আচ্ছন্ন হয়।

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, অভিমান? অবাক করলেন আপনি, কোন্ স্তরে ফেল্‌বো আপনাকে? নেশা এখনো কাট্‌লো না আপনার?

কিসের নেশা, মণিপ্রভা?

পঁচিশ বছর বয়সের নেশা! আমার সন্তান হ'লে তার বয়স হোতো আপনার রাণুর মতন। সুতরাং পুরাণো স্বভাবটা এখন উইল্ ক'রে দিতে চাই তাদের নামে। ওতে আর মন ভরে না, এখন এসেছে বিবেচনা। রোহিণীবাবু, বয়সটাকে পেছন

দিকে ঠেলে দেওয়াটাই বোধ হয় পৃথিবীতে সকলের চেয়ে কঠিন। তার চেয়ে আসুন, একটা চুক্তি করা যাক্।

রোহিণীবাবু তাঁহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া লইলেন, তারপর পথের দিকে চাহিয়া মোটরের হর্ণ দিয়া কহিলেন, কি চুক্তি বলো ?

মণিপ্রভা কহিলেন, ব'লে আর কাজ নেই, ওটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

তুমি ভুল করছ মণিপ্রভা, এটা মান-অভিমানের পালা নয়, এর মধ্যে আমাদের প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন আছে।

প্রশ্নটা কি ?

আমরা পরস্পরকে ভুল বুঝবো না। মণিপ্রভা, জীবনে আপোষটাই বোধ হয় সকলের বড়। Pact চাইনে, আমি চাই compromise.

মণিপ্রভা কহিলেন, ছটোই অকেজো মনে রাখবেন।

তবে হার্‌মণি আসবে কেমন ক'রে ?

হার্‌মণি ! তার আগে যে আসে আন্তরিকতার কথা ! ডাক্তার গুপ্তর ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়াটাকে কী বলবেন ? আগ্রহ ? কল্যাণবুদ্ধি ? আমি মানিনে কিছু। আসুন, আভিজাত্যের খোলসটা ছাড়িয়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াই। আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ, আমার ছত্রিশ—অতএব রোমান্সের ধোঁয়ায়

চোখ ধাঁধিয়ে আর কাজ নেই; এখন সোজা হয়ে হাঁট্‌তে চাই, সহজ হয়ে বাঁচতে চাই।

আমিও ত' তাই চাই, মণিপ্রভা।

তাই বলুন। বলুন যে বিকল যন্ত্র নিয়ে কাজ চলবে না। সুস্থ হয়ে থাকতে হবে আপন আপন স্বার্থে। রোহিণীবাবু, এটা শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না নয়, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রাভা—অমাবস্যা এখন কাছাকাছি, অন্ধকার হ'তে আর দেরি নাই।

লাহিড়ী কহিলেন, জানি মণিপ্রভা, আমার বার্দ্ধক্য এসেছে!

মণিপ্রভা কহিলেন, জানেন অথচ স্বীকার করবেন না। সত্তর বছর বয়সে পুরুষরাই যায় বিয়ে করতে, মেয়েরা নয়। তার কারণ কি জানেন? আত্মাভিমানটা পুরুষের রক্তগত। সূর্য্যের যে আলো একদিন শরৎচন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে উজ্জ্বল করেছিল, আজ সেই আলোই যে তার ধার-করা চাকচিক্যকে মলিন করতে উদ্যত! তাইত বলি, সব কাজেরই একটা সময় আছে, অবস্থা আছে। যৌবনে যেটা মানায়, যৌবনান্তে সেটা হাস্যকর। দাদার মুখে গল্প শুনেছি, বিলেতের বুড়ীরা মে মাসে মস্‌লিন গাউন প'রে বল্‌-এ যায়! কেন? সেখানে তারা ক্লাউন্‌ সাজে, নিজেদের নিয়ে নিজেরা কৌতুক করে। তরুণ-তরুণীরা হাততালি দিয়ে বলে, হোলো না, অনুকরণটা তোমাদের ব্যর্থ।

বুড়ীরা বলে, ওরে, ব্যর্থ ব'লেই ত আনন্দ! হাস্যকর ব'লেই ত অনুকরণটা সার্থক।—এই যে, নামবেন নাকি এখানে?

রোহিণীবাবু ব্রেক্ কসিলেন। বলিলেন, এই কার্জন্ পার্কে? ভালো লাগবে তোমার?

মন্দ কি, হাওয়া আছে তবু। আজ বড় গুমোট।

বড় বেশি আলো কিন্তু—

আলোতে ভয় কেন? আসুন, এই পশ্চিম দিকটায় বেড়াই।

গাড়ী থামাইয়া দুইজনে নামিলেন। সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। পার্কের ওদিকে চৌরঙ্গীর মোড়ে জনপ্রবাহ চলিতেছে, এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। দুইজনে বাগানে ঢুকিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মণিপ্রভার পরিচ্ছদটা কিছু আপত্তিকর, এমন নির্জ্জনে লইয়া বিচরণ করিলে পথিক-জনের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। রোহিণীবাবু একটু আড়ষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার বলিবার সাহস নাই, তিরস্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা। জনবাহুল্যকে তিনি এড়াইয়া চলিতে চান্ যে কারণে, তাহা মণিপ্রভাকে কিছুতেই বুঝানো যাইবে না। মণিপ্রভা বড় বেশী স্পষ্টবাদিনী।

মণিপ্রভা কহিলেন, সুশান্তর মেজাজ কেমন এখন?

রোহিণীবাবু বলিলেন, ছেলেটি বড় ভালো, তবে কথা হচ্ছে এই যে—

ভালো মন্দর বিচার থাক্, ও আপনার মুখ থেকে আমি শুন্‌ব না। আগে বলুন তার আগ্রহটা কতখানি। আমি বুঝি এই কথাটা যে, তার সৎশিক্ষা, ভদ্র রুচি, সদ্ব্যবহার—তারপরে দেখ্‌ব রাণুর প্রতি তার আগ্রহ, তার সুবিচার।

আমিও সেই কথাই বলতে চাই, মণিপ্রভা।

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, আপনি তা বল্‌তে চান্ না। আপনি বল্‌তে চান্, ছেলেটি সুন্দর, ছেলেটি আপনার প্রতি অনুরক্ত, ছেলেটির বাপের প্রচুর টাকা!

রোহিণীবাবু বলিলেন, মেয়ের বাপ হয়ে তার আর্থিক অবস্থাটা আমি দেখ্‌ব না?

দেখবেন বৈ কি। তবে মনে রাখবেন, ভালো ছেলে মন্দ হ'লে সে আর ভালো হয় না। আর্থিক অবস্থা? টাকা থাকে না রোহিণীবাবু, ঘোড়দৌড়ের মাঠে অনেক ভালো ছেলে সর্ব্বস্ব হারায়, সম্পত্তি বিক্রি ক'রে বিলেতী মদের দোকানে দেনা শোধ হয়, আরো যে সব নালা দিয়ে টাকার প্রবাহ ব'য়ে যায় পুরুষ মানুষ হ'য়ে আপনি অবশ্যই তার সংবাদ রাখেন!—মণিপ্রভা হাসিলেন।

তুমি কি আমাকে সবজান্তা মনে করো?

অবশ্যই, আপনি যে বিলেত-ফেরৎ অভিজাত! যাক্‌গে, আপাতত রাণু-সুশান্ত-সংবাদটা নেওয়া যাক্। মেয়েটি আমাকে খুব ইম্‌প্রেস্ করেছে।

রোহিণীবাবু কহিলেন, ইম্‌প্রেস্ কর্‌তে পারলো না কেবল মেয়ের বাপ। তার দুর্ভাগ্য!

মণিপ্রভা বলিলেন, আমিও তাই ভাবি। বলিয়া হঠাৎ তিনি হাসিয়া উঠিলেন, পুনরায় কহিলেন, আপনার মেয়ে এমন আপ্‌রাইট্ হোলো, আশ্চর্য্য!

তোমার গলার আওয়াজে আমার প্রতি একটা বিশেষ বিদ্রূপ প্রকাশ পাচ্ছে, মণিপ্রভা।

যদি প্রকাশ পায় তবে ভালো। আপনার বাল্য ইতিহাস আমি জানিনে, তবে সম্ভবতঃ আপনার বিলেত যাবার আগে ওর জন্ম।

মানে?

মানে, বিজ্ঞানে বলে নানা কথা। আগে যাঁরা বিলেত যেতেন তাঁরা সেখানকার ঠাকুরদের কাছ থেকে আনতেন প্রসাদ, এখন যারা যায় তারা আনে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল। রোহিণীবাবু, স্রষ্টার চরিত্রের সততা আর নির্ম্মলতার উপর নির্ভর করে সুন্দর সৃষ্টি!

রোহিণীবাবু কহিলেন, তুমি কি বলতে চাও যারাই বিলেত যায় তারাই অসৎ হ'য়ে ফেরে?

মণিপ্রভা বলিলেন, এমন অন্যায় কথা বল্‌ব না। আমি বলতে চাই যারা আজকাল ফেরে, তারা বড় জটিল প্রকৃতির হয়ে ওঠে। নানা আইডিয়ায় তারা প্রভাবান্বিত, তারা নানা-বিদ্যার অদ্ভুত সংস্করণ, নানারূপ জীবন সমস্যা আর চিন্তার আলোড়নে তারা স্বকীয়তাহীন। যেমন আপনার ঘরের আসবাবপত্র। ওর মধ্যে নানা দেশের শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ আছে কিন্তু ওদের মধ্যে আপনি হারিয়েছেন আপনার নিজের জাত। আভিজাত্যের চালটা বনেদী, বিশেষ জাতের স্বাতন্ত্র্যটা তার মধ্যে পরিস্ফুট। আপনার নিজের পরিচয়টা কী বলুন ত? জাতে আপনি হিন্দু, নাস্তিকতায় আধুনিক রাশিয়ান, আচরণে ইংরেজ, স্ফূর্ত্তিতে ফরাসী, সুবিধাবাদে জাপানী, বিষয়বুদ্ধিতে আমেরিকান্—বলিতে বলিতে হাসিলেন, পুনরায় কহিলেন, এদের মধ্যে আপনি কোথায়? আপনার প্রকৃত চেহারাটা চাপা পড়েছে নানাদেশের নানাজাতের শিক্ষায়।

রোহিণীবাবুর মনটা জ্বালা করিতেছিল, মণিপ্রভার একখানা হাত ধরিয়া রাগ চাপিয়া হাসিয়া বলিলেন, poor girl, তুমি কী?

মণিপ্রভা হাত ছড়াইলেন না, কিন্তু বলিলেন, girl আমি নই, ওকথা শুনিয়ে অবশ্য আমার মন ভোলানো যায় বটে, কিন্তু আমি woman! হ্যাঁ, আমি কী? আমি হচ্ছি আভিজাত্যবাদী

নব্যতন্ত্রীর প্রডাক্ট। বিলেত আমি যাইনি, যাবো না কখনো, কিন্তু বিলেতী মতবাদীদের হাতের পুতুল আমি। রোহিণীবাবু, আমার জীবন গ'ড়ে উঠেছে আপনাদের খেয়াল খুশিতে। চাকচিক্যে আপনাদের রুচি, মাধুর্য্যে আপনাদের মন নেই। আপনারা চান্ প্রমোদরঞ্জিনী বারবধূকে, তাই আপনাদের মেজাজের দাসীপনা ক'রে ক'রেই আমাদের প্রাণান্ত!

তাঁহার কণ্ঠটা কিছু উচ্চে উঠিয়াছিল, রোহিণীবাবুর ভয় করিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, চলো মণিপ্রভা, ডালূহাউসী স্কোয়ারের মাঠে যাই, এখানে বড় লোকজন—আজ উত্তেজনাটা যেন তোমাকে পেয়ে বসেছে।

মণিপ্রভা হাসিলেন। বলিলেন, চলুন। সেখানে আলোও নেই, মানুষও নেই, সেখানেই বোধ হয় আপনার আসল চেহারাটা দেখতে পাবো।

রোহিণীবাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, আসল চেহারা আমার এই, এছাড়া আর কিছু না। আমি ভালোবাসিনে কালোকে শাদা বলতে। নিজেকে প্রচার করতে চাইনে, প্রকাশ করতে চাই। এসো।

মণিপ্রভা কহিলেন, নিজেকে প্রচার করার মধ্যে আছে স্বাতন্ত্র্য!—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

কয়েকখানা ট্যাক্সির সারির মধ্যে লাহিড়ীর মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। পাশেই একটা সরকারি আলো জ্বলিতেছে। দুইজনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় এক অঘটন ঘটিল। হঠাৎ উত্তর দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখা গেল, দুইটি তরুণ তরুণী দ্রুতপদে আসিয়া পার হইয়া যাইতেছে। পথের দিকে, পৃথিবীর দিকে—কোনোদিকেই তাহাদের দৃক্‌পাত নাই। আপন আপন কথালাপে তাহারা মশগুল।

মণিপ্রভা তৎক্ষণাৎ পথ আগলাইয়া হাসিয়া কহিলেন, রাণু!

রাণুর সহিত বীরুও হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। রোহিণীবাবুর সম্মুখে বজ্রাঘাত হইল। মুখের একটা অস্ফুট আওয়াজ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন!

চারিটি প্রাণী, কিন্তু আটটি চক্ষু পরস্পরের প্রতি নিঃশব্দ বিস্ময়ে হতচকিত হইয়া দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। কিন্তু সে কিয়ৎকালের জন্য, তাহার পরেই মণিপ্রভা রাণুর হাত ধরিয়া কহিলেন, মাথায় রাঙা গোলাপ, কী সুন্দর তুমি! কতদূর গিয়েছিলে, মা?

রাণু কহিল, ওঃ অনেক ঘুরেছি। এখন আসছি ওই ডাল্‌হাউসী স্কোয়ার থেকে, ওখানে আলো কম; চাঁদের আলো, খুব।

মণিপ্রভা অলক্ষ্যে একবার রোহিণীবাবুর দিকে তাকাইলেন,

তারপর পুনরায় রাণুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, এই ছেলেটিকে ত' চিনলাম না ?

বীরু তৎক্ষণাৎ কহিল, আমি ? আমার নাম বীরু ; পোষাকী নাম বীরেন চৌধুরী ! বাড়ীতে বি-এ পড়ি।

তাই নাকি ? এত বড় কথা ?—বলিতে বলিতে মণিপ্রভ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। আলোয় তাঁহার গলার মুক্তা.. মালা ঝলমল করিতে লাগিল।

বীরু কহিল, নমস্কার, মিষ্টার লাহিড়ী। আপনি বুঝি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না ?

মিষ্টার লাহিড়ী তাহার নমস্কার লইলেন কিংবা লইলেন না তাহা বুঝা গেল না, কিন্তু একদিকে গভীর লজ্জা ও আর একদিকে প্রচণ্ড রাগে তাঁহার মুখের চেহারা কেমন যেন বিকৃত হইয়া উঠিল। এমন একটা অবস্থায় তিনি পড়িবেন তাহা আশা করেন নাই। সমস্ত আক্রোশটা দুইটি ছেলে মেয়ের উপর গিয়া পড়িল।

মণিপ্রভা কহিলেন, বীরু, বীরেন চৌধুরী ?

আজ্ঞে ?—বীরু উত্তর দিল।

তুমি আমাকে চেনো ?

এইবার চিনলুম। আপনি মিসেস বাসু। আপনার ওখানে মিষ্টার লাহিড়ী কোর্ট ফেরৎ গিয়ে চা খান।

কেমন ক'রে জানলে ?

রাণু বলেছে।

রাণুর সঙ্গে তোমার কতদিন আলাপ, বীরু ?

বীরু হাসিয়া কহিল, পূর্ব্বজন্ম থেকে !

মণিপ্রভা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু তাহার আগেই অকস্মাৎ লাহিড়ী ফাটিয়া উঠিলেন—এটা চালাকি করবার জায়গা নয়! সেদিন আমি তোমাকে মানা করেছি যে—যাক্ তোমার সঙ্গে কথা বলাও অপমান! চলুন, মিসেস্ বাসু—

লোক সমক্ষে তিনি মণিপ্রভাকে 'আপনি' এবং মিসেস বাসু বলিয়া আহ্বান করেন। কেন করেন তাহা নব্য প্রণয়নীতির নায়ক নায়িকারা জানেন ভালো। মণিপ্রভা তাঁহার দিকে তাকাইয়া সামান্য অধর কুঞ্চন করিয়া হাসিলেন, কিন্তু সেখান হইতে নড়িলেন না। তাঁহার মনটা যেন হঠাৎ সাংঘাতিক খেলায় মাতিয়াছে।

রাণু তাহার পিতার দিকে সরিয়া আসিয়া কহিল, কথা বলা অপমান কেন, বাবা ?

কেন! সেই কথাটা ঘাঁটিয়ে বলাটা কি সকলের সামনে ভদ্রতা হবে, মা ?—লাহিড়ী কহিলেন, তোমাকে যদি কেউ নীচে নামায়, তবে বাপ হ'য়ে কি আমার গৌরব বাড়বে ?—তিনি দম্ভ করিয়া পুনরায় বলিলেন, শিক্ষায়, সভ্যতায়, বংশ

মর্য্যাদায় আজ পর্য্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি, ঝড়ে-ঝাপটায় এতটুকু টলিনি, আজ কি আমার সেই গৌরব চাপা পড়বে পথের জঞ্জালে? আমি ত এখনো মরিনি! রাজার সঙ্গে রাখালের বন্ধুত্ব কতটুকু স্থায়ী হয়, মা! সেখানে কেবলমাত্র করুণার ঘনিষ্ঠতা, ক্ষণস্থায়ী দয়া-দাক্ষিণ্যের সাহচর্য্য—সে কথা রাজাও জানে, রাখালও জানে!

বীরু কহিল, তারপর, মিষ্টার—?

থামো তুমি! একই পথে দাঁড়িয়েছি, তাই ব'লে একই আসনে বসবো না তোমার সঙ্গে। সূর্য্যের আলোকে ঢাকতে চাও কুয়াসার মায়া দিয়ে? কে তুমি হে? আজ আশ্রয় পেয়েছ ব'লে অধিকার নিতে চাও? অন্যায় এসে বসবে বিচারের আসনে? আমি প্রাণ থাকতে—

মণিপ্রভা হাসিয়া বলিলেন, আপনি চেঁচাচ্ছেন—কিন্তু এটা রাস্তা। সামনেই থাকেন গভর্ণর—এটা আমাদের unlawful assembly, এখুনি উনি একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন!

লাহিড়ী বলিলেন, আপনি কি বল্‌তে চান্ মিসেস বাসু, এটা ভালো?

কোন্‌টা?—এইবার মণিপ্রভা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আমাদেরটা, না এদেরটা? ও, এদেরটা! বুঝলাম সব। কিন্তু

আপনার ভালো-মন্দ বিচার নিয়ে চল্‌বে কেন তাদের, যারা আপনার রুচির দাসত্ব করে না? বলবার অধিকার আমার নেই, তবু একথা কি মিথ্যে যে, ন্যায় অন্যায়ের বিচার মানুষ ত দূরের কথা, স্বয়ং মহাকালের হাতেও নেই! আর আভিজাত্যের কথা? আপনার বাগান-বাড়ী, আর সাজ আসবাব, আর মোটর-ব্রুহাম্ সরিয়ে নিয়ে দেখুন ত কী থাকে? শিক্ষা, সভ্যতা আর সফিস্‌টিকেশ্যন বাদ দিয়ে দেখুন, আপনার মনের চেহারা কি! বংশ মর্য্যাদা? তার মাপ-কাঠি কোথায়? আপনার পিতামহ আর প্রপিতামহীর অতীত ইতিহাস কতটুকু জানেন আপনি? মানুষের স্বভাবধর্ম্মকে অস্বীকার ক'রে আপনি যাবেন কত দূরে?

লাহিড়ী উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, আপনি কি বল্‌তে চান্ পিতা হয়ে সন্তানের কল্যাণ দেখবো না? রোগীর প্রতিবাদ শুন্‌তে গিয়ে দুষ্ট-ব্রণে অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখব?

এটা আপনার ব্যারিষ্টারি-কথার মার প্যাঁচ।—মণিপ্রভা বলিলেন—কল্যাণ মানে? 'গুডবয়' বানিয়ে তুলতে চান্ নিজের রুচিতে? অধিকার আপনার কতটুকু ভেবে দেখেছেন? সৎশিক্ষা দেওয়া, আদর্শের দিকে অনুপ্রাণিত করা, লালন করা—তারপর? সন্তানের ওপর পিতামাতার আর অধিকার নেই! পথ নির্দ্দেশ করবে কে? আপন প্রাণ! আপন আদর্শ! আপনার

বিলেতের জীবনটা ভাবুন, কী করেছিলেন সেখানে? শুনেছি আপনাদের বিলেতী জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনী! কতটুকু মেনে চলেছিলেন পিতামাতার উপদেশ? নীতি আর ধর্ম্ম কতখানি আপনাদের বজায় ছিল? মণিপ্রভা তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, লাহিড়ী মশাই, এবার আপনার ধর্ম্ম-কর্ম্ম করবার সময় হয়েছে।

লাহিড়ী চটিয়া বলিলেন, আপনার আস্কারায় ওরা—

থাক্, ওরা শিক্ষিত। আস্কারা কি পায়নি? এম-এ পড়া মেয়ে আপনার, আমাদের চাল-চলনটা দেখে ওর কি মনে হচ্ছে, মিষ্টার লাহিড়ী?

বীরু সরিয়া দাঁড়াইল; রাণু গিয়া রেলিং ধরিয়া মাথা হেঁট করিল। এদিকটা নির্জ্জন, মাঝে মাঝে হু হু করিয়া এক একখানা মোটর কেবল পার হইয়া যাইতেছিল।

মণিপ্রভা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, thank God যে, ডাল্‌হাউসী স্কোয়ারের মাঠে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি! এই ত শুনলুম, সেখানে আলোর চেয়ে চাঁদের আলো বেশি!

লাহিড়ী মুখ বুজিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এই স্ত্রীলোকটি দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাঁহাকে অপমান করিতেছে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সাধ্য নাই, কোথায় যেন তিনি জটিল জালে

জড়াইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এইবার হঠাৎ ভীষণ উষ্মা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আমাদের সঙ্গে ওদের কথা ?

মণিপ্রভা বলিলেন, না, তুলনাই হয় না! রোমান্সটা চিরদিন মাত্রা ডিঙিয়ে চলে। ওটা ঝড়ের সমুদ্র, তপোবনের তীরের প্রাচীন সরোবর নয়। তাই বলছি, বাধা দেবেন না, আপনার নিজের নৌকো ডুববে। তার চেয়ে আসুন, আপনার ভাষায় একটা আপোষ করা যাক্, লাহিড়ী মশাই।

আপোষ ? কা'র সঙ্গে ?—আসুন, সময়ের দাম আছে!' রাণু, এসো মা, বাড়ী যাবে।

বীরু তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু আমার যে দরকার রাণুর সঙ্গে ?

দরকার, খু-ব দরকার ? –মণিপ্রভা হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা, ওঁর হ'য়ে আমিই তোমাদের দু' মিনিট সময় দিচ্ছি সেরে নাও। বীরু—জল্‌দি—বলিয়া তিনি লাহিড়ীকে লইয়া মোটরের অপর পাশে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলেন। এপাশে দুইটি ছেলে-মেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। দুইজনের ভিতরে ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা কহিল না।

ওপাশে দাঁড়াইয়া মণিপ্রভা কহিলেন, বীরুর ওপর আপনার ভয়ানক রাগ দেখছি।

লাহিড়ীর দুই চক্ষু ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তবু কিছু

পরিমাণে নিজেকে সংযত করিয়া চাপা গলায় কহিলেন, তোমার মুখের ওপর আমি কোনো কথা বলতে পারিনে মণিপ্রভা।—বলিয়া তিনি মণিপ্রভার একখানা হাত চাপিয়া ধরিলেন।

তাঁহার গদ্‌গদ কণ্ঠ শুনিয়া মণিপ্রভা কহিলেন, ওর ওপর এত রাগ কেন?

রাগ হবে না? বলো কি তুমি?

মণিপ্রভা বড়-বড় চোখে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। তারপর বলিলেন, ও যদি মন্দ হয় তবে ওর চেয়েও আমরা খারাপ।

কেন, মণিপ্রভা?

এমন সময় রাণু আসিয়া কহিল, চলুন বাবা।

হঠাৎ খুশি হইয়া একবার ঘৃণিত দৃষ্টিতে বীরুর দিকে চাহিয়া লাহিড়ী কহিলেন, এসো, মা এসো। উঠুন, মিসেস বাসু, আপনাকে আগে পৌঁছে দেবো।

ধন্যবাদ, আমি যাবো ট্যাক্‌সিতে।—মণিপ্রভা কহিলেন।

সে কি, কেন?

যাবো বীরুকে নিয়ে! রাণু, একদিন এসো মা আমার ওখানে, চা খেয়ো।

অবাক হইয়া লাহিড়ী এই রহস্যময়ী নারীটির দিকে একবার তাকাইলেন, তারপর আর কোনো কথা না বলিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া চালাইয়া গেলেন।

তাঁহাদের মোটর দূরে চলিয়া যাইবার পর নিঃশ্বাস ফে৷-।ন৷
মণিপ্রভা বলিলেন, বীরু, তোমার সঙ্গে আমি যাবো!

বীরু কহিল, কোথায়?

তোমাকে পৌঁছে দেবো—এই ট্যাক্‌সি—

আমি ত যাবো না আপনার সঙ্গে!

মণিপ্রভা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন, বীরু?

অনভিজ্ঞ, অর্ব্বাচীন বালক তাঁহার আপাদ-মস্তক একবার তাকাইল। মনে হইল যেন ইহার চরিত্রে জটিল আবরণের পর আবরণ! চেহারায় রংয়ের পালিশ, চক্ষে কেমন যেন চটুলতা, কেমন একটা রহস্যময় বেপরোয়া চাল-চলন, সান্নিধ্যটা যেন কণ্টকাকীর্ণ। ইহার পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী মাদকতা জড়ানো—তাহার মায়ের সহিত কোথাও ইহার মিল নাই!

আমি একলাই যেতে পারব। নমস্কার।—বলিয়া বীরু পিছন ফিরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

মণিপ্রভা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে চাহিয়া তার পর ট্যাক্‌সিতে উঠিলেন। অপমানে তাঁহার দুই চোখ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। জনবিরল পথে চলন্ত গাড়ীর ভিতরে বসিয়া বসিয়া গলার ভিতর দিয়া তাঁহার কী যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। কে জানে, কোথায় তাঁহার আঘাত লাগিয়াছে!

তিন

লান্সডাউন রোডের 'বাড়ীর উপরতলার ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়া বীরু ডাকিল, মা, মা শুন্‌চ—?

মা মুগার সূতা দিয়া পাঞ্জাবীর হাতায় ফুল তুলিতেছিলেন। উত্তর দিলেন না। বাগানের হাওয়ায় তাঁহার রেশমী চুলের গোছা দুলিতেছিল।

রাগ করিয়া মায়ের হাত হইতে সূতা কাড়িয়া লইয়া বীরু কহিল, উত্তর দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছ, কেমন?

উত্তর দেওয়া মানে ত' বকবক করা, ও আর আমি পারিনে!

পারো না?—বীরু কহিল, ভারি রাজকার্য্যে ব্যস্ত, কেমন? জামায় ফুল তুলে কী হবে? আমি বুঝি পরবো ওই জামা? জানো আমি বড় হয়েছি?

পদ্মাবতী বলিলেন, তুমি বড়ও হওনি, জ্ঞানও হয়নি!

হা ভগবান! চোখ মেলে চেয়ে ছাখো, মেঘে মেঘে বেলা বয়ে যায়! আমি কবিতা লিখছি আজকাল, তুমি খোঁজ রাখো?

রাখি বৈকি, জ্ঞান হ'লে ও-রোগ সেরে যাবে, বাবা।

বটে ? আমার ওপর তোমার গভীর অবজ্ঞা !—অভিমান করিয়া বীরু কহিল।

পদ্মাবতী হাসিয়া কহিলেন, বকাসনে বীরু, কাজটা শেষ করতে দে। ওকি, চেয়ার উল্‌টে প'ড়ে যাবি যে, অমন ক'রে হেল্‌তে নেই বাবা।—মা মিনতি করিলেন।

তুমি আমাকে অবজ্ঞা করো কেন? আমি সুইসাইড করব।

পদ্মাবতী কহিলেন, ওমা, ছেলেমানুষের মুখে ওকি কথা রে? সুইসাইড করবার বয়স হয়েছে কি তোর?

বীরু কহিল, ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ! তুমিই বা কতটুকু জানো মা, ছেলেরা কখন্ বড় হয়? তুমি কি জানো যে—

পদ্মাবতী মুখ তুলিয়া পুত্রের দিকে তাকাইলেন। তাকাইয়া রহিলেন অনেকক্ষণ। তারপর বলিলেন, কী জানি রে? ও কি, পালাচ্ছিস কেন? এই গাধা, এই—

বীরু ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে চলিয়া গেল। মায়ের নিকট কী যেন স্বীকার করিয়া ফেলিতেছিল, যাহা তাহার নিজের নিকটও সুস্পষ্ট নয়। ভাগ্যি, বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলে নাই। তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। মায়ের নিকট কোনো কথাই

তাহার গোপন নাই, গোপন রাখা উচিত এমন কথাও সে অবাধে প্রকাশ করিয়া ফেলে; কিন্তু আজ যেন তাহার অন্তরাত্মার কথা গোপন হইতেও গোপন, ইহাকে বাহিরে আনিতে গেলে ইহার সৌরভ নষ্ট হইয়া যাইবে।

হেমন্তকালের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আকাশ শিহরিয়া উঠিতেছিল। মেঘখণ্ডগুলি শূন্যে স্থির হইয়া আছে। অল্প অল্প শীতের বাতাস। এদিকের পল্লী ঘিঞ্জি নয়, গাছপালায় লতায় পাতায় ঘেরা বড় বড় বাড়ী, দূরে দূরে শহরতলীর বনরেখা। তাহাদের এই বাড়ীর নীচের বাগানে গাঁদা ফুল ফুটিয়াছে, শিউলীগাছের এখন আর সে গৌরব নাই। বীরু ছাদের রৌদ্রে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আজ সকালে সে একটা কবিতা লিখিয়াছে। ছবি আর সে আঁকিবে না, কবিতাই লিখিবে। সকাল হইতে তাঁহার মন গুন গুন করিতেছে। কবিতাটা সে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

তুমি ছিলে আপন ধ্যানে আপনি তন্ময়,
যেমন হেমগিরিশিখরে তপস্বিনী অপর্ণা,—
তোমার চারিদিকে বেষ্টন ক'রে ছিল
তুষারের কঠিন রূঢ় শীতলতা।

এমন সময় এলেম আমি একা—

সপ্তঅশ্ববল্গা হাতে ময়ূরপঙ্খী রথে,
তোমার আকাশে চল্‌ল আমার রঙের কৌতুক।
তোমার এলোচুলের অরণ্যে অরণ্যে,
তোমার মঞ্জরী কিশলয়ে, ফুলে-ফলে,
তোমার চোখের চাহনিতে আর সর্ব্বাঙ্গের বসন্ত শোভায়
স্পর্শ করল আমার প্রাণরশ্মি লেখা।
তুমি উঠলে জেগে,
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যেমন জাগে রাজকন্যা!
অভিনন্দন জানালে আমাকে হেসে,
তুমি অপরূপ,
তুমি নিত্য সৃজন ক'রে চলেছ আপনাকে আপন আনন্দে,
তোমার ঐশ্বর্য্যের মুকুরে সার্থক হোলো
আমার প্রতিচ্ছায়া!
তরুণ অরুণ ধন্য হোলো!

আবৃত্তি করিতে করিতে বীরু নীচে নামিয়া আসিল। ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে ডাকিল, মা?

মা বলিলেন, কেন রে?

আমি ভালোবেসেছি!

পদ্মাবতী চোখ তুলিয়া তাকাইলেন, পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, কা'কে?

ওই হেমন্তের আকাশকে, তরুণ সূর্য্যকে, সুন্দর পৃথিবীকে! রঙে রঙে আমার মন ছেয়ে গেছে মা!—বীরু বিহ্বলকণ্ঠে কহিল।

পদ্মাবতী কহিলেন, তোমার কবিতার খাতা আমি ছিঁড়ে ফেল্‌ব। এই সব হচ্ছে, কেমন?

তুমি জাহান্নমে যাও। বলিয়া বীরু রাগ করিয়া নীচের তলায় নামিয়া গেল। পদ্মাবতী হাসিয়া তাহার জামায় ফুল তুলিতে লাগিলেন।

বীরুর পায়ের শব্দ পাইয়া পপি ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে ছুটিয়া আসিল। হাত-পা চাটিল, গায়ের উপর উঠিল। তাহাকে লইয়া বীরু কিয়ৎক্ষণ খেলা করিয়া বেড়াইল।

এক সময়ে পপিকে কোলে বসাইয়া সে কহিল, বল ত, ওই—ওই যে আকাশ, ওর চেহারাটা কেমন? কী রং দেখেছিস?

পপি চীৎকার করিয়া কহিল, এউ! এউ!

ঠিক বলেছিস, যেন সমস্তটা জ্বলে যাচ্ছে দাউ দাউ ক'রে। কেন ভালো লাগছে এত? নতুন ক'রে দেখা হচ্ছে নিজের সঙ্গে।

এউ, এউ!—পপি বোধ করি সম্মতি জানাইল।

বীরু বলিল, পপি, প্রাণ উঠ্‌ল কেঁপে! যেন উত্তাল, যেন ওর আদি অন্ত নেই, ঝড়ের সমুদ্রে নাম্‌ল দিগন্তজোড়া অন্ধকার!

এউ, এউ, এউ, এউ—

না রে, মালঞ্চ নয়, রণক্ষেত্র! জ্যোৎস্না নয়, দক্ষিণ হাওয়া নয়, নয় ফুলদোল—

এউ—

হ্যাঁ, সংঘাত, ভয় ভীষণ। বন্ধু শত্রু হবে, আত্মীয় হবে পর। পপি, তোকেও ছাড়তে হবে হয়ত। বলিয়া বীরু তাহাকে কোলে চাপিয়া আদর করিতে লাগিল।

এই চন্দর, তোর ধামায় কি রে, কি নিয়ে যাচ্ছিস?

চন্দর থামিয়া বলিল, এর দিকে চেয়ো না, বুড়োকর্ত্তার জন্য ফলপাকড়—

বীরু কহিল, এদিকে নিয়ে আয়। আয় বল্‌ছি?

চন্দর পলাইবার চেষ্টা করিতেই বীরু গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ধামা হইতে পেঁপে আর কমলালেবু তুলিয়া কহিল, যা এবার।

অমন কাজ ক'রো না দাদাবাবু, বুড়োকর্ত্তার শরীর ভালো না, এই খেয়ে থাকবেন—

যা, পালা। বল্‌গে চিলে ছোঁ দিয়েছে ধামায়।

চন্দর কহিল, চিলে বুঝি ফল খায়?

বীরু ততক্ষণে পেঁপে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, কমলালেবুর খোসা ছাড়াইতেছে। চন্দরের কথায় মুখ তুলিল। তাইত, এই

কথাটা সে ভাবে নাই! মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে বড়ও হয় নাই, জ্ঞানও হয় নাই।

আবার আমাকে বাজারে যেতে হবে তোমার জন্যে—বলিয়া চন্দর অন্দরমহলের দিকে চলিয়া গেল।

পপিকে কমলালেবু খাওয়াইল, পেঁপে খাওয়াইল; নিজেও খাইল। তারপর বাগানের কলে হাত ধুইয়া বাড়ীর পশ্চিম-দিকের ফুলতলায় আসিল।

এদিকে খানকয়েক ছোট ছোট ঘর বরাবরই পড়িয়া থাকে। আগে ওপাশে আস্তাবল ছিল; এখন ঘোড়াও নাই, গাড়ীও নাই। কোচম্যান্, সহিস ও চাকরের ঘর তালা লাগানো। এদিকের দুইখানা ঘরে আগেকার কালে অতিথিসজ্জন আসিলে তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইত। তখন দাদামশায়—তাহার মায়ের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। এবাড়ীটা তাঁহাদেরই। একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া তাঁহার সন্তানাদি আর কেহ ছিল না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর পদ্মাবতীই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। ব্যাঙ্কে জমা টাকার অঙ্কটাও নিতান্ত কৃশ নয়।

দালানের উপরে উঠিয়া বীরু ডাকিল, কর্ত্তামশাই—? —এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে অতিথিঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

বৃদ্ধের নাম মথুরামোহন। তিনি বলিলেন, এসো দাদা—

তোমার ফলপাকড় সব চিলে ছোঁ দিয়ে খেয়েছে, শুন্‌তে পেয়েছ ?

পেয়েছি বৈ কি ভাই, হুস ক'রে তুলে নিয়ে গেল, এখান থেকে গলার আওয়াজ পেলুম।

বীরু হাসিয়া কহিল, এটা তোমার মিথ্যে কথা, সরকার মশাই।

মথুরাবাবু হাসিলেন। বলিলেন, আর কটা দিন বাঁচবো ভাই, দুচারটে মিথ্যে কথা এই বেলা ব'লে নিই!

তুমি চিরকাল মিথ্যে কথা বলেছ।

মথুরাবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। তারপর বলিলেন, উঁহুঁ, না—বেশ মনে করতে পারি কবে-কবে সত্যি কথা বলেছি।

বীরু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, তোমার নাকি অসুখ কর্ত্তামশাই ?

অসুখ হলেই ত' বাঁচি ভাই ?

কেন ?

তোর ঘাড়ে চড়তে পাবো, একি কম লাভ ?

বীরু কহিল, ইঃ মরতে এখন তোমার অনেক দেরি, তা' ব'লে রাখছি। তুমি মরলে আমাদের হিসেবের টাকা চুরি করবে কে ?

মথুরাবাবু কহিলেন, আমারো একবার সেই দুঃখ হয় দাদা, গরীব দুঃখী মানুষ, টাকা চুরিতে আমার বড় আনন্দ।

এও তোমার মিথ্যে কথা সরকার মশাই, তুমি মোটেই চোর নও! আচ্ছা সরকার মশাই, তুমি বিয়ে করোনি কেন?

এইবার করবো ভাই!

বীরু কহিল, কা'কে?

বুড়া কহিল, তুমি যাকে ঘরে আন্‌বে?

বীরুর বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন নিঃশব্দে রাণু আসিয়া তাহার পাশে বসিয়াছে। যেন তাহারই মতো রাণুও এই বুড়াকে ক্ষ্যাপাইতেছে। বীরু বাহিরের দিকে চাহিল। গাঁদার চারাগুলি মাথা দুলাইয়া হাসিতেছিল।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, জানো কর্ত্তামশাই, একজনের বউকে নিয়ে আর একজন ঘুরে বেড়ায়, তুমি বোধ হয় তার কথা জানো। তোমার কথাটা নতুন নয়।

বুড়া কহিল, বেড়ালেই বা, ক্ষতি কি ভাই?

না কর্ত্তামশাই, একটা বিশ্রী সম্পর্ক—এই ধরো মিষ্টার লাহিড়ী, আর মিসেস বাসু। I hate her! কর্ত্তামশাই, মেয়েছেলে যদি একবার মন্দ হয় তবে সে আর জীবনে মাথা তুলতে পারে না। একটু থামিয়া বীরু পুনরায় কহিল, আজকে সেই কথাটা বলবে কর্ত্তামশাই?

কোন্ কথাটা ভাই ? আমি ছেলেবয়সে কা'কে ভালোবেসেছিলুম, সেই কথা ?

না গো।

বুড়া নিজের আনন্দে হাসিয়া কহিল, সে ভাই কী লটাপটি ! নাপতের মেয়ে, এই জোয়ান,—আমার চেয়ে ছ'বছরের বড় ছিল ! নাম মিনু। যাঃ—একদিন ম'রে গেল !

সেই থেকে বুঝি তুমি ব্রহ্মচারী ?

দাঁতপড়া মুখে বুড়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার হাসি থামিলে বীরু কহিল, চুলোয় যাক্ তোমার প্রেমের গল্প। আজ আমাকে যদি সেই কথা না বলো তবে তোমার হুঁকো ভেঙে দিয়ে যাবো।

বুড়া কহিল, মরবার সময় আবার আমারই নাম করতে করতে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,—ভাইরে গেলুম সন্ন্যিসি হয়ে, তারপর অনেককাল পরে ফিরে এলুম তোমার মায়ের অন্নপ্রাশনের সময় ! বিয়ে করা আর হলো না ভাই। ভাবছি এবার একটা মেয়েকে ধ'রে তুই আর আমি একই সঙ্গে মালা বদলটা—

নিজের মনে বিদ্রূপ করিয়া বীরু কহিল, যেমন সুশান্ত রায় আর বীরেন চৌধুরী !—এই কিন্তু ভাঙলুম তোমার হুঁকো—?

এই বল্‌ছি, বল্‌ছি,—আচ্ছা, কী কথা বল্ ত ? ভুলেই গেছি।

মিথ্যে কথা বল্‌ছ, ভুলে তুমি যাওনি।

যাইনি? তা হবে। বিয়ে না করলে মাথার ঠিক হয় না।

বীরু শাসাইয়া কহিল, এইবার কিন্তু ভাঙলুম—

বুড়া কহিল, আচ্ছা বলি। তোর বাবার নাম দেবেন চৌধুরী, খুব বড়লোক, জমীদার—

কোথাকার? বলো শিগগির বল্‌ছি।

বুড়া চাপা গলায় কহিল, লাঙ্গলবাড়ী তাঁর তালুক। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুদর্শন—কিন্তু—

বীরু উদ্‌গ্রীব হইয়া কহিল, কিন্তু কী, কর্ত্তামশাই?

বুড়া হাসিয়া কহিল, বনেদী জমীদার কিনা,—শাসনের দম্ভটা তাঁর স্বভাবে জড়ানো—

বীরুর মুখ গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বুড়া কহিল, এই ধরো, তোমার মায়ের ব্যক্তিত্বকে তিনি ক্ষুণ্ণ করতে চাইলেন। তাইতেই বাধলো বিরোধ।

বীরুর মুখখানা দেখিতে দেখিতে বিবর্ণ হইয়া আসিল। আয়ত ও ভারাক্রান্ত দুই চোখ বাহিরে হেমন্তের দূর আকাশের দিকে ফিরাইল। ধীরে ধীরে যেন তাহার চোখ খুলিয়া যাইতেছে। সে আর ছেলেমানুষ নয়, তাহার দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গেল। কহিল, মা বুঝি চ'লে এলেন বাপের বাড়ী?

আরো কথা ছিল ভাই। তুমি কোথাও প্রকাশ করবে না ত ?

ব্যস্ত হইয়া বীরু সরিয়া আসিল। কহিল, না বল্‌ব না, তুমি বলো। তোমার পায়ে পড়ি কর্ত্তামশাই, বলো।—তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছিল।

মথুরাবাবু বলিলেন, শুনলে তুমি যদি দুঃখিত হও দাদা ?

বীরু বুড়ার দুইটা হাত জড়াইয়া ধরিল। কহিল, বলো, তোমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না, তুমি বলো সব। সত্য কথায় দুঃখ কেন পাবো ?

বুড়া কহিল, তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন।

তারপর ?

তারপর—দু'জন মা তোমার হলো ?—বলিয়া বুড়া তাহার ভাঙা দাঁত লইয়া এই অর্ব্বাচীনের মুখের উপর স্নেহের হাসি হাসিল।

বীরু কহিল, সেই থেকে আমার মা এখানে ?

বুড়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিতে দেখিতে শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। যে সত্য লইয়া তাহার এই দীর্ঘ পরমায়ু, যে সত্য লইয়া আজীবন এই পরিবারের মধ্যে সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আজিও সেই নিষ্ঠুর সত্য তাহার কণ্ঠে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, না

ভাই, তোমার তখন জন্ম হয়নি। তুমি যাঁর গর্ভের সন্তান, তাঁর মৃত্যু হয়েছে!

বীরু কহিল, মানে? কী বল্‌ছ?

বুড়া কহিল, তখন তুমি প্রায় তিন বছরের ছেলে, অন্তিম সময়ে তোমার মা তোমাকে সঁপে দিয়ে গেলেন পদ্মাবতীর হাতে। তোমার বাবা তখন প্যারিসে।

একটি মুহূর্ত্ত, দুইটি, তিনটি,—অকস্মাৎ দম্‌কা বাতাসের মতো বীরু হাসিয়া উঠিল। কহিল, বুড়ো সব তোমার মিথ্যে কথা। আচ্ছা, আমি কিছু বল্‌ব না, তোমার দিব্যি—বলো ত' তিনি এখন কোথায়?

বুড়া বলিল, কে, তোমার বাবা? জানিনে কোথায়। তবে এই সেদিন কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, তার সঙ্গে দেবেনের এখনকার ফটো। কাটিং রেখে দিয়েছি।

কী খবর?—বীরু যেন চেঁচাইয়া উঠিল।

বুড়া কহিল, তিন লক্ষ টাকা তিনি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দিতে চান্, গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন।

কই, দেখি তাঁর ফটো? মিথ্যে কথা তোমার!

আগে বলো কোথাও এসব নিয়ে—?

না, না বুড়ো, না,—এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

বুড়া তাহার গোপন ঝুলি খুলিয়া ছবিসুদ্ধ কাটিং বাহির

করিল। বীরুর হাত কাঁপিতেছে, বুক কাঁপিতেছে! তাহার অতীত ভবিষ্যৎ, তাহার জীবন আর মরণ কাঁপিতে কাঁপিতে যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বুড়ার সকল কথা মিলিয়াছে, আর কিছু জানিবার নাই। বীরু উঠিয়া বাহির হইয়া গেল!

কাঁদিবে? রাজপথে গিয়া লোকজন জড়ো করিয়া সে কি কাঁদিবে? চীৎকার করিয়া নিজের নখে নিজের টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলিলে কি তাহার মনের চেহারা দেখানো যাইবে?

মিথ্যা, সমস্তটাই যেন অদ্ভুত ফাঁকি! মিথ্যার মধ্যে তাহার জন্ম, মিথ্যায় সে মানুষ, মিথ্যায় ভরা তাহার সমস্ত ইতিহাস!

কাঁদিবে সে? পদ্মাবতী তাহার মা নয়—কে বলিল? এতদিনের এই বিপুল কাহিনী, এর ভিতরে সত্য নাই? বীরু যেন নিজেকেই প্রশ্ন করিল। প্রশ্ন করিল জীবন-বিধাতাকে!

জননী মিথ্যা? পিতার পরিচয়ে অপমান? সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় এতদিনের এই জীবন—এর সমস্তটাই ফাঁকি, কৃত্রিম? মা তাহার মা নয়?

সে কি কাঁদিবে?

কে যেন পিছন হইতে তাহাকে দুর্দ্দান্ত তাড়না করিতেছে। এখানে তোর অধিকার নাই! কাহাকে মা বলিয়াছিস?

কোথায় কাহার আশ্রয়ে আছিস, কে তোর অন্ন যোগায় ?— ওরে হতভাগ্য, কাহার প্রাসাদে বসিয়া এতকাল পিতৃ-পরিচয় লইয়া গর্ব্ব করিতেছিলি ? এই সৌখীন সম্পর্ক চূর্ণ করিয়া যেদিকে চোখ যায় দূর হইয়া যা—ওরে দীন, ওরে পথের কাঙাল।

বীরু পথে বাহির হইয়া গেল।

কত পথ কতদিকে গিয়াছে! সত্য কোন্ পথে? কে তাহার মা? কেমন সে নারী? বুড়া তাহাকে কী কথা শুনাইল?

ইহারই কি নাম স্ক্যাণ্ডাল? লাহিড়ী কি তাহাকে এই কথাই শুনায়?

আজ হইতে সমস্ত জীবন এই প্রশ্নের বোঝা লইয়া বেড়াইতে হইবে। বীরু পথে পথে ঘুরিতে লাগিল।

হেমন্তের অপরাহ্ণে আকাশে আর আলো নাই, যেন মৃত্যুর মতো পাণ্ডুর। পথ দিয়া কাহারা যায়, কাহারা চলে দলে দলে, কোথা হইতে কাহারা কোথায় মিলায়? পথের অশ্রান্ত লোক-যাত্রায় নিজেকে মিলাইয়া চলিতে চলিতে সে ভাবিল, এই ত' সহজ, এই ত' স্বাভাবিক। তাহার পরিচয় নাই, বংশমর্য্যাদা নাই, সে ইহাদেরই একজন, অসংখ্যের একটি সংখ্যা। আভি-জাত্যের স্থূল অহংকার,—অগণ্য শ্রমিকের রক্তক্ষরণে যাহার

জন্ম, যাহার তলায় সর্ব্বনিকৃষ্ট দুর্নীতির ভিত্তি,—দাও তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া! কোথায় ইহাদের সহিত তাহার প্রভেদ?—বীরু পথের মাঝখানে থমকিয়া দাঁড়াইল।

মা তাহার মা নয়! ওই দুই আয়ত চক্ষুতে যাঁহার অমৃতের ধারা ঝরিয়া পড়ে, ললাটে যাঁহার মাতৃমহিমার অনির্ব্বচনীয় দীপ্তি, সন্তানের স্বাচ্ছন্দ্য-সাধনায় দুই করতলে যাঁহার অক্লান্ত সেবা, যাঁহার প্রাণপ্লাবিনী বাৎসল্য—সেই মা তাহার মা নয়? মিথ্যার ভিতরে, ফাঁকির ভিতরে বাসা বাঁধিয়া নির্ব্বোধ বন্য-পশুর মতো সে বড় হইয়া উঠিয়াছে? অসত্যের হলাহলে জর্জ্জরিত তাহার এই অভিশপ্ত জীবন, পতিত জন্ম।

মুখ দিয়া একটা আর্ত্তস্বর বাহির হইতেছিল, দুই হাতে বীরু মুখ ঢাকিল। কী লজ্জা, কী গভীর অসম্মান!

সন্ধ্যার বাতাস যেন বিষে ভরিয়া উঠিয়াছে, আকাশটা যেন কারাগারের মতো তাহাকে বন্দী করিয়া খোঁচাইতেছে। যেন মিথ্যার ভয়ঙ্কর নরক, পথের আলোগুলি যেন কোনো প্রেতিনীর জ্বলন্ত চক্ষু! বীরুর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

আলো আর আগুন

ময়দানের সবুজ ঘাসগুলির উপরে শিশিরবিন্দু ঝলমল করিতেছিল। সকালের রৌদ্রে স্নিগ্ধ শীতের হাওয়া জড়ানো। আকাশ প্রসন্ন নীল, মাঝে মাঝে পাখীর দল ভাসিয়া চলিয়াছে। দূরে চৌরঙ্গীর পথ জনবিরল, দু' একখানা দ্রুতগামী মোটর ছাড়া আর কোথাও কোনো ব্যস্ততা নাই। আজ ছুটির দিন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠ পার হইয়া একখানা মোটর আসিয়া পূর্ব্বদিকের গির্জ্জার ধারে দাঁড়াইল। সুশান্ত ড্রাইভ্ করিতেছিল, পাশে বসিয়াছিল রাণু। দুইজনে গাড়ী হইতে নামিয়া যখন মাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল, গির্জ্জার ঘড়িতে মৃদু গভীর শব্দে আটটা বাজিতে লাগিল। দূর হইতে দূরান্তরে সেই ঘণ্টার আওয়াজ কেমন যেন করুণ উদাস কালপ্রবাহের বার্ত্তা জানাইয়া দেয়।

রাণুর পরণে একখানা শাদামাঠা শাড়ী, জরির পাড় বসানো। পায়ে মোজা জুতা, গলায় একটা ফ্লানেল্ মাফ্‌লার। মাথার খোঁপা যেমন তেমন করিয়া বাঁধা, কপালে আর কানের নীচে

চুলের ঝালর নামিয়াছে। ভোরের তন্দ্রার আলস্য এখনও তাহার মুখে মিলায় নাই।

সুশান্ত ধুতি পরিয়াছে, আজ তাহার ছুটি। গায়ে ভায়েলার ঘন বেগুনী রংয়ের পাঞ্জাবী, ধুতিখানা শান্তিপুরের,—কালো মখমলের ধারি দেওয়া। পায়ে একজোড়া য়্যালবার্ট্।

ঘাসের ডগায় ডগায় শিশিরবিন্দুর রঙীন মুকুট। তাহারই উপর দিয়া চলিতে চলিতে শাড়ীর কিনারা ভিজিয়া উঠিতেছিল। জুতা মোজায় দুই চারিটা ছেঁড়া ঘাস লাগিয়াছে। কিন্তু তেমনিভাবেই চলিতে চলিতে রাণু এক-সময় কহিল, মনে থাকবে ত এবার থেকে?

সুশান্ত কহিল, যদি না থাকে তবে পুরুষ ব'লে আর পরিচয় দেবো না।

রাণু বলিল, আমাকে ক্ষমা করো, প্রথম দিকে তোমার ওপর অবিচার করেছিলুম। আমি বুঝতে পারিনি যে, তুমি সাধারণের একজন নও। মানুষ কত ভুল করে! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তুমি অনুভব করেছিলে আমার মন।

সুশান্ত কহিল, লোভটাই মানুষকে ঘোরায়, বিচার বুদ্ধি নষ্ট করে। তুমি বিশ্বাস করো রাণু, তোমার বাবার শত অনুরোধ সত্ত্বেও স্বার্থের স্বপ্ন আমি দেখিনি, নিজেকে আমি বিচার ক'রে চলেছিলুম। এমন দেখেছি, মুখে সৌজন্য, ভদ্র আলাপ, নিখুঁৎ

চালচলন,—কিন্তু তাদেরই ফাঁক দিয়ে প্রকাশ পায় চাপা লোভের ইঙ্গিত, বড় করুণা হয় তাদের ওপর।

রাণু কহিল, একটা ভয় হচ্ছে তোমাকে বল্‌ব ?

বলো নিঃসঙ্কোচে।

তুমি কি এবার থেকে আসবে না ?

সুশান্ত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, রাণু, নিতান্ত নির্ব্বোধ আমি নই। তোমার সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবো সামান্য কারণে ?

হঠাৎ রাণু তাহার হাত ধরিল। কহিল, তুমি সত্যিই বড়। তুমি যে নিরভিমান, এ আমার পক্ষে অসীম আনন্দ। মনে করেছিলুম আমার কথায় তুমি আঘাত পাবে, আমার স্বীকারোক্তি দেবে তোমাকে দুঃখ—কিন্তু—হায় রে, কে জান্‌ত আমার সেই অহংকার চূর্ণ হবে! তুমি এত সহজ, এত স্বচ্ছ আমি জান্‌তে পারিনি, আমার আত্মাভিমান তোমার মহিমার নাগাল পায়নি।

এমন কথা বলতে নেই রাণু!

রাণুর চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল। বলিল, বল্‌ব না ? তুমি যে এনে দিলে আমার জীবনে গৌরব, তোমাকে আঘাত করবার চরম লজ্জা থেকে আমাকে যে দিলে মুক্তি! লোভ আর অসম্মানের অন্ধকূপ থেকে দুজনের সম্পর্ক নির্ম্মল

হয়ে উঠ্ল, এর চেয়ে বড় সঞ্চয় জীবনে আর কী হ'তে পারে ?

সুশান্ত কহিল, বলো আমি তোমার কোন্ কাজে লাগতে পারি ?

রাণু কহিল, যে শক্তিতে তুমি আজ আমার চোখে বড় হয়ে উঠেছ, সেই শক্তিতেই তুমি আমার কাজ খুঁজে নেবে ! তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই, আমি তোমার ছোটবোন হয়ে জন্মাতে পারিনি !

সুশান্ত স্নিগ্ধ হাসিমুখে কহিল, এই আমার পরম পুরস্কার, রাণু। চলো এবার যাই, সেই কোন্ ভোর থেকে—

রাণু কহিল, আর একটু থাকি, ভালো লাগছে তোমার কাছে। কাল রাতে ঘুমোইনি, অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, ভোরে গিয়ে তোমার পা জড়িয়ে ধরবো।

সুশান্ত তাহার হাত ধরিয়া কহিল, পাগল !

সত্যি, আমি মনে করেছিলুম এই মালিন্য থেকে বুঝি আর মুক্তি নেই। তাই আর দেরি সইলো না, ভোরে উঠে তোমাকে টেলিফোনে ডাকলুম ! সুশান্তদা, মেয়েমানুষের এটা জীবন-মরণ সমস্যা, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। লজ্জা ক'রে থাকলে চলে না।

সুশান্ত হাসিমুখে বলিল, আমি ঘুমচোখে গাড়ী নিয়ে গিয়ে

দাঁড়াতেই একেবারে আমাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন! আমি স্তম্ভিত।

রাণু কহিল, ওটা আমার কূটবুদ্ধি, উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া। 'আপনি'র বেড়া ডিঙিয়ে কাছে না এলে তুমি আমার মনের কথা শুনতে পেতে না। তাই প্রথমে তোমাকে দিয়েও 'তুমি' বলিয়ে নিলুম।—বলিতে বলিতে সে হাসিল।

সুশান্ত কহিল, তোমার বাবার কাছে প্রকাশ করবো এই কথা?

রাণু কহিল, না, তোমাকে তিনি ভুল বুঝবেন। স্নেহ করেন তিনি তোমাকে, তোমার কথায় আঘাত পাবেন।

কিন্তু তাঁর মন যে নানা কল্পনায় আচ্ছন্ন!

ব্যর্থ হবে তাঁর কল্পনা যথাসময়ে। ওখানে আমার জোর আছে, আমি জানি যুদ্ধ করতে।

তোমার জয় হোক।—সুশান্ত হাসিয়া কহিল।

মাঠে মাঠে মুক্তির আনন্দ যেন ছড়াইয়া গিয়াছে। আকাশ সূর্য্যের কিরণে হাসিতেছিল। আজ যেন দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া রাণুর খুশির প্রাণ উছলিয়া উঠিতেছে; যেন নিজেকে ধরিয়া রাখিবার আর জায়গা নাই। বুক ভরিয়া সে একবার নিঃশ্বাস লইল।

গির্জ্জার দক্ষিণে জলাশয়ের ধার ঘুরিয়া তাহারা হাঁটিতে

হাঁটিতে আসিয়া গাড়ীতে চড়িল। মুখের উপর হইতে চুলের গোছা সরাইয়া মনে মনে সে ভাগ্যদেবতাকে প্রণাম জানাইয়া কহিল, আজকের আনন্দ অক্ষয় হোক।

লোয়ার সারকুলার রোড দিয়া আসিতে অল্প সময়ই লাগিল। বেলা সাড়ে নয়টা বাজে। পার্ক সার্কাসের বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিতেই রামশরণ দ্রুত আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল।

আনন্দে রাণু লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, তারপর কহিল, মনে থাকবে ত ?

সুশান্ত কহিল, মন ভ'রে গেছে, তবু যদি জায়গা পাই রাখ্‌ব বৈকি।

রাণু হাসিতে হাসিতে কহিল, ফোনে তোমাকে ডাকব। আচ্ছা, গুড্‌ ডে।

গুড্‌ডে। বলিয়া সুশান্ত গাড়ী চালাইয়া দিল।

ড্রয়িংরুমে একখানা ডেক চেয়ারে লাহিড়ী বসিয়া বন্ধুদের সহিত গল্প করিতেছিলেন। আজ একজন নূতন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। রাণু আসিয়া ঢুকিল। হাসির উচ্ছ্বাসে তাহার মুখখানা তখনও রক্তাভ। তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ আনন্দে আর উল্লাসে লাহিড়ী সোজা হইয়া বসিলেন, একি, একা এলে যে মা ? সুশান্তকে আন্‌লে না ধ'রে ?

একখানা চেয়ারে রাণু বসিল। বলিল, এলেন না তিনি, এত ক'রে বললুম, কিন্তু পৌঁছে দিয়ে চ'লে গেলেন।

খেতে বলেছিলে ?

আমার কথা কেউ শুনতে চায় না, বাবা।

লাহিড়ী একবার বন্ধুগণের দিকে তাকাইলেন, একবার তাকাইলেন কন্যার দিকে, তারপর অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া যেন সকল কথারই উত্তর দিয়া দিলেন !

হাসির ভিতরে ইঙ্গিত আছে, অর্থ আছে, প্রত্যাশা আছে। কিন্তু সুশান্তর শেষের কথাগুলি স্মরণ করিয়া অপমানে রাণুর মাথা হেঁট হইয়া গেল। বলিবার কিছু নাই, কন্যা হইয়া অনেক লজ্জা তাহাকে সহ্য করিতে হয়।

ব্যানার্জ্জি কহিলেন, রাণু, তোমার পায়ে জলকাদার দাগ, ছেঁড়া ঘাসের ডগা—কতদূর গিয়েছিলে ?

রাণু একবার নিজের পায়ের দিকে তাকাইল, তারপর কহিল, মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম দু'জনে, তাইতেই বোধ হয় লেগে থাকবে।

দু'জনে ?—কে কে ?

ভ্রূকুঞ্চন করিয়া রাণু একবার ব্যানার্জ্জির দিকে তাকাইল। তারপর কিছু রূঢ়কণ্ঠে কহিল, অনিলকাকা, আপনি সমস্তই

জানেন তবুও প্রশ্ন করেন কেন? দু'জনে মানে এতক্ষণ কি আপনি বোঝেন নি?

কথাটা সুস্পষ্ট, সতেজ। আর একটি ভদ্রলোক পাশেই বসিয়াছিলেন, রাণুর গলার আওয়াজে সহসা তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নবাগত, রাণুর সহিত পরিচয় নাই। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু রূপবান, চেহারাটা উন্নত, দীর্ঘ, পুরুষের মধ্যে পুরুষ। মুখে একটা পাইপ দিয়া তিনি একখানা চিত্র-প্রধান বিলেতী মাসিকপত্র পাঠ করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া তিনি স্নেহের হাসি হাসিলেন; অর্থাৎ যাহার সহিত সন্তান-সম্পর্ক তাহার রূঢ়ভাষণ সর্ব্বদাই মার্জ্জনার সহিত হাসিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু কন্যার ব্যবহারে পিতা লজ্জিত হইলেন। মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, রাণু, রাগের কোনো অর্থ নেই। তোমার আর একটু সামাজিক হওয়া দরকার।

রাণু মাথা হেঁট করিয়া রহিল, কথা বলিল না।

ব্যানার্জ্জি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, আমি যাই রোহিণী, মামলাটা নিয়ে ভারি ব্যস্ত।—হঠাৎ হাসিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, রাণু, তুমি বোধ হয় মাঝে মাঝে ভুলে যাও আমি তোমার বাবার বন্ধু! হেঁ হেঁ—

ওপাশের ভদ্রলোকটি প্রবীণ এবং শান্ত। মুখের পাইপটা

সরাইয়া তিনি মিষ্টকণ্ঠে কহিলেন, যাকগে মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, সামান্য কথা! আপনার প্রশ্নে উনি একটু অফেন্স্ নিয়েছিলেন, মেয়েদের মন ত! যাকগে—

কিন্তু রাণুর মাথার রক্ত আজ গরম হইয়া উঠিল। অনেক সহ্য করিয়াছে আর সে বাধা মানিল না, ফস্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অনিলকাকা, আপনিও ভুলে যান্ যে আমি আপনার মেয়ের মতন! কিন্তু আপনার গোপন গোয়েন্দাগিরি দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে,—আমার বিরুদ্ধে যে-চিঠি আপনি লিখেছিলেন মিসেস্ বাসুর কাছে,—মনে পড়ে আপনার সে-চিঠির ভাষা? কী লিখেছিলেন বাবার সম্বন্ধে? বিলাতের পি-এচ্-ডি আপনি, আপনি কাউন্সিলের মেম্বার!

ছি ছি, কী বল্‌ছ মা?—লাহিড়ী দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

রাণু কহিল, বাবার বন্ধু হয়ে আমার সম্মান রেখেছেন খুব। বোধ হয় আপনার জানা ছিল না যে, মিসেস্ বাসু বাবার বিশেষ পরিচিত!—বলিয়া নিজেই সে বাহির হইয়া গেল।

তিন জন বন্ধুই স্তম্ভিত; কাহারও মুখে কথা নাই। যেন বিনামেঘে হঠাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছে। ব্যানার্জ্জি কি করিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, একবার লাহিড়ীর দিকে তাকাইলেন, তারপর বিবর্ণ মুখে বলিলেন, এটা বাহাদুরী, নিছক বাহাদুরী, এর নাম সৎশিক্ষা নয়, ভদ্রলোককে সকলের মাঝখানে অপমান

করাটা সহজ, কিন্তু একে কাল্‌চার বলে না!—বলিতে বলিতে ওপাশের ভদ্রলোকটিকে নমস্কার জানাইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। গেটের বাহিরে তাঁহার মোটর অপেক্ষা করিতেছিল।

লাহিড়ী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, মণিপ্রভার নিকট ব্যানার্জ্জি কী লিখিয়াছে? কী লিখিতে পারে তাঁহার কন্যার সম্পর্কে? গোয়েন্দাগিরি! কাহাকে লইয়া? কাহার বিরুদ্ধে? তবে কি মণিপ্রভার সহিত ব্যানার্জ্জির গোপনে পত্র ব্যবহার আছে? কী চাহে ব্যানার্জ্জি? নানা সন্দেহে ও প্রশ্নে লাহিড়ী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

ওরে, রামশরণ।

হুজুর!—বলিয়া রামশরণ আসিয়া দাঁড়াইল।

লাহিড়ী কহিলেন, দিদিমণিকে সেলাম দেও।

খবর পাইয়া রাণু আসিয়া দাঁড়াইল। সে মানুষ আর নাই, চোখ দু'টি ভারাক্রান্ত; জলে ভিজা। লাহিড়ী কহিলেন, আজ তোমার মন বোধ হয় ভালো নেই মা, সে ত' হবেই, খুবই স্বাভাবিক। উত্তেজনাটাকে সহজ মনের চেহারা বল্‌ব না। তোমাকে ডেকেছিলাম এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো বলে। ইনি আমার বিশেষ বন্ধু—

রাণু তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, ভারি অন্যায় ক'রে ফেলেছি তখন, গুরুজন আপনি, আমাকে ক্ষমা করুন—বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল।

তিনি রাণুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, আমি ত' এসবের কিছু জানিনে, সুতরাং কিছু বুঝতেও পারিনি। তুমি শান্ত হও।

লাহিড়ী ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া মৌখিক সৌজন্য টানিয়া বলিলেন, ওঁকে তুমি আগে দেখোনি মা। উনি লাঙ্গলবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্যারিসে হিন্দুস্থান এসো-সিয়েশনে আমার সঙ্গে আলাপ, উনি খুব আমুদে মানুষ। ওঃ সে আজ কতকাল আগের কথা!—বলিয়া তিনি যেন গভীর ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

রাণু হাসিমুখে কহিল, এখন বুঝি কল্‌কাতাতেই থাকেন?

দেবেনবাবু বলিলেন, ঠিক নেই মা। অল্প বয়েস থেকেই মনটা বড় চঞ্চল, সেটা এখনো নানাদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কখনো থাকি লাঙ্গলবাড়ীতে, কখনো দম্‌দমার বাড়ীতে, আবার কখনো বা দেশদেশান্তরে। তোমার বাবার চেয়ে আমি বয়সে

বড়! এই ধরো, ছ'বছর পরে লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা। কাল একটা মামলা ছিল হাইকোর্টে, গিয়ে দেখি মূর্ত্তিমান উনি দাঁড়িয়ে। ওর এই নতুন বাড়ী আমি আগে দেখিনি।

রাণু কহিল, আপনাকে জ্যাঠামশাই বল্‌ব। কিন্তু মেয়েদের একটা রোগ, তারা আগেই ঘরের কথা পাড়ে। আপনার ছেলেমেয়ে, আমার জেঠিমা—তাঁরা সব কোথায়? তাঁদের আমি দেখ্‌ব।

দেবেনবাবু কহিলেন, সন্তানাদি আমার নেই মা! তোমার জেঠিমা—হ্যাঁ, আছেন তিনি, আমার কাছে ঠিক নেই—

লাহিড়ী ও দেবেনবাবু পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

লাহিড়ী কহিলেন, বুঝলে মা, চিরটা কাল দেবেনদার পাগলামি ক'রে কাট্‌ল, এমন ভবঘুরে আর দেখিনি। বারোটা ভাষায় ও সুপণ্ডিত, সকল শাস্ত্র ওর করতলগত।

অদ্ভুত আপনি ত' জ্যাঠামশাই?—রাণু বড়-বড় চোখে তাকাইল।

আরো আছে, ঠাকুর দেবতায় ওর অগাধ ভক্তি!

থামো হে লাহিড়ী।—দেবেনবাবু হাসিয়া বাধা দিলেন।

লাহিড়ী কহিলেন, থাম্‌বো কেন? রাণু, আজ তুমি শুন্‌বে ওর নানা গল্প। আজ আমাদের এখানে ও লাঞ্চ্ খাবে। তোমাকে আজ দুপুরবেলাটা ধ'রে রাখবো, দেবেনদা।

রাণু উৎসাহিত হইয়া কহিল, আমাদের রান্নাও প্রায় হয়ে গেছে।—বলিয়া সে হাসিমুখে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

গলা নামাইয়া দেবেনবাবু কহিলেন, সাবধান হে, আমার পূর্ব্ব ইতিহাসটা—

লাহিড়ী বলিলেন, Damn it, it is dead !

চার

হ্যালো।—পার্ক ফাইভ্ টু নাইন! ফাইভ্—টু—নাইন্!! ইয়েস্!—মণিপ্রভা বামকর্ণে রিসিভার ধরিয়া রহিলেন।

—হ্যালো! Yes, Mrs. Basu speaking. কে, রাণু নাকি? হ্যাঁ, তোমাকেই ডাক্‌ছি।—তোমার বাবা? তিনি ওপরে, আমার ঘরে। হ্যাঁ, আমার ষ্টাডি থেকে কথা বল্‌ছি। শোনো শোনো, বীরু এইমাত্র আমাকে ফোন্ করেছিল।

যন্ত্রের ভিতরে রাণু কথা কহিল, কেন?

—ফোনে হঠাৎ বললে, মিসেস বাসু, আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাই; সেদিন কার্জন পার্কের ধারে আমি মনে মনে আপনাকে অসম্মান করেছিলুম।

হাঃ হাঃ হাঃ, বীরুটা পাগল!

শোনো, তুমি কিন্তু এক্ষুণি বীরুকে ধরো। সে যাচ্ছে বম্বের দিকে। বলছে, আর ফিরবে না। হ্যাঁ, না বলেই যাচ্ছে! আমার কাছে তোমাকে শেষ সম্ভাষণ জানিয়ে গেল!

সে কি, কেন? কেন যাচ্ছে?

সে আর কারো কাছে মুখ দেখাবে না! হ্যালো! তুমি ধরো তাকে। বম্বে মেল! না, জানাবো না তোমার বাবাকে।

জানিনে কী ঘটেছে! কথায় মনে হোলো desperate! তুমি কি ঝগড়া করেছ তার সঙ্গে?—হ্যালো, হ্যালো? যাঃ ছেড়ে দিয়েছে!—মণিপ্রভা হাসিয়া বলিলেন, সেই পুরনো গল্প, নতুন ষ্টাইল্! But the green is always refreshing!

রিসিভারটা রাখিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। পায়ে তাঁহার বর্ম্মা শ্লিপার। পোষাক পরিচ্ছদটা বৈধব্যের আচার মানিয়া চলে নাই। তাঁহার পরিমণ্ডলে কেমন একটা বাসি-ফুলের গন্ধ। সৌরভ সামান্য, কিন্তু আবহাওয়াটা মৃদু মধুর।

উপরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, লাহিড়ী বিছানার উপব বসিয়াই চা পান করিতেছেন। চাকরে কখন্ যেন চা দিয়া গেছে।

লাহিড়ী মাথা হেঁট করিয়া হাসিতেছিলেন। এইবার মুখ তুলিয়া কহিলেন, ব্যানার্জ্জিটা লাইসেন্স্ চায়—কেমন?

থামুন। বলিয়া মণিপ্রভা আয়নার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কে চায় না শুনি? আপনার চাপা রসিকতাটা আপত্তিজনক। ওকি, এখনো জামায় বোতাম দেন্নি? আপনি বড় কেয়ারলেস্!

বার বার 'আপনি' বল্‌ছ কেন?

আমার খুশি।

লাহিড়ী আবার হাসিতে লাগিলেন। মণিপ্রভা বলিলেন,

ব্যানার্জ্জির চিঠি নতুন নয়। অমন অনেকেই লিখেছে। শিক্ষিত লোকের হুরভিসন্ধি বড় গভীর, তারা খুব ভদ্র উপায়ে বিষাক্ত করে মনকে। বারো বছর বয়সে পা দিতে না দিতেই প্রেম-পত্রের তাড়া আসতে লাগল আমার নামে। আত্মীয়-সম্পর্কের বাধাগণ্ডী ডিঙিয়ে যারা আসতে লাগল—তাদের প্রস্তাব শুনে আমি অবাক। লাহিড়ী সায়েব, আগে ভূত দেখে ভয় পেতুম, এখন আর পাই নে। ভূত আমি নিজে।

কিন্তু ব্যানার্জ্জির চিঠিগুলো—

হ্যাঁ, বলিনি আপনাকে এতদিন। কেন জানেন? বাঁচিয়েছি আপনাদের, নৈলে নিজেদের মধ্যে আপনাদের হানাহানি হোতো! পার্কের আলো দেখলে আপনি ভয় পান, কিন্তু স্ক্যাণ্ডালের আলোয় নিজেদের বীভৎস চেহারা দেখলে নিজেরাই ভয় পেয়ে যেতেন, পালাতেন দেশ ছেড়ে। শুধু ব্যানার্জ্জি? অনেক, অনেক। লজ্জা করে আলোচনা করতে। বাবার বৈঠকখানায় যাঁরা আসতেন আজ তাঁরা বড়-বড় লোক; খবরের কাগজ ওল্‌টালে দেখি মোটা মোটা টাইপে তাঁদের নাম ছাপা হয়। প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কেউ বা নেতা, কেউ কর্পোরেশনের হোম্‌রা-চোম্‌রা—জানেন কতটুকু? মেয়েমানুষকে অনেক সইতে হয়। ফ্যাশনেবল পাড়ায় গিয়ে হ্যাংলামি কা'রা করে জানেন? ওই যাঁদের হাতে সমাজপতিত্ব!

লাহিড়ী বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও ব্যানার্জ্জির এই ব্যবহার আমি সহ্য ক'রে যাবো ?

মণিপ্রভা বলিলেন, কেন সহ্য করবেন ? তেড়ে যান্ লাঠি নিয়ে। বেচারি ব্যানার্জ্জি! কাউন্সিলের বক্তৃতার সঙ্গে ওর চরিত্রের মিল নেই! নির্ব্বোধ হতভাগ্য! কিন্তু ধরা পড়েছে কি কেবল নন্দঘোষ? অনেক দলিল আছে, প্রকাশ করব একে একে। ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে থাকি। মেয়েমানুষের গলা বেশি-দূর পৌঁছয় না। আপনাদের হাতে শিক্ষা আর সভ্যতা ছড়ানোর ভার? আপনারা দেশে আনেন রুচি আর ফ্যাশনের ডালা? দেশে আইন তৈরী করেন আপনাদের মতন ক'জন ব্যারিষ্টার ?

লাহিড়ী চায়ের পেয়ালা রাখিয়া কহিলেন, তবু কাজ ত এরাই করে মণিপ্রভা ?

মণিপ্রভা কহিলেন, তাই এমন দুর্দ্দিন! কাজ হোতো আপনার আর আমার বাবার আমলে। এখন কাজের বদলে কণ্ডূয়ন। কল্যাণের ছদ্মবেশে ঘোরে স্বার্থ, সাধুতার মুখোস নিয়ে চলে আদিকালের বর্ব্বরতা। প্রমাণ যদি চান্ তবে এক-বার টহল্ দিয়ে আসুন বার-লাইব্রেরী আর উকীল-এটর্ণীর পাড়ায়, ঘুরে আসুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহলে। কবি-সাহিত্যিকদের বলেন কাল্চার্ড্? তাদেরও দেখেছি আমাদের আঁস্তাকুড়ে। একেবারে প্রিমিটিভ্! গায়ে লোম, বড় বড় নখ,

মুলোর মতন দাঁত! তারা বনমানুষও নয়, বাঘও নয়, তারা বনবিড়াল। নখ দিয়ে আঁচড়ায় পরস্পরকে। এক ফোঁটা রুধিরের গন্ধে দলে দলে এসে হানা দেয়। পরিচয় দেয়—সাহিত্যিক।

লাহিড়ী কহিলেন, আধুনিকের ওপর তোমার রাগ কেন এত?

রাগ নয় গো, রাগ নয়।—মণিপ্রভা বলিলেন, যা কিছু করছে তারাই, তারা আমার প্রিয়।

প্রিয় ব'লে মনে ত' হয় না!

হয় না? চেয়ে দেখুন ত' আমার দিকে? তাদেরই ত' মন ভোলাবার খেলায় মেতে আছি, ছত্রিশ বছরকে ছাব্বিশের ফাঁদে আট্‌কে রেখেছি। গালে রুজ রাখি, ঠোঁটে ষ্টিক্ বুলোই। হাবে-ভাবে মুনি বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাই। কেন এই দৈন্য? —তার কারণ দলছাড়া হ'তে চাইনে; একটু এদিক ওদিক হলেই যে খরচের খাতায় নাম উঠবে। আঁটসাঁট হয়ে থাকি, মেয়েমানুষের বড় জ্বালা! তাই ব'লে সইবো কেন ভণ্ডামি? —সমস্ত জীবন ধ'রে খুঁজে বেড়ালুম হৃদয়, খুঁজে বেড়ালুম সত্যের পথ। কিন্তু কে জান্‌ত জাতটাই এই, ইউরোপের সিরাম্ এনে ইন্‌জেক্‌শ্যন্ দিয়েছেন আপনারা জাতের রক্তে! শিক্ষা-সভ্যতা? কাল্‌চার? কী ওদের মানে? কোথায় রইল আত্ম-পরিচয়?

কোথায় গেল প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানগরিমা আর উপনিষদের প্রশান্ত তপোবন? কী এনেছেন আপনারা? কাল্‌চারের নামে ঘাঁট্‌ছেন সাইকো-এনালিসিসের নরককুণ্ড, এডুকেশন্‌ মানে লোভ আর ঈর্ষ্যা, পলিটিক্‌সের অর্থ কুটিলতা আর চাতুরী। আর কী রইল? সাহিত্য? রামায়ণ-মহাভারতের দেশে কোন্‌ সাহিত্য আনলেন? কোন্‌ সাহিত্য পড়বো রবি-ঠাকুরের পর? কোন্‌ শাস্ত্র শুন্‌বো অরবিন্দের পর? কোন্‌ জীবনী জান্‌বো গান্ধীর পর?

মণিপ্রভা চুপ করিলেন।

লাহিড়ী কহিলেন, মেয়েমানুষেই কানামাছি খেল্‌তে ভালোবাসে; চোখ বন্ধ ক'রে চোর খুঁজে বেড়ায়। তুমি জন্মেছ আধুনিক কালে, চোখ দুটো ভূতের দিকে। নিউরটিক্‌! তোমাকেও ত' দেখলুম মণিপ্রভা? সাইকো-এনালিসিস্‌ শুনেছ, প্যাথলজি শোনোনি। তুমি কোন্‌টা? মরবিড, না য়্যাব্‌নরম্যাল্‌? বোধ করি অতিভোজনের অরুচি! কিম্বা বদ্‌হজম!

মণিপ্রভা হাসিয়া বলিলেন, আবার চ্যালেঞ্জ করছেন?

করবো বৈ কি, তোমার কথার উত্তর তোমার জীবনে। কে দায়ী তোমার জন্যে? তুমিই বোধ হয় একদিন জেনেছিলে সফিস্‌টিকেশ্যন্‌ মানে কাল্‌চার! বই পড়া মানেই সংশিক্ষা!

ম্যানারিজম্ মানে ফ্যাশন্, ফর্ম্মালিটি মানে সৌজন্য। তার প্রতিক্রিয়া নেই? আর দুর্নীতি? ছিন্নমস্তা নিজের রক্তই পান করে নিজে। কে বলেছে পুরুষ এনেছে দুর্নীতি? নীতি-দুর্নীতির চৈতন্য ত' তোমাদেরই সর্ব্বাঙ্গে। জগতে সকলের চেয়ে পুরনো ব্যবসা কোন্‌টা? সেটা কাদের হাতে শুনি? লজ্জা! লজ্জা তোমাদের নয়?

মণিপ্রভা কহিলেন, ওগো মশাই, বেশ ত তোমরা? নাচালে নাচো, কাঁদালে কাঁদো—খেলার পুতুল! লোভ দিয়ে যদি লোভকেই টেনে থাকি তবে আবার কাল্‌চারের কথা কেন? কৃষ্টিকে ব'লো না সংস্কৃতি। উৎকর্ষ নয়—কর্ষণ, কাল্‌টিভেশ্যন্! আজো কি সেই ব্যবসার অতিক্রম হয়েছে? ছিল নীচে, উঠে এলো ভদ্র আর অভিজাতের পল্লীতে। আন্‌লে ত তোমরাই। ছিলুম নগণ্য, হলুম অগণ্য। এর কারণ যে তোমাদেরই প্রবৃত্তির অধঃপতন! তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ ঘোচালে তোমরাই। আমরা সবাই এক; একই লক্ষ্য, একই রুচি, একই পোষাক—কেবল ভাষাটা একটু মাজাঘষা! ড্রয়িং রুমের সঙ্গে প্রভেদ কোথায় পতিতার ঘরের? এরা খায় চা, ওরা খায় মদ। ওরা মাতলামি করে, এরা করে পাগলামি। ওখানে আছে মহামায়া মাসি, এখানে থাকেন যোগমায়া পিসি! তবে ওখানে আমরা সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকি। ওখানে হাত পেতে দেহের মূল্য

ধ'রে নিই, ফাঁকির কারবার নেই ; আর এপাড়ায় তোমরা যখন আসো তখন ফ্লার্ট্ করি, কায়দা ক'রে আদায় করি প্রীতি-উপহার। চুপি চুপি বোকাদের কানে বলি—প্রেম !

লাহিড়ী বলিলেন, তোমাদের স্বভাবধর্ম্ম !

মণিপ্রভা কহিলেন, মারো চাবুক, ঘা লাগবে তোমাদেরই। আমাদের গর্ভেই তাদের জন্ম, যাদের মেয়েরা ছড়িয়ে বেড়ায় দুর্নীতির ব্যবসা। ওকি, মুখ লুকোও কেন ? লাগছে কোথায় ? কোথায় গেল পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, কোথায় গেল জননী জন্মভূমিশ্চ ?—মারো চাবুক, মরবে তোমরাই। তোমাদের ঘরে আর লক্ষ্মী নেই, আর নেই অন্নপূর্ণা, আছে কেবল ভালো আর মন্দের একটা কিম্ভূতকিমাকার সংমিশ্রণ। তোমরা বোকা, তোমরা হতভাগ্য ! লজ্জা, লজ্জা তোমাদেরই কি কম ? যেদিন ফুলের ওপর ভ্রমর হ'য়ে ব'সে মধু খুঁজতে সেদিন ভালো লাগত ; আজ কীট হ'য়ে ঢুকেছ পাপ্‌ড়ির গোড়ায়—হাড়মাস খেয়ে জীর্ণ করলে ! নীচে নেমেছে কারা গো ?—চলো চলো, ঢের হয়েছে, মিথ্যের পেছনে আর ছুটিয়ো না। দিন ফুরোলো, এবার পারের কড়ি সঞ্চয় ক'রে নিই। চলো, ওঠো।

লাহিড়ী খুশী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, নোটিশ ত' দিয়েছ আগে যে, রাস্তায় নামবে না। তবে যাবে কোথায় ?

মণিপ্রভা হাসিমুখে বলিলেন, নীচের বাগানে গিয়া বসা যাক। রাঙাবৌদির দল আজ ফিস্‌ট করতে গিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে লাহিড়ী বলিলেন, দল মানে?

মানে, তাঁর এক পাতানো pet ভাই, ছেলেটি বড় ভালো—দিদি বলতে অজ্ঞান! এমন ভাই আর দেওরের দল আমাদের পাড়ায় বহুৎ—আমরা ওদের দিয়ে বেশ দারোয়ানি করিয়ে নিই। তাছাড়া আর কী করা যায় বলো? বন্ধু বুঝতে পারি, শত্রু বুঝতে পারি, কিন্তু ভক্তকে নিয়ে হয় বড় জ্বালা! ফেলতেও পারিনে, গিল্‌তেও বাধে!

তার বদলে ওরা কী চায়!

মণিপ্রভা হাসিলেন। হাসিটা কিছু দুর্নীতি মিশানো। কহিলেন, একটু যৌন-রঙ মাখানো স্নেহ। ওতেই ওরা খুশি। তবে ওরাই আবার গোল বাধায়। স্নেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি, রেষারেষি—বেচারি! চোখ টিপে দিই আমরা সবাইকে, তখন সবাই গর্ব্বে বুক ঠুকে বেড়ায়।

লাহিড়ী কহিলেন, এমন ভাই তোমার নেই?

তিরিশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত ছিল!

লাহিড়ী হাসিতে হাসিতে নামিয়া বাগানের দিকে গেলেন।

মিনিট পনেরো পরে মণিপ্রভা যখন আসিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হেমন্তের সূর্য্য অস্তে নামিয়াছে, অদূরে পলাশ আর

৭

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা আভাস ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছিল। বাতাস নাই কিন্তু যেটুকু আছে তাহাতে গাঁদা আর গোলাপের মৃদু গন্ধ জড়ানো। মণিপ্রভা একখানা চেয়ারে বসিলেন।

লাহিড়ী তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, চার্মিং!

মণিপ্রভা উত্তর দিলেন না। রাণুর কথাটা তাঁহার মনে ছিল। মেয়েটি সত্যই দিনে দিনে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। বীরু এবং তাহার সমস্যাটা আজ সত্যই তাঁহাকে দোলা দিতেছে। কোনো কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই,—কিন্তু তাঁহার এই নাস্তিক্যবাদের পরিধির বাহিরে যেন উহারা দাঁড়াইয়া। মনটা কেবলই যেন বলিয়া উঠিতেছিল, উহাদের পথের বাধা দূর হোক্, উহাদের মিলন হোক্, কল্যাণ হোক্!

কি ভাবচো?

চট করিয়া মণিপ্রভা হাসিলেন। বলিলেন, ভাবছি আপনাকে যেদিন প্রবঞ্চনা করব সেদিন আপনার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে!

আবার 'আপনি'? বেশ। প্রবঞ্চনা করবে তুমি?—লাহিড়ী হাসিয়া বলিলেন, তোমার প্রবঞ্চনা মাথায় নিয়ে চলবো চিরদিন!

মণিপ্রভা কহিলেন, মিষ্টার লাহিড়ী, আমার মনে হয় সুশান্তর প্রতি রাণুর কোনো আকর্ষণ নেই।

লাহিড়ী মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কোথায় আছো তুমি?

ভাবের রাজ্য উল্টে গেছে। সেদিন সকাল বেলাতেও ওরা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছিল এবং সেদিন রাণুর মুখের চেহারা দেখে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। দুপুরবেলা দুজনে টেলি-ফোনে গল্প করে।

কেমন ক'রে জানলেন ? আপনি ত থাকেন কোর্টে !

লাহিড়ী কহিলেন, মণিপ্রভা, আমার বয়স হয়েছে। বাড়ীর চাকরবাকরগুলো কেবল কি ব'সে-ব'সে মাইনেই খায়, নজর রাখে না কোনোদিকে ?

মণিপ্রভা সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, চাকরকে দিয়ে মেয়ের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করান্ ?

তুমি কালোর দিক্‌টা দেখো, আলোর দিক্‌টা দেখতে পাও না ! রামশরণটা বাংলা বোঝে, ভালো রিপোর্ট যদি পায় তবে আমাকে জানাতে দোষ কি, মণিপ্রভা ?

তা বটে। মণিপ্রভা চুপ করিয়া রহিলেন। কেমন একটা অদ্ভুত কৌতুক ও ঘৃণায় তাঁহার প্রাণের মূল পর্য্যন্ত দোল খাইতে লাগিল। সন্তানের সহিত পিতার চরিত্রের কী গভীর প্রভেদ !

আমি তোমাকে ব'লে রেখে দিলুম মণিপ্রভা—লাহিড়ী বলিতে লাগিলেন, রাণু কখনো তার বাবার এত বড় আশাকে চূর্ণ করবে না ; বিচার আর বিবেচনায় তার জুড়ি কে ? আর সুশান্তকে ত' তুমি জানো। ভদ্র, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ; অগাধ

সম্পত্তি বাপের ; নিজের প্র্যাক্‌টিস্ প্রচুর—ও আমার আইডিয়াল্ পাত্র ! কিছুই না হোতো, কেবল সম্পত্তি দেখে দিতুম। তুমি দেখে নিয়ো, সুশান্ত আমার মেয়েকে কেবল টাকা দিয়েই কিনে নিয়ে যাবে। আমি যে বাপ, আমি দেখবো মেয়ের সুখশান্তি !

মণিপ্রভা কহিলেন, আর আপনার মেয়ে যদি ভিখারী ভোলানাথকে পছন্দ করে ?

লাহিড়ী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, মণিপ্রভা, মেয়ে আমার অর্থশাস্ত্রে এম্-এ পড়ে ! সে জানে জগতের প্রাণশক্তির মূলাধার হচ্ছে সোনার খনি, ভোলানাথের কাঁথার ঝুলি নয় ! মার্গট্ টেনান্টের প্লে-মেট্ ছিল এক মেষপালক, দুজনের মধ্যে ভাব ছিল কি কম ? তবে কেন মার্গট্ বিয়ে করলে য়্যাস্‌কুইথকে ! কারণ কি জানো ? প্রেম নয়, মেয়েরা আসলে ভক্ত পোজিশনের। প্রেমটা পড়ে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে !

মণিপ্রভা কহিলেন, আপনার কল্পনাকে ওরা যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ?

এমন সৃষ্টিছাড়া মিথ্যে হবে কেন ? একটা পার্টি দেবো, তারিখ ঠিক করেছি, সুশান্ত সেদিন এনাউন্স্ করবে।—লাহিড়ী বিদ্রূপ করিয়া পুনরায় কহিলেন, তোমার বীরুর কান ধরেও সেদিন নিয়ে যেতে পারো। আর কিছু না হোক, একপেট খেয়েও আসতে পারবে।

মণিপ্রভা চুপ করিয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। কোনো কথার উত্তর দিলেন না। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু দেখা যাইলে মনে হইত, তাঁহার দুইটা চোখ কোনো গভীরতর কারণে দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি কি রাণুর চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছেন, তিনি কি ভাবিতেছেন তাঁহার নিজ অতীতের কোনো ইতিহাস? পুরুষের বৈষয়িক আদর্শবাদের কোনো জটিল তত্ত্ব কি তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইতেছে? তিনি কি কোনো ফন্দি আঁটিতেছিলেন? কে জানে!

লাহিড়ী কহিলেন, কিন্তু তার আগে তোমার কাছেও যে একটা কথা নিতে চাই, মণিপ্রভা?

মণিপ্রভা নিজের নিঃশ্বাস চাপিয়া কহিলেন, কি কথা নিতে চান্? সে কথা এ সময়ে নয় মিষ্টার লাহিড়ী।

আর ত কোনো বাধা নেই—একে একে সবই ত ভেঙে গেছে মণিপ্রভা?

আমার দেহ আর মন এক বস্তু নয়, রোহিণীবাবু।

তবে কি আরো দেরি করবে? ধরো, আগে যদি আমাদেরটা সাব্যস্ত হোতো—মানে, সুবিধের দিক থেকে বল্‌ছি—

মণিপ্রভা বলিলেন, সুবিধের দিক থেকে বলাই ত আপনার অভ্যেস! দাঁড়ান্, আমি নিজে কী চাই আগে ভালো ক'রে ভেবে দেখি।

তাঁহার বক্র পরিহাসের কোনো উত্তর নাই; দুঃখে ও বিরক্তিতে মুখখানা অন্ধকার করিয়া রোহিণী লাহিড়ী নীরবে বসিয়া রহিলেন।

*

* *

হাবড়া ষ্টেশন্। ট্রেণের এঞ্জিনের আওয়াজ, যাত্রীর কোলাহল, ঠেলা গাড়ীর গড়গড়ানি, কুলীর চীৎকার, টিকেট ঘরের জটলা, রেলওয়ে পুলিশের আনাগোনা, ট্যাক্সির হর্ণ্, মালগাড়ীর ঠোকা-ঠুকি—সমস্তটা তালগোল পাকাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। আলো জ্বলিতেছে, মানুষ ছুটিতেছে, ডেলি-পাসেঞ্জার, পশ্চিমযাত্রী স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, সাধু-ভিখারী, সাহেব-মেম—রাশি রাশি আওয়াজ!

বম্বে মেল্ ছাড়িতে আর দেরি নাই, দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গেছে। প্লাট্‌ফরম টিকেট দেখাইয়া রাণু ছুটিল। ছুটিতে তাহার বাধা ঘটিল না, আপত্তি হইল না। প্লাট্‌ফরমে অনেকেই দ্রুত-পদে যায়, সে দৌড়াইল। প্রাণ লইয়া যাহার টানাটানি, তাহার ভয় কোথায়, কোথায় লজ্জা? সে যেন একটা দুরন্ত তরঙ্গ। কোন্ বাধা তাহাকে রোধ করিবে?

কিন্তু ঝড় উঠিয়াছে, করুণ কালো মেঘে দিগ্‌দিগন্ত ঘনঘটায়

আচ্ছন্ন, সূর্য্যের শেষ রশ্মি অন্ধকারে হারাইয়া গেল, ঈশানের কোণে বিদ্যুৎবহ্নিলেখা, আকাশের অরণ্যে অরণ্যে বাঘিনী গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছে!

বীরু—বীরু?

হঠাৎ একখানা কামরার ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাণু বীরুর চুলের মুঠি ধরিল। জানালায় মাথা কাৎ করিয়া অত কোলা-হলের মাঝখানেও বীরুর ঘুম আসিয়াছিল।

বীরু মুখ তুলিল। শান্তকণ্ঠে কহিল, কেমন ক'রে এলে?

খুঁজে পেয়েছি!—রাণু হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, বীরু—নামো গাড়ী থেকে। কোথায় যাবে তুমি? নামো।

বীরু নামিয়া আসিল। কহিল, আমাকে যেতে দাও, রাণু।

কোথায়?—বলিয়া রাণু তাহার পাঞ্জাবীর ঝুলটা মুঠার মধ্যে টিপিয়া ধরিল।

বম্বের দিকে যাবো, কাজ আছে। ছাড়ো রাণু, আমার কোথাও আর জায়গা নেই।—বীরুর গলা কাঁপিয়া উঠিল।

রাণু কহিল, কাঁদ্‌বো মনে করেছ তোমার জামা ধ'রে? যেতে তোমাকে দেবো না; যদি যাও নিয়ে চলো আমাকে।

তোমাকে!

হ্যাঁ, আমাকে। সোনার খাঁচার দরজা ভেঙে আমাকে নিয়ে চলো তুমি—তুমি যাবে যেখানে!—রাণু চেঁচাইয়া কহিল,

তোমার বাঁশী বাজাও, আমি যাই কূল ছেড়ে অকূলের দিকে। বীরু, তোমাকে যেতে দেবো না। কই, বা'র করো তোমার টিকিট। দাও আমার হাতে।

বীরু তাহার হাতে টিকেটখানা দিল।

রাণু কহিল, কেন যেতে চাও তুমি? ভালো লাগছে না আমাকে? আজ সব বলো, ফিরবো না আজ ঘরে, পথে পথে ঘুরবো তোমার সঙ্গে, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়বো। বলো বীরু, কেন যাবে?

বীরু কহিল, থাকবো কোথায়? কোথায় আমার আশ্রয়? জানো তুমি রাণু, কলঙ্কময় আমার জন্ম? সব শুনেছি, সব জেনেছি এতদিনে।

কী জেনেছ তুমি?

শুন্‌লে তুমি ঘৃণা করবে! তবু বলবো। যাঁকে মা ব'লে বাল্যকাল থেকে জানি তিনি আমার মা নন্। তবে আমার মা কে? কেমন ছিলেন তিনি? এবার আমি জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন আমার ধনী পিতার রক্ষিতা! চরিত্রহীন বাবা, কলঙ্কবতী মা!

তাহারা ষ্টেশনের বাহিরে আসিল। ওদিকে বম্বে মেল্ ছাড়িয়া গিয়াছে। বীরুর যাওয়া হইল না।

রাণু কহিল, তুমি কি তোমার জন্মের জন্য দায়ী?

ঘৃণা যে আসে রাণু, জীবন যে পঙ্কিল মনে হয়! তোমার কাছে আমার কী পরিচয়? কী ব'লে তুমি জানলে আমাকে?

প্রথম যেদিন তোমাকে পেলুম—রাণু বলিল, কী পরিচয় তুমি দিয়েছিলে? বংশমর্য্যাদার? উত্তর দাও, বীরু! সম্পত্তির মালিক তুমি? তুমি রাজার ছেলে? উত্তর দাও, বীরু! আমাদের আকর্ষণের বস্তু কোন্‌টা ছিল? কী দেখে মন ভুলেছিল? কোন্ খেলায় বন্দী করেছিলে? তুমি নির্ব্বোধ, তুমি বিশ্বাসঘাতক!—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বীরু কহিল, তোমাকে অপমান করব আমি আমার কাছে টেনে।

দূরে গেলে যে আরো অপমান! কী নিয়ে দাঁড়াবো সংসারে? তুমি গেলে রইল কী? সূর্য্যকে বাদ দিলে পৃথিবী যে অকর্ম্মণ্য! তোমাকে যেতে দেবো? যদি যাও তবে মাড়িয়ে যাও আমাকে, তোমার রথের তলায় আমি বুক পেতে দিই!—রাণু কাঁদিল।

বীরু কহিল, যাদের অবহেলা ক'রে এসেছি, তারা করবে ঘৃণা! জানিনে পিতৃপরিচয়, নেই রক্তের শুচিতা। রাণু, সব চেয়ে বড় মার খেলুম বাড়ীতে। মা আমার মা নয়!

রাণু তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

বীরু বলিতে লাগিল, আমার সকল গৌরব ঘুচে গেছে,

মিথ্যার প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। মা আমার মা নয়! ওই চোখ, ওই লাবণ্যভরা মুখ, ওই আমার সকল সুখ-দুঃখের আশ্রয়—যার কাছে পেলুম পরমায়ু, যে দিল অমৃত—ওই মা আমার মা নয়! মা নয়, তাই বোধ হয় আমার ওপর এত ক্ষমা, এত দয়া, এত স্নেহ? —বলিতে বলিতে সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। পুনরায় কহিল, অমৃতরূপিণী মা, ললাটে হিমালয়ের মহিমা, জ্যোতির্ম্ময় রূপ! স্বর্গের মতো আনন্দময়, জন্মভূমির মতো পবিত্র! কত অত্যাচার করেছি, কত পীড়ন করেছি—আজ সেই মাকে ছাড়তে হবে? কোনো অধিকার আমার নেই? স্নেহ মিথ্যে? ভালোবাসা মিথ্যে? মিথ্যে আমার জন্ম?

ওরে অকৃতজ্ঞ!—রাণু চীৎকার করিয়া উঠিল, তোমার চোখ নেই, তোমার হৃদয় নেই! যার কাছে এত ঋণ তার বুক ভেঙে দিতে চাও? ওরে বিশ্বাসঘাতক, কে করেছে তোমার প্রাণসঞ্চার, কা'র সেবা নিয়ে মানুষ হয়েছ? বীরু, তুমি অজ্ঞান, তুমি অর্ব্বাচীন! তোমার শিরায়-শিরায় স্বার্থপরতা! কা'র বাৎসল্যে তুমি সঞ্জীবিত? কা'র বুকের রক্ত খেয়ে পেলে জীবন? বড় ক'রে দেখতে শিখলে না কিছু? কেবল অধিকার আর স্বার্থের কথা? ছি ছি, কী লজ্জা তোমার! ওপরে নেই ভগবান, বিচার নেই তাঁর দরবারে? যে-লক্ষ্মী জোগালো অন্ন, যার সরোবরে

পেলে তৃষ্ণার জল, যার হৃদয়ের মধ্যে শিকড় নামিয়ে টান্‌লে প্রাণের রস, যার বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস, তাকে করবে অস্বীকার? তাকে বল্‌বে না—মা? কী নির্ব্বোধ তুমি? তোমার ভালো হবে না বীরু, আমাকে ছেড়ে চ'লে যাও বরং একদিন সহ্য হয়ে যাবে, কেঁদে কেঁদে একদিন হয়ত শান্ত হবো, কিন্তু মায়ের অভিমানের আগুনে তোমার ইহকাল পরকাল জ্ব'লে পুড়ে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো।—সে আবার কাঁদিল।

জন-জটলার ভিতর দিয়া তাহারা পার হইতেছিল। বীরুর একটা হাত রাণু নিজের হাতের ভিতর জড়াইয়া লইয়াছে। কিছুদূর আসিয়া রাণু একখানা ট্যাক্‌সি ডাকিল, দুইজনে তাহার ভিতরে উঠিয়া বসিল। মোটর ছুটিল।

বীরু কহিল, আমাকে ক্ষমা করো, রাণু।

রাণু হাসিয়া বীরুর ঘন চুলের গোছার ভিতরে হাত বুলাইল, কহিল, তখন বড্ড জোরে চুল টেনে ধরেছিলুম, খুব লেগেছিল? ওমা, তোমার জামাটাও ছিঁড়ে দিয়েছি, এই ছাখো।

বীরু কহিল, টিকিটখানা নষ্ট হোলো কিন্তু।

এখনো হয়নি। বলিয়া টিকিটখানা আঁচলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া কুটি কুটি ছিঁড়িয়া রাণু পথে ফেলিয়া দিল। কহিল, যাক্‌, ওর সঙ্গে তোমার পাগলামি দূর হোক। উঃ, আর পাঁচ

মিনিট আসতে দেরী হ'লেই···আমি কিন্তু ঠিক মরতুম রেলের লোহায় মাথা ঠুকে।

বীরু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পাঞ্জাবী জামার উপর হাত বুলাইয়া রাণু পুনরায় কহিল, এই তুমি, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার; যেন কতদূর গিয়েছিলে, নিরুদ্দেশ থেকে তুলে আনলুম। আঃ, আমি যে মেয়েমানুষ, আমরাই যে ছুটি তোমাদের পায়ের চিহ্ন ধ'রে। কী সুন্দর তুমি, বীরু? তোমাকে জয় ক'রে এনেছি, এনেছি ডাকাতি ক'রে। খুব গাল্ দিয়েছি তখন তোমাকে, না? তুমি অনেক বড় ব'লেই ত' তোমাকে মন্দ কথা বলতে বাধে না, বীরু!

ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোড দিয়া ডালহাউসী, তারপর কার্জ্জন পার্ক হইয়া চৌরঙ্গী। মোটরের ভিতরে বসিয়া বীরু কহিল, আজ অনেকক্ষণ থাকবো তোমার কাছে।

না।—রাণু বলিল, আগে তোমাকে পৌঁছে দেবো মায়ের কাছে। ছি ছি, খালি হাতে পালাচ্ছিলে দেশ ছেড়ে? দুর্দ্দান্ত তুমি। চলো তোমার মাকে সব বলিগে।

তুমি যাবে মা'র কাছে? না না, ধরো যদি—

চুপ, কথা ব'লো না। শুধু কি তোমার দুটি পায়েই আশ্রয় নিয়েছি, আর কিছু না? মনে করেছ আমি সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়ে, কেবল কাঁদবো, আর পায়ে এলিয়ে পড়বো তোমার! দুই

হাত দিয়ে বেঁধেছি তোমার দুই পা, আমার ব্যবস্থা মানতে হবে, আমার শিক্ষায় চল্‌তে হবে। বিয়ে করবো তোমাকে সব অবরোধ ভেঙে, সেই আমার পণ! তোমাকে ভিক্ষে ক'রে যদি না পাই, তবে লুঠ ক'রে নিয়ে পালাবো।

বীরু কথা বলিল না, কেবল তাহার কাঁধের উপর মাথা হেলাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

লান্সডাউন্‌ রোডের ধারে আসিয়া মোটর দাঁড়াইল। দুইজনে দুই দরজা দিয়া নামিয়া পড়িল। রাণু তাহার জামার ভিতর হইতে মণিব্যাগ বাহির করিল, দশটাকার নোট লইয়া ড্রাইভারের হাতে ভাড়া দিয়া গেটের ভিতরে ঢুকিল। পিছন দিকে আর তাকাইল না।

বীরু ইতস্ততঃ করিতেছিল, রাণু তাহাকে চোখের দৃষ্টিতে শাসন করিয়া তাহার হাত ধরিল, তারপর দুইজনে মিলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় নয়টা বাজে।

মাথার কাছে আলো জ্বালিয়া পদ্মাবতী একখানা বই লইয়া পড়িতেছিলেন। দুইজনকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি চোখের চশমা নামাইয়া উঠিয়া বসিলেন। বীরু মাথার উপর আলোটা জ্বালিয়া দিল। মায়ের সহিত তাহার সেই সহজ আলাপ আলোচনা বন্ধ হইয়া গেছে।

রাণু সোজা আসিয়া তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া পায়ের

উপর হাত রাখিল। পদ্মাবতী কহিলেন, কে মা তুমি?—বলিয়া তিনি বীরুর মুখের দিকে তাকাইলেন। বীরু মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

রাণু কহিল, আমার নাম রাণু, মা?

তুমিই রাণু?—বলিয়া পদ্মাবতী হাসিলেন। পুনরায় বলিলেন, আমি তোমাকে চিনি যে মা?

রাণু তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। বলিল, আমার কোনো পরিচয় নেই মা, আমি কেবল আপনার মেয়ে।

পদ্মাবতী কহিলেন, পরিচয় আছে বৈ কি। সেদিন দেখি, বীরুর টেবিলে একখানা বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়ছে, বইখানা বোধ হয় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস—বইখানা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলুম, তার মধ্যে তোমারই একখানা ছবি—ওকি বীরু, স'রে যাস কেন?

বীরু গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। রাণু সলজ্জ নতমস্তকে কহিল, মা, আপনার ছেলের কোনো জ্ঞান হয়নি। কোথায় যেন চ'লে যাচ্ছিল, আমি খবর পেয়ে ধ'রে আনলুম হাবড়া ষ্টেশন্ থেকে!

ওমা, সে কি? কোথায় যাচ্ছিলে বীরু?

বীরু কহিল, বম্বে।

বা রে ছেলে, এত দেশ বেড়িয়েও আশা মেটে না? যাবি ত আমাকেও নিয়ে চল্?—তারপর রাণুর দিকে ফিরিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন,—কদিন থেকেই ওর মনটা ছোঁক ছোঁক করছিল; পড়ায় মন নেই, কথা বলে না আমার সঙ্গে—সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য যে, আমার সঙ্গে আর ঝগড়া করে না। একদিন বললে কি, জানো মা?

রাণু ও পদ্মাবতী দুইজনেই হাসিতে লাগিলেন।

বীরু এইবার কাছে আসিল। মায়ের মাথার কাছে পিছন দিকে দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি বুঝি আমার টেব্‌ল্ হাতড়ে সব ত্যাখো?

পদ্মাবতী কহিলেন, শোনো কথা মা!

তুমি নিশ্চয় রাণুর চিঠিগুলোও দেখেছ?

পদ্মাবতী হাসিলেন। বলিলেন, এমন অজ্ঞান আমি দেখিনি।

রাণু লজ্জায় মাথা হেঁট করিল! বীরু কেবল অজ্ঞান নয়, প্রকাণ্ড বোকা! আড়ালে পাইলে বীরুকে সে কীল মারিয়া ঢিট্ করিবে। নিজের কথায় নিজেকে নির্ব্বোধের মত ধরাইয়া দিতেছে। রাণুর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। কিন্তু পদ্মাবতীকে দেখিয়া আজ যেন অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। সংসারে আসিয়া মা কেমন বস্তু তাহা সে

জানে নাই ; আজ পদ্মাবতীকে দেখিয়া তাহার সেই নিদ্রিত মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় যেন হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

বীরু কহিল, আমাকে ওই প্রেজেণ্ট্‌গুলো কে দিয়েছে তুমি মনে করো? তুমি বোধ হয় ভাবছ—

না বাবা, আমি কিছুই ভাবিনি।—বলিয়া পদ্মাবতী আবাব হাসিতে লাগিলেন।

বীরু একবার দুইজনের দিকে তাকাইল, তারপর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইবার সময় কহিল, কেবল আমাকে সন্দেহ করবে!

রাণু কহিল, আপনাকে গত বছরে নৈনীতালে দেখেছিলুম মা, কিন্তু কথা বলতে সাহস করিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।

পদ্মাবতী কহিলেন, কিন্তু আমি যে জানি মা, তখন থেকে বীরুর সঙ্গে তোমার আলাপ!

জানতেন আপনি!

পদ্মাবতী তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, আমি যে মা, তোমরা যে ছেলে মেয়ে! আমি সব দেখতে পাই।

রাণু তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, প্রেজেণ্ট্‌গুলো আমি বীরুকে দিয়েছি মা।

পদ্মাবতী হাসিয়া কহিলেন, আমি জানি!

জানেন আপনি!

হ্যাঁ মা। বীরুর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে কিছু? তোমার চিঠি, তোমার প্রেজেন্ট্, তোমার ছবি—সবগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে নিজেই সে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। সেগুলো যে আবার লুকিয়ে রাখা দরকার এ দায়িত্ব ওর নেই, ওর ঘুমটাই বড়। আমার চোখ পড়ে কি সাধে? আমিই আবার সেগুলোকে গুছিয়ে রাখি। ছেলে নিয়ে আমার বড় জ্বালা মা!—বলিয়া পদ্মাবতী হাসিলেন।

রাণু স্তম্ভিত লজ্জায় পাথরের মতো বসিয়া রহিল।

তোমাদের বাড়ী কোথায়, রাণু?

রাণু কহিল, পার্ক্ সার্কাসে। বাবা আছেন, মা মারা গেছেন। তখন আমার বয়স মাত্র এগারো দিন।

তুমি কি পড়ো?

এম-এ পড়ি ইকনমিক্সে।

পদ্মাবতী কহিলেন, বীরুরও এম-এ পাশ করবার কথা, কিন্তু দুরন্ত ছেলে কিনা, পড়ায় মন বসাতে পারেনি। তবে ও বাইরের বই পড়ে খুব। রাণু, তোমার চেহারাটি ফটোর সঙ্গে মেলে না, তার চেয়ে তুমি অনেক সুন্দর।

আমি ত আপনারই মেয়ে। বলিয়া হাসিয়া পদ্মাবতীর আঁচল লইয়া সে নিজের মুখ ঢাকিল।

পদ্মাবতী হাসিমুখে কেবল বলিলেন, পোড়া চেহারা বুড়ো হয়েও লজ্জা দিচ্ছে!

খানিকক্ষণ পরে রাণু কহিল, আপনার কাছে কেন এসেছি বলুন ত মা? কেন এসেছি এত রাতে?

পদ্মাবতী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, কই, তা ত জানিনে মা?

রাণু কহিল, প্রাণের দায়ে এসেছি, আপনি মা হয়ে বুঝতে পারবেন। আপনার পায়ে আশ্রয় চাই। আমাকে পায়ে ঠেলবেন না।

পদ্মাবতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন, আমি যা ভাবছি সে কি তবে সত্যি, রাণু?

রাণু তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, সেই সত্যি মা, সেই সত্যি। আমার আর কেউ নেই।

বাহিরে হেমন্তরাত্রির দিকে মুখ ফিরাইয়া পদ্মাবতী নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। চুলের রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া রাণু তাঁহার কোলের ভিতরে পড়িয়া রহিল—কথা না লইয়া সে আর মুখ তুলিবে না। এক সময় পদ্মাবতী তাহার মাথার উপর হাত বুলাইয়া কহিলেন, বীরুর সব ভার তুমি নিতে পারবে, রাণু?

রাণু কহিল, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। তার ভালো-মন্দ,

সুখ-দুঃখ, সকল ভার আমি মাথায় বয়ে বেড়াবো, নৈলে আমার জন্ম মিথ্যে, ভালোবাসা মিথ্যে।

পদ্মাবতী কহিলেন, কিন্তু এর মধ্যে যে বীরুর জন্ম-পরিচয়ের একটা কথা থেকে যায়, রাণু!

রাণু কহিল, সে কথা আমি জানি, মা।

জানো তুমি!—পদ্মাবতী বিস্মিত হইলেন।

সব জানি, বীরুও সব জেনেছে। কিন্তু সেকথা আপনাকে কোনোদিন প্রকাশ করতে দেবো না, মা।

ওঃ তাইজন্যেই বোধ হয় এ-কদিন—বলিয়া পদ্মাবতী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রাণু উঠিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। কহিল, যে অসীম স্বার্থত্যাগ আপনি জীবনে করেছেন, সেই আমাদের দু-জনের সকলের বড় গৌরব। তার চেয়েও বড় গৌরব বীরুর, সে আপনাকে মা ব'লে জেনেছে।

পদ্মাবতী নিজের গলার হার খুলিয়া রাণুর গলায় পরাইয়া দিলেন। দুই হাতে রাণুর মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন, যাও, বীরুকে ডেকে নিয়ে এসো ও-ঘর থেকে, আজ দুজনে তোমরা এক সঙ্গে ব'সে খাবে।

রাণু হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল।

পদ্মাবতীর চোখের কোলে দেখিতে দেখিতে বড় বড় অশ্রুর

ফোঁটা জমিয়া উঠিল। এ অশ্রু ছিল যেন কোন্ বিস্মৃতিলোকে। হয়ত এ অশ্রু বর্ত্তমান ঘটনার উচ্ছ্বসিত আনন্দের, কিংবা দূর অতীতকালের কোনো নিগূঢ় বেদনার—কিন্তু তাহা কে বলিতে পারে!

এঘরে আসিয়া রাণু দেখিল, বীরু পিছন ফিরিয়া চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। রাণু আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, ওহে শ্রীমান্, আজ থেকে আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী!

বীরু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ওই কথা বলেই ত' মেয়েরা ঘরে সিঁধ কাটে! মা কী বল্লে?

রাণু তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, চুপি চুপি বলিল, বললেন, মুখ পুড়লো তোমার মুখপোড়াকে স্বামী ক'রে।

বীরু তাহাকে দুই হাত দিয়া হুস করিয়া তুলিয়া ধরিল, বলিল, 'প্রিয়াবে আমার পেয়েছি এবার ভরেছে কোল, দে দোল দোল্, দে দোল দোল্!'

পাঁচ

পার্ক্ সার্কাসের বাড়ীতে আজ সকাল হইতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। উৎসব সজ্জার আয়োজন। গেট্-এ বড় একটা আলো টাঙানো। মালী টেনিস্-লন্ পরিষ্কার করিয়াছে, আয়াপানির বেড়া ছাঁটিয়াছে। ফুল গাছ হইতে কেহ একটিও ফুল তোলে নাই—গোলাপ, কুন্দকলি, জবা, এ-ছাড়াও নানা বিলেতী ফুল থরে থরে ফুটিয়া রহিয়াছে। মালী বাগানে জল দিতেছিল।

পশ্চিম দিকের দরজায় আমপাতা ও শোলার অলঙ্কার টাঙানো। হঠাৎ হিন্দুয়ানীটাও পথ ভুলিয়া এ বাড়ীতে দেখা দিয়াছে—দরজার দুইধারে সিন্দূর মাখানো দুইটা মঙ্গলঘট। তাহাতে 'মাঙ্গলিকী'র আগ্রহ প্রকাশ না পাক্—প্রাচ্য-সংস্কৃতির বিলাসটাই বড়।

সাজসজ্জার ঢঙ্টা পুরাপুরি দেশী নয়। ভিতরে উঠিবার পথ হইতে পার্শিয়ান কার্পেট সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরতলায় বড় হল্ পর্য্যন্ত গিয়াছে, অতিথি অভ্যাগতগণ তাহার উপর দিয়া আসিবেন। স্মিথ ও ল্যাজারসের ওখান হইতে ভাড়া করিয়া গৃহসজ্জা আসিয়াছে ; দীর্ঘ অথচ কৃশকায় টেব্ল্, ডিনার-চেয়ার, কাঁচের বাসন, ফুলদানি, তোয়ালে, টেব্ল্ক্লথ, দালানের দুই

দিকে ঝুলাইবার জন্য কতকগুলি বিদেশী নারী ও কুকুরের চিত্র, আর্ট্‌পেন্টিং, ছোট ছোট ব্রোন্‌জ্‌ ও পাথরের মূর্ত্তি, পিতলের ফ্লাওয়ার টাব্‌—কি নয় ? আজিকার উৎসবের আড়ম্বরটা কিছু বেশী। বাড়ীর চাকর, দারোয়ান, কুক্‌ সবাই পরিশ্রম করিতেছে, তাহার উপর আবার ইম্পিরীয়ল্‌ রেস্তঁরার 'বয়'গুলিকেও পাওয়া যাইবে।

সকালবেলা লাহিড়ী সুশান্তকেও টেলিফোন করিয়া আনাইয়াছেন। সুশান্ত সকলের কাজের তদ্বির করিতেছিল। সে এখন আর বাহিরের লোক নয়, লাহিড়ী তাহার পরামর্শ লইয়া এখন সমস্ত কাজ করেন। সুশান্তর মুখে হাসি মাখানো।

আচ্ছা, সুশান্ত ?

আজ্ঞে ?

তোমার কি মনে হয় বিবাহের মধ্যে খুব একটা মাদকতা আছে ?

আছে বৈকি,—সুশান্ত বলিল, বেশ কিছু শিক্ষাও আছে।

লাহিড়ী কহিলেন, শিক্ষাটা কি রকম ?

সুশান্ত কহিল, শিক্ষাটা এই যে এটা নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। এর মধ্যে সত্যিকার নীতি আছে, শ্রী আছে।

লাহিড়ী একটা ড্রেসিং গাউন পরিয়া দোতালার দালানে পায়চারি করিতেছিলেন, একবার থামিয়া সুশান্তর দিকে চোখ

মেলিয়া তাকাইলেন। বলিলেন, তোমার কথাটা বুঝতে পারলুম না সুশান্ত।

সুশান্ত কহিল, আমি বলতে চাই, এই আয়োজনের পিছনে যে বস্তু রয়েছে সেটা অন্তরের। হৃদয়ের চেহারাই বড়। পরস্পরকে গ্রহণ করার মধ্যে থাকবে গভীর আন্তরিকতা। উৎসবটা সামান্য।

নীতি বল্‌ছ কোন্‌টাকে ?

সত্যের ওপরে যার ভিত্তি। যেখানে ফাঁকি নেই।

লাহিড়ী খুশি হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও সেই কথা বলতে চাই। রাণুর মধ্যে আছে সেই তেজ, সেই শক্তি, সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমার মেয়ে ছুটে আসছে, তাকে সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, শক্তি আহরণ করেছে সে। যাকে সে গ্রহণ করবে তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায়নি, দৈবক্রমে হাতে এসেও পড়েনি,—তার জন্য রাণুকে সাধনা করতে হয়েছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে। তুমিও তাই সুশান্ত, তোমাকেও এসে দাঁড়াতে হয়েছে বাধা-বিপত্তি ঠেলে। তোমাদের এই মিলন সার্থক হোক।

সুশান্ত লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল।

লাহিড়ী বলিতে লাগিলেন, আমার জীবনে অনেক স্খলন-পতন জমা আছে, নিজেকে নিয়ে অনেক খেলাই খেলেছি, কিন্তু

আজ আমি নিজের শিক্ষা-দীক্ষার অর্থ খুঁজে পেলুম। তোমাদের দুজনের হাত মিলিয়ে দেবো, কারণ তোমরা পরস্পরের যোগ্য। শিক্ষায় আর সংস্কৃতিতে তোমরা দুজনেই সমান, পরিচয়ে বংশমর্য্যাদায় আভিজাত্যে তোমরা কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়, রূপে গুণে স্বাস্থ্যে শ্রীতে তোমরা যুব-সমাজের আদর্শ,—সেইজন্য আমার সকলের বড় আনন্দ, যে আমার সকল চেষ্টা সার্থক হয়েছে। নিজের পিতৃত্ব নিয়ে আমি আনন্দ করব, কন্যার প্রতি পিতার যে কল্যাণ-বোধ—তার মধ্যে আমার কোথাও ত্রুটি নেই। কিন্তু একটা কথা তোমাকে এই শুভদিনে জিজ্ঞাসা করব, সুশান্ত।

সুশান্ত কহিল, বলুন ?

তুমি কি রাণুকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছ ?

কেন পারব না, মিষ্টার লাহিড়ী ?

লাহিড়ী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, বলবার দোষে আমাকে যেন ভুল বুঝো না, তোমাদের দুজনের গভীর সম্পর্ক আমি বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছি, সেখানে আমার ভুল হয়নি! আমি কেবল জানতে চাই, আমি ত তোমাদের ওপর কোনো জোর জবরদস্তি করছিনে ? সুশান্ত, আমার কাজ তোমাদের দুজনকে সাহায্য করা, কর্ত্তৃত্ব করা নয়।

সুশান্ত মুখ তুলিয়া কহিল, আপনার পয়েন্ট্ ধরতে পারছিনে।

লাহিড়ী হাসিয়া কহিলেন, এইজন্যেই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে, সুশান্ত। তুমি সরল, তুমি ভদ্র। হ্যাঁ জানি, তুমি বলতে চাওনা! কেমন ক'রে বলবে—এ যে সমস্ত কথার অতীত, সমস্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের বাইরে। কেমন ক'রে তুমি তার পরিচয় দেবে? এর নামই ত ভালোবাসা! এই নিয়েই কাব্য, এই নিয়েই সাহিত্য। শাস্ত্র বলো, ধর্ম্ম বলো, শিক্ষা বলো,—সকলের বড়ো তোমাদের মিলন-প্রয়াসী হৃদয়ের এই ঐশ্বর্য্য। আমি সামান্য মানুষ, তাই মনে জাগে নানা প্রশ্ন; আমি পিতা, তাই মনে জাগে ঔৎসুক্য আর উদ্বেগ। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের ভালো হোক, তোমাদের জয় হোক।

সুশান্ত মহা উৎসাহে হল সাজাইতে লাগিল।

লাহিড়ী পায়চারি করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন, তবু আজ এই এন্‌গেজমেণ্টের দিনেও তোমাকে একবার তিরস্কার করব, সুশান্ত। যে অধিকার তুমি পেয়েছ সেই অধিকার শক্তির সঙ্গে তুমি বুঝে নিতে পারছ না। তোমার সৌজন্যের ভিতর দিয়ে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করবে কেন? তুমি জানো অনেকেই তোমার নিঃশব্দ প্রশ্রয়ের পথ দিয়ে এসে যথেচ্ছাচার ক'রে চলেছে—তুমি তোমার পৌরুষকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাও, সেইটেই হবে তোমার পরম গৌরব।

সুশান্ত বলিল, কা'র কথা বলছেন?

কা'র কথা ? ধরো বলছি সেই ছোক্‌রার কথা, সেই কি যেন তার নাম ভুলে যাচ্ছি—

বীরুর কথা বলছেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ছোক্‌রা—আমিও তাকে স্নেহ করি, আমার বিবেচনার পথ তাব জন্যও খোলা, কিন্তু তাই ব'লে তার অন্যায়কে মেনে নেবো কেন ? কেন অন্ধ হবে আমার স্নেহ ! পথের মানুষ ঘরে এসে যদি বসে তাকে সহ্য করতে পারি কিন্তু তাই ব'লে অজ্ঞাতকুলশীল যে, তাকে অন্দর মহলে স্থান দেবো কেন ? এর নাম অজ্ঞান, এরই নাম দূরদর্শিতার অভাব। আজ তোমাকেই শক্ত হ'তে হবে, তোমাকেই দেখিয়ে দিতে হবে সেই ছোক্‌রাব গতিবিধির সীমা, তুমিই শাসন ক'রে দেবে তোমার ভাবী পত্নীকে। সুশান্ত, জীবনে নীতি মেনে চলতেই হয়, কোনো একটা নীতি,—নৈলে শান্তি নেই, আদর্শ নেই, পথ নেই।

আমি কি বীরুকে ডেকে ধমক দেবো, আপনি বলেন ?—সুশান্ত সোজা লাহিড়ীর দিকে চোখ মেলিয়া প্রশ্ন করিল।

অবশ্য ! তাই ত বলি। শুধু ধমক নয়, শাসন ক'রে দেবে। আজ হয়ত সে ছোক্‌রা আসবে,—আসতে অবশ্য তাকে অনুরোধ আমি করিনি, তবু সে আসবে, কারণ সে অর্ব্বাচীন, নির্ব্বোধ।—হঠাৎ হাসিয়া রোহিণীবাবু বলিলেন, গরীবের ছেলে,

হয়ত এক প্লেট্ আহারের লোভও সে সামলাতে পারবে না, কারণ সকলের আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞান সমান নয়! যদি আসে তুমিই তাকে ডেকে ধমকে দেবে, আমার সম্পূর্ণ সম্মতি রইলো। ওই যে, রাণু এলো এতক্ষণে—

কন্যার আসিবার অপেক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় দালানের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশ মিনিট হইয়া গেলেও রাণু আসিল না। আজ সকাল হইতেই কি যেন কারণে লাহিড়ীর মনটা জ্বালা করিতেছে; যেন তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি এক অজানা গভীর আশঙ্কায় টলমল করিতেছিল।

রামশরণ আসিয়া খবর দিল, টেলিফোনে ডাক্‌ছে।

লাহিড়ী গিয়া ফোন্ ধরিলেন। বলিলেন, হ্যালো? ওঃ তুমি? গ্লোরিয়াস্!—তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, কাল যে আনন্দ তুমি দিয়েছ, সমস্ত রাত আমি সুখস্বপ্নের মধ্যে ছিলুম। না না, কবিত্ব নয়, সত্যি কথা।

তারের ভিতর দিয়া মণিপ্রভার সুন্দরকণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, আজকের আয়োজন কতদূর?

চল্‌ছে বৈকি, এসে একবার দেখে যেতে পারতে। কি বলেছিলুম তোমাকে? হ্যাঁ, অসাধ্য সাধন করতে পারি! সকাল থেকেই উৎসব। সুশান্ত এসেছে। সাজসজ্জা চল্‌ছে। কী বল্‌ছ? হ্যাঁ, বিরাট আয়োজন। বিয়ের দিনে আরো

ঘটা করব, আমার একটি মাত্র মেয়ে! এই যে, রাণু এলো এইমাত্র। জানিনে সকাল বেলা উঠে কোথায় গিয়েছিল! সে কি, কী বল্‌ছ?—বলিতে বলিতে রোহিণীবাবুর মুখ কঠিন ও কর্কশ হইয়া উঠিল।

হ্যালো!

হ্যাঁ, কী বল্‌ছ? না, এমন যদি হয়, আমাকে উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে। না না, ক্ষমা করতে আমি পারব না। অটোক্রাট্? তা হ'তে পারি; তবু চিরকাল যে-সত্যের অনুসরণ ক'রে এসেছি, আজো তাকেই মেনে চলবো। কী বল্‌ছ?—একে তুমি স্বেচ্ছাচার বলো? কোন্ পাত্র ভালো এর চেয়ে? ধনে, বিদ্যায়, পরিচয়ে—তুমি এখনো বুঝতে পারোনি।—লাহিড়ী চুপি চুপি বলিলেন, কাল দুপুরে সুশান্ত কোর্ট্ থেকে ফিরে এখানে এসেছিল—হ্যাঁ গো, চার পাঁচ ঘণ্টা একা ছিল দুজনে! হ্যাঁ, দেখেছি দুজনকে! কি জানি, তবু ভূত ছাড়েনি। কে গিয়েছিল? তাই নাকি! তুমি কিন্তু ছোঁড়াটাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছ, মণিপ্রভা। বলেছে আজ আসবে? না না, কোনোরূপ দুর্ব্যবহার আমি করব না, তুমি যখন বল্‌ছ। বাই দি বাই,—যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসে, নৈলে ঢুকতে দেবো না বলছি।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

বলিতে বলিতে লাহিড়ী হাসিয়া উঠিলেন।

হ্যালো! তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে এই সকালেই। কী প'রে আছ! চা খাওয়া হয়েছে? হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ!— লাহিড়ী হাসিমুখে বলিলেন, সত্যি দেখতে সাধ যাচ্ছে। কালকের কাজল আজো আছে চোখে? বিশ্বাস করো, সত্যি, কবে আসবে আমাদের দেশে টেলিভিশ্যন্! যখন খুশি দেখ্‌ব। না, না, আর একটু থাকো। কে আছে এখন তোমার ওখানে? কে, ব্যানার্জ্জি?—লাহিড়ী আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, মণিপ্রভা, শেষ বয়সে আর ঈর্ষ্যা উদ্রেক করো না। না গো না, প্রতিদ্বন্দ্বী আমার কেউ নেই। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি পাগল! কখন আসছ? ঠিক সাতটা, কেমন? হ্যাঁ, খুব সিলেক্‌টেড্ গ্যাদারিং! ওই ধরো আমার ব্যারিষ্টার বন্ধুরা, গুপ্ত সায়েব, মণিপুরের কুমার, অনারেবল চাটার্জ্জি, তোমার দাদা সুরঞ্জন, আমাদের দেবেন চৌধুরী, তারপর ধরো এদিকে ও-বাড়ীর রায় সাহেব, জষ্টিস সিন্‌হা, তারপর মেয়েরা,—জন পঁচিশ! কে? হ্যাঁ, সবাই সস্ত্রীক আসবে! তুমি একটু আগে এসো লক্ষ্মীটি— হ্যাঁ, ঠিক সাতটা! আচ্ছা, চিয়ারো!

লাহিড়ী টেলিফোন ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখখানা আবার কঠিন হইয়া উঠিল। যে সংবাদ তিনি মণিপ্রভার মারফৎ পাইলেন, তাহাতে আর তাঁহার ধৈর্য্য বাধা মানিতেছে না। পিতা হওয়া কি তাঁহার অপরাধ? সন্তান

কি এমনি করিয়াই যথেচ্ছাচার করিয়া চলিবে ? একথা কে না জানে যে, স্ত্রীলোকের প্রশ্রয় না পাইলে পুরুষ কখনো অসংযত হয় না ? কেবল কি বীরুরই দোষ ? কেবল কি পুরুষেরই অপরাধ ? সুশান্ত বলিবে কি ? তিনি পিতা, কন্যা কি তাঁহার কপালে নিয়তই এমনি করিয়া কলঙ্ক মাখাইয়া চলিবে ? সুশান্তর সৌজন্যের সুযোগ লইয়া কি এমনি করিয়াই গোপন দুরভিসন্ধি চলিতে থাকিবে ?

কিন্তু তিনি আইনজ্ঞ। ধৈর্য্য রক্ষা তাঁহাকে করিতেই হইবে। বিবাহের প্রতিশ্রুতিটা প্রচার করিবার আগে পর্য্যন্ত তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবেন। তাঁহার সম্মান আছে, সুনাম আছে। সাতদিনের বেশি সময় তিনি দিবেন না; তাঁহার টাকা জোগাড় আছে, জুয়েলারির দোকানে তিনি অর্ডার পাঠাইয়াছেন। দান-সামগ্রী প্রস্তুত। কাপড়-চোপড় কিনিতে একদিনের বেশী সময় লাগিবে না। সুশান্ত তাহার বাড়ীতে ব্যবস্থা করিবে বলিয়াছে, তাহার আত্মীয়-পরিজনগণ শীঘ্রই বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবেন। সুশান্তর বাবা খবর পাইয়াছেন। এদিকে রাণুর মামার বাড়ী খবর গিয়াছে, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও যথাসময়ে উপস্থিত হইবে। যদিচ, একটা কথা, নিজের পরিবারে রোহিণীবাবু বিশেষ জনপ্রিয় নন্। অবশ্য এটা তাঁহার দুর্ভাগ্য—কিন্তু তিনি কাহারও পরোয়া করেন না।

সুশান্ত আসিয়া কহিল, এবার আমি যাই, এদিকের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সে কি! লাহিড়ী কহিলেন, রাণুর সঙ্গে দেখা না করেই—

সুশান্ত কহিল, থাক্ এখন, ওবেলা দেখা ত হবেই।

লাহিড়ীর মুখখানা দেখিতে দেখিতে অপমানে কালো হইয়া উঠিল, এবং সুশান্ত সেই মুহূর্ত্তে কটাক্ষে তাঁহার দিকে তাকাইল, দুই ঠোঁটের মধ্যে হাসি লুকাইল, তারপর মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল। লাহিড়ী আর তাহাকে ডাকিলেন না।

রাগে তিনি গস গস করিতেছিলেন। দালান পার হইয়া রাণুর ঘরের দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্ক্রীনের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, এদিকে পিছন ফিরিয়া টেব্‌লে বসিয়া সে কি যেন লিখিতেছে।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তিনি কহিলেন, এটা কি ভালো হোলো মা?

রাণু মুখ ফিরাইল, কহিল, কোন্‌টা বাবা?

এই যে তুমি দেখা করলে না, সুশান্ত চ'লে গেল? এটা তোমার মনে থাকেনা রাণু যে, তার অপমান সহ্য করার কথা নয়!

রাণু কলমটা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। লাহিড়ী বলিলেন, তোমার রাজকার্য্য, দেখা দিলে কী ক্ষতি হোতো?

রাণু কহিল, আমার ক্ষতির কথা কি আপনি বুঝতে চান্ বাবা? আপনি কি একথা বুঝতে চান্ যে, আমি মানুষের হাতের খেয়ালের খেল্না নই? আপনি কি একথা বুঝতে চান্ যে, আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে?

লাহিড়ী একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, নিজস্ব মতামত! তোমার নিজস্ব মতামতটা কতদূর গড়িয়ে এসেছে তুমি কি সে কথা এখনো বুঝতে পারোনি?

বুঝতে পারছিনে আপনার কথাটা।

কেমন ক'রে বুঝবে? বিবেচনার পথটা তুমি বন্ধ ক'রে দিয়েছ যে?

রাণু কহিল, আপনি দেননি? আপনার নিজের জীবনধারার মধ্যে কতখানি সদ্বিবেচনার পরিচয় আছে?

লাহিড়ী কহিলেন, কোন্ দিকে তুমি ইঙ্গিত করছ? রাণু, মনে রেখো তোমার অধিকার কতটুকু!

রাণু কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

লাহিড়ী বলিলেন, সকালবেলা উঠেই তুমি গেলে বেরিয়ে। কোথায় গেলে তুমিই জানো। আমি ফোন্ ক'রে আনালুম স্থশান্তকে, বেচারা এসে এতক্ষণ পরিশ্রম ক'রে গেল! তাকে সাহায্য করা কি তোমার কাজ নয়?

রাণু কহিল, না, আমার কাজ নয়।

তার একার কাজ তবে?

তার একারই কাজ। আমি সাহায্য করতে যাবো কিসের জন্য বাবা? কেন আমার এমন বিড়ম্বনা?

মুখ বিকৃত করিয়া লাহিড়ী বলিলেন, বিড়ম্বনাটা তবে কি সুশান্তরই? তুমি জানো পদে পদে আমি অপদস্থ হই তোমার জন্যে? তুমি জানো কপাল আমার কলঙ্কে কালো হয়ে উঠেছে?

রাণু কহিল, সেও বোধ হয় আমার জন্যে?

হ্যাঁ, তোমারই জন্যে। লজ্জা রাখবার আর আমার ঠাঁই নেই। তোমার যথেচ্ছ আচার, যথেচ্ছ আনাগোনা, যথেচ্ছ চালচলন। উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা বলেনা, রাণু!

সে আমি জানি বাবা।

তুমি জানো, তোমার বর্ত্তমান রীতিপদ্ধতি সুশান্তর প্রিয় নয়?

আমার সবই তাঁর প্রিয় হবে একথা আপনি ভাবেন কেন?

লাহিড়ী বলিলেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এখন থেকে তার মত, তার রুচি, তার আদর্শই তোমাকে মেনে চল্‌তে হবে। আজ সকালে তুমি কোথায় গিয়েছিলে সে কথা আমি জান্‌তে পারিনি বটে কিন্তু সুশান্ত আন্দাজ করেছে ব'লে আমার বিশ্বাস। তুমি জানো, পুরুষের মন কোথায় আঘাত পায়?

রাণু বলিল, থাক্, আঘাতের কথা বলবেন না। মেয়ে-

মানুষেরও একটা মন আছে, একটা সত্তা আছে। আঘাত কি কেবল তারাই পায়, আমরা কি পাথরে গড়া ? আপনি প্রতিদিন ধ'রে আমার মনে যে বিষম আঘাত ক'রে চলেছেন তার কি কোনো ইতিহাস নেই ?

আমি যা করছি এ কি তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য নয় ?

অনেক কথা আপনি জান্‌তে চান্। আপনার মেয়ে আমি, নিজের স্বার্থ আমি ভালোই বুঝতে পারি। কল্যাণের আদর্শ কি আপনার সঙ্গে আমার মিল্‌বে ? মিল্‌বে না। কোনোদিন মেলেনি। জানিনে আপনি কোথায় নিয়ে চলেছেন আমাকে। রাণু বলিতে লাগিল, যা বল্‌ছি এ আপনারই দেওয়া শিক্ষায়, যদি অপরাধ হয় তবে আপনারই শিক্ষা দেওয়ার দোষে। তবু এ আর আমার ভালো লাগছেনা বাবা, আমাকে আপনি মুক্তি দিন্।

লাহিড়ী বলিলেন, তোমার কথার মানে কি ?

রাণু বলিল, মানে এই, প্রবল বিতৃষ্ণা এসেছে আমার, আমি আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। কেমন যেন অদ্ভুত দারিদ্র্যের মধ্যে আমি চলেছি। আপনি জানেন আমি কী নিঃসহায় ? জানেন কি যে, কোথাও আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই ? আপনি জানেন সমস্ত দিক থেকে আপনি আমাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে আনছেন ? না, এ চলবে না, আমি মুক্তি চাইবো, আমি পথ খুঁজবো।

লাহিড়ী চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, এসব মন্ত্র তোমার কানে দিলে কে আমি শুন্‌তে চাই।

আপনি দিয়েছেন, আপনার জীবন থেকে আমি পেয়েছি চরম শিক্ষা!—রাণু বলিল, আপনি ছাড়া আমাকে আর কে দেবে? এই দেহ, এই প্রাণ, এই শিক্ষা—সমস্ত পেয়েছি আপনার কাছে, আপনি জন্মদাতা। কেন এমন বিতৃষ্ণা বলতে পারব না, কিন্তু এই জীবনে আর আমার আনন্দ নেই, আমি এই সুখের খাঁচাকে ভেঙে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে চাই। এর চারিদিকে কেবল রঙ, কেবল নেশা, কেবল মত্ততা; আমি যেদিকেই চেয়ে দেখি প্রাণকে যেন কেবলই পিষে মারছে! আপনি কি দিয়ে আমাকে সুখী করবেন? ওতে আমার লোভ নেই।

লাহিড়ী কহিলেন, তুমি সকালবেলা কোথায় গিয়েছিলে?

রাণু বলিল, গিয়েছিলুম আপনার এই চোখ ঝল্‌সানো চাক-চিক্য থেকে দূরে ময়দানে! যেখানকার স্নিগ্ধ রঙে চোখের তৃপ্তি হয়। আমার মন কেবলই বিশ্রাম চাইছে; এই অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্য থেকে কেবলই দূরে স'রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এই কি বাঁচার পথ, এই কি আনন্দের চেহারা? এর নাম কি সুখশান্তি?

লাহিড়ী কহিলেন, আমার চোখের আড়ালে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে তোমাদের।

ভুল করছেন আপনি। আপনার সমস্ত আড়ম্বর দিয়ে আপনিই বরং আমাকে একটা অদ্ভুত জালে জড়িয়ে ফেলছেন। আপনার এই ঐশ্বর্য্যের বোঝা বইব আমি? কী অপরাধ করেছি? আপনি ভোগের সমুদ্রে আমাকে ঠেলে ফেলে দেবেন আর আমি হাবুডুবু খাবো? এই কি হবে বিচার?

লাহিড়ী বলিলেন, তুমি যদি আমার কিছু গ্রহণ না করো, তোমার ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেবো না। বেশ, এ আলোচনা পরেও হ'তে পারবে। আজকের কাজ হয়ে যাক্, বিয়েটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হোক, বোঝাপড়া করতে কিছুই সময় লাগবে না।—বলিয়া তখনকার মতো তিনি উঠিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলিবেন, সে হাসি কুটিল। তাহার অর্থটা এই, সম্পত্তি লইবার মানুষের কি অভাব? অর্থাৎ মণি-প্রভার সিঁথিতে সিন্দূর পরাইতে পারিলে ঐশ্বর্য্য ভোগের যথেষ্ট মানুষ মিলিবে।

রাণু ফোন্ ধরিল।—হ্যালো, পার্ক টু-ডাব্‌ল্ ও ফোর্। কে আপনি? সুশান্ত বাবু আছেন? একবার তাঁকে ডেকে দেবেন দয়া ক'রে?

—হ্যালো। সুশান্তদা? আমি রাণু। গুড্ মর্ণিং স্যর। ধন্য তুমি, বাবারে, কী রাগ তোমার!

এমন সময় লাহিড়ী গোপনে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইলেন। রাণু টেলিফোনে কথা বলিয়া যাইতেছিল, তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

—কী বল্‌ছ? যাও, ঠাট্টা ক'রো না। আমার জন্মে উৎসব? না হে মশাই, তোমার জন্মে। তুমি ত আসবে ময়ূর-পঙ্খী রথে, আজ তোমার অনেক দাম। আমি? হ্যাঁ, খুব সাজবো আজ। স্বয়ম্বর-সভা হবে ত? দেখি, কার গলায় মালা দিয়ে বসি! ঠিক সাতটায় আসছো ত? নৈলে একেবারে অন্ধকার দেখবো কিন্তু।

লাহিড়ীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

হ্যালো। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। মিসেস বাসু? ওঃ নিশ্চয়ই আসবেন, তিনি নৈলে বাবার উৎসাহ নিবে যাবে যে! হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ঠিক। টোপর? হাঃ হাঃ হাঃ। হ্যাঁ, আমিও নেবো সিঁথিমৌর। বাবারে, তুমি এতও জানো?—কী বল্‌ছ? ঘটা, না ঘনঘটা? হাঃ হাঃ হাঃ। যাক্ গে, রাগ করোনি ত? আজ তোমার পাশে বস্‌বো আমি! তা হোক, যে যা বলে বলুক। ছুপুরে একটা flying visit দেবে নাকি? একেবারেই আসবে? আচ্ছা, সেই ভালো। যা বলেছি মনে আছে? কই, কী দেবে আমাকে বললে না ত? প্লাটিনাম্ ব্রেসলেট? এনেছ এর মধ্যে? ছি, ছি, অন্যায় খরচ করেছ! আচ্ছা ঠিক সময়ে

এসো কিন্তু, তোমার পথ চেয়ে থাকবো।—রাণু ফোন্ ছাড়িয়া দিল।

লাহিড়ী দ্রুতপদে তখন হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, রাণু পিছন দিক হইতে পিতার চৌর্য্যবৃত্তির প্রতি স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। লজ্জায় তাহার নিজেরই মাথা কাটা গেল।

সেদিনটা বোধ করি অমাবস্যার কাছাকাছি, প্রথম রাত্রির দিকটা অন্ধকার। বিকালের দিক হইতে বেশ শীত পড়িয়াছে। আকাশ পরিচ্ছন্ন। আজ বাতাস আছে, কুয়াসা জমিতে পায় নাই। দেখিতে দেখিতে তারকার দল দপ দপ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। রাজপথে আলো জ্বলিয়াছে, পার্ক্ সার্কাসের পার্কে লোকজন ইহারই মধ্যে সান্ধ্য ভ্রমণ সারিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এদিকে জনপ্রবাহ সাধারণতই কম।

লাহিড়ীর বাড়ীতেও আলো জ্বলিয়াছে। কিন্তু সে-আলো অত্যুগ্র, তাহার দীপ্তির অপেক্ষা আত্মপ্রচার অনেক বড়। পথের বহুদূর পর্য্যন্ত রশ্মিপ্রসারিত করিয়া সেই প্রদীপগুলি যেন চীৎকার করিতে করিতে আজিকার বিলোল উৎসব ঘোষণা করিতেছে। একটা নয়, দুইটা নয়,—অগণ্য অসংখ্য। উহারা যেন আজিকার

অমানিশাঁর অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিয়া প্রহরীর মতো পাহারা দিতেছে।

পথিক জন দূর হইতে দেখিতে পায় সেই আলোর প্লাবনের ভিতরে আসিয়া একখানি করিয়া মোটর থামে, গৃহস্বামীর তরফ হইতে দুইজন চাপরাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দুই পাশে সরিয়া দাঁড়ায়, ভিতর হইতে স্ত্রীপুরুষে নামিয়া পড়ে,—আবার মোটরখানা গিয়া পথের অপর পার্শ্বে সারবন্দীর মধ্যে গিয়া থামে। এমনি একটির পর একটি।

তারপরেও দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়। অত্যুগ্র বিদ্যুজ্জ্বালায় কেবল দেখা যায় তরুণীর রেশমের শাড়ী ধারালো তরবারির ফলকের মতো ঝলসিয়া উঠিতেছে; রূপের চেয়ে ঔজ্জ্বল্যটাই বড়, সৌন্দর্য্যের চেয়ে চাকচিক্য। টুক্‌রা কথা, তুচ্ছ রসিকতা আর চাপা হাসির সহিত অলঙ্কারের কিঙ্কিণী ফুট্‌পাথ পার হইয়া হয়ত কোনো দ্রুতগামী পথিকের কানে একটা সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া গেল।

গেটের দুইধারে পিতলের টাবগুলি ফুলের স্তবকে পরিপূর্ণ। ছোট ছোট পাম্‌ দুইদিকে। যেন প্রাসাদ নয়, কুঞ্জবন,—যেন লতাবিতানের ফাঁকে ফাঁকে আজ অতনু দেবতার নব কৌতুকের আয়োজন-সজ্জা।

বিবাহ নয়, তাহার ভূমিকা মাত্র। সুতরাং বাদ্য নাই,

কোলাহল নাই। কলের পুতুলের মতো অভ্যাগতরা আসিতেছেন, ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন।

উপরের সিঁড়ির ধারে রোহিণী লাহিড়ী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার পরণে একটা ঢিলা পায়জামা, গায়ে একটা মূল্যবান ফ্লানেলের ফুলকাটা রোব্। একে একে সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া তিনি সমাদরের সঙ্গে তাঁহাদের ভিতরে লইতেছিলেন। রাণু সকলকে হাত ধরিয়া যথাযোগ্য স্থানে বসাইতেছিল। তাহার পরণে একখানা বেগুনী পার্শী, কানে তুইটা ঝুমকো, মাথায় একগোছা রক্তগোলাপ আর সূর্য্যমুখী। মুখ হাসি-হাসি।

ব্যারিষ্টরের দল আসিলেন। আগামী ইলেক্শনে কে কে দাঁড়াইবেন তাহার একটা ক্ষণস্থায়ী আলোচনা হইয়া গেল। মন্ত্রীত্বের উপরে কাহারো কাহারো লোভ আছে। কংগ্রেস টিকেটের জন্য কাহার অপ্রকাশ্য চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহারও একটা আভাস শুনা গেল। তাঁহাদের পিছনে আসিলেন মণিপুরের কুমার, স্বনামধন্য সুরঞ্জন মিত্র, অনারেবল চাটার্জ্জি, তাঁহাদের পিছনে রায় বাহাতুর রতনলালের বাড়ীর মেয়েরা, তাঁহাদের পিছনে পিছনে সস্ত্রীক জষ্টিস সিন্‌হা।

এবার আসিলেন লাঙ্গলবাড়ীর জমীদার দেবেন চৌধুরী, সঙ্গে তাঁহার সুসজ্জিতা পত্নী। রাণু আসিয়া তুইজনের হাত

ধরিল। বলিল, জ্যাঠামশাই, আপনি এত দেরীতে এলেন! একেবারে কুটুম্ব। ইনি বুঝি জ্যেঠিমা?—বলিয়া রাণু ভদ্র-মহিলার পায়ের ধূলা লইল।

দেবেন চৌধুরী বলিলেন, সকালে আমি একবার এসেছিলুম মা? তুমি তখন ছিলে না।

রাণু তাঁহাদের হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

ব্যানার্জ্জি আসিয়া লাহিড়ীর সহিত করমর্দ্দন করিয়া উপরে গেলেন, লাহিড়ী তাঁহার দিকে একরূপ কৃপা ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন, ambitious old rascal. তারপরে আসিলেন ডক্টর পল্, প্রফেসার ঘোষ, সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার ডেভিড্‌সন্,—তাঁহার বাঙালী স্ত্রী।

Good Gracious!—লাহিড়ী বলিয়া উঠিলেন, সুশান্ত, এত দেরী? যাও যাও যাও, সবাই প্রায় এসেছেন। You are late Latif!

সুশান্ত তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল।

এমন সময় মণিপ্রভা আসিয়া দেখা দিলেন সগৌরবে জ্যোতিষ্কদলের সহিত যেন পঞ্চমীর চন্দ্র। পরিপাটি প্রসাধনে গরবিনী। দুই পাশের পথের অবনত পুষ্পগুচ্ছের দল যেন তাঁহার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইল। লাহিড়ী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিলেন। আলোগুলি হাসিল, ফুল হাসিল,

উৎসবের রাত্রিও হাসিয়া উঠিল। মণিপ্রভা বীরুর হাত ধরিয়া উপরে উঠিলেন। লাহিড়ী গলা নীচু করিয়া বলিলেন, আজ বিশ্বামিত্রেরও ধ্যান ভাঙাবে তুমি, মণি!

আমি উর্ব্বশী নই, আমি রম্ভা। তারপর? Snobগুলো এসেছে ত? High-brow aristocrats! সেই পালিশ করা ভদ্রতা, আর ওজন করা হাসি?

লাহিড়ী বলিলেন, চুপ, চুপ—আজকার দিনে তুমি একটু চুপ ক'রে থেকো, মণি। হ্যাঁ, আর এক কথা, আমাকে যেন সকলের মাঝখানে স্নাব্ ক'রো না, দোহাই, আজ আমাকে ছেড়ে দিয়ো!

মণিপ্রভা তাঁহার হাতখানি ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া হাসিয়া কহিলেন, you sweet coward!

তিনি অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ পিছনদিক হইতে লাহিড়ী বীরুকে ডাকিলেন, শোনো হে ছোক্‌রা।

বীরু দাঁড়াইল।

এই জামাটা প'রে এলে কেন? ভালো জামা ছিল না? সখ আছে ত খুব বড় লোকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাবার,—কিন্তু সাবধান, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, কোনোরূপ অসভ্যতা যেন ক'রো না। খেয়েদেয়েই চ'লে যেয়ো, বুঝলে?

যে আজ্ঞে।

আর এক কথা, হ্যাংলার মতন যেন রাণুর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা ক'রো না। এমন ভাব দেখাবে যেন তুমি ওকে চেনোই না। যদি আমার কথার একটু নড়চড় হয়, তবে ওই রামশরণ আর সুন্দর সিংয়ের দল রইলো,—মাথা নিয়ে আর ফিরতে হবে না। কী আদেকৃলে ছেলে তুমি, একপাত খাবার লোভ সামলাতে পারলে না।

বীরু মাথা হেঁট করিয়া অগ্রসর হইল, মণিপ্রভা পুনরায় তাহার হাত ধরিলেন। তুইজনে ডাইনিং হলে ঢুকিলেন।

লাহিড়ী স্বগত উক্তি করিলেন, কী ছেলে রে বাবা! জানে না এ্টিকেট্, শেখেনি ডিসেন্‌সি।

আর কেহ আসিবার নাই, পুরাপুরি তালিকার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। রামশরণের দলকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া লাহিড়ী এইবার উপরে উঠিয়া গেলেন।

ইম্পিরীয়ল্ রেস্তঁরা হইতে আহার্য্য আসিল। 'বয়'রা প্রস্তুত। হুকুম পাইলেই পরিবেষণ করিবে।

* * *

সুশান্তর পাশে বসিয়াছে বীরু। মণিপ্রভার পাশে ব্যানার্জ্জি। জষ্টিস সিন্‌হার পাশে দেবেন চৌধুরী। রাণুর পাশে তাঁহার স্ত্রী। একজনের স্ত্রী অপরজনের পাশে—এইটিই ফ্যাশন্।

জুনিয়র ব্যারিষ্টরদের স্ত্রীগণ সিনিয়রদের পাশে বসিয়া হাসাহাসি করিতেছেন।

মখমল বিছানো প্রকাণ্ড টেব্‌ল, তাহার উপর অসংখ্য প্লেটে নানাজাতীয় ফলমূল সাজানো। মাঝে মাঝে হুইস্কি ও সোডার বোতল, কালো রঙের ষ্টাউট্ বীয়র। কাঁচের গ্লাসগুলি উপুড় করা, ডিসগুলিও তাই। ছুরি, কাঁটা, ডিনার-চামচগুলি সাজানো। 'বয়'রা আসিয়া প্রথমেই ড্রাই-ডিস সার্ভ করিতে লাগিল। আহারটা প্রায় বিলাতী-নকল।

এমন সময় রামশরণ আসিয়া রাণুকে জানাইল, একজন মায়িজী ও একজন বুড়াবাবু নীচে ডাকিতেছেন। রাণু দৌড়াইয়া নীচে চলিয়া গেল, এবং মিনিট পাঁচেক পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল। মণিপ্রভা তাহা লক্ষ্য করিলেন, বীরু চাহিয়া দেখিল, সুশান্ত মুখ ফিরাইল। চক্ষের নিমেষে রাণুর চোখের সহিত তাঁহাদের চোখের ভাষা বিনিময় হইল।

দেশের অবস্থা, কোয়েটার ভূমিকম্প, আগামী বৎসরের সরকারি বাজেট্, হাইকোর্টের চীফ জষ্টিসের অবসর গ্রহণ, বাংলা কংগ্রেসের দলাদলি, গান্ধীর হিমালয়ান্ ব্লান্ডার, ট্রেড ডিপ্রেশ্যন, মহারাণী মঞ্জরীদেবীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি,—নানা আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

জষ্টিস সিন্‌হা প্রস্তাব করিলেন, আজ আমাদের এই মিলন-

বাসরে আমি প্রস্তাব করি আমাদের সকলের বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে সভাপতি করা হোক। ওঁর পরিচয় অনাবশ্যক। লাঙ্গলবাড়ীর জমিদার সে-পরিচয় নয়, দেশের মঙ্গলকামনায় উনি যে বিপুল পরিমাণ অর্থদান করেছেন সেটা আমাদের সকলের পক্ষেই গৌরব। I propose him to the chair!

ব্যারিষ্টর ডেভিড্‌সন্ সিন্‌হার কোর্টে একটা জটিল মামলা চালাইতেছিলেন, সিন্‌হা কিছু খুশি থাকিলে মন্দ হয় না। তিনি বাংলা বুঝিতেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, Gentlemen and ladies, with your permission, I second it.

গুপ্ত সাহেবের কানে কানে লাহিড়ী বলিলেন, দেবেন দা প্রেসিডেণ্ট্ হোলো! Ah, the well-selected debauch! সঙ্গে উটি কে জানো ত? The person who is called extra marital—! চুপ চুপ। বলিয়া তিনি হাসিলেন।

পিতার হাসি রাণু লক্ষ্য করিল। সুশান্ত তাকাইল রাণুর দিকে। ব্যানার্জ্জি মণিপ্রভাকে কি যেন ফিস ফিস করিয়া বলিলেন। দুইজনের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া লাহিড়ীর হাড় জ্বলিয়া গেল। বীরু একবার মাথা তুলিয়া কাহাকে যেন লক্ষ্য করিয়া আবার মাথা নীচু করিল। সে যাহা ভাবিতেছিল তাহার সহিত এই উৎসবের রাত্রি মিলে না। মুখখানি তাহার বিবর্ণ,

রক্তের লেশ কোথাও নাই। রাণু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল।

সভাপতি দেবেন চৌধুরী এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বন্ধু ও বান্ধবীগণ—

সকলে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন।

তিনি বলিলেন, আপনারা আমাকে যে গৌরব দিলেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আজ আমার উপর ভার পড়েছে এই শুভকর্ম্মের পৌরোহিত্য করবার। আমার পুরাতন বন্ধু ব্যারিষ্টর শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার লাহিড়ীর বাড়ীতে আমরা আজ সকলে সমবেত হয়েছি। আজকের এই আনন্দ-মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি তরুণ-তরুণীর বিবাহ-সংবাদ প্রচার করা। আপনারা সকলে তাহাদের স্বাস্থ্য পান করুন। পাত্র এবং পাত্রী উভয়েই আপনাদের সকলের পরিচিত। বিশেষ করিয়া যিনি পাত্রী তিনি আমাদের সোদরোপম রোহিণীকুমারের একমাত্র কন্যা, রাণু। আর যিনি পাত্র, তিনিও আমার পুত্রের সমান। বিদ্যায়, জ্ঞানে, সম্পদে, পরিচয়ে,—বাংলার তরুণগণের তিনি আদর্শ। পাত্র নিজেই তাঁহার বিবাহ-সংবাদ প্রচার করিবেন। আসুন আমরা সকলে পুনরায় তাহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করি। তারা সুখী হোক, সুন্দর হোক।

রাণু ভিতরে ভিতরে ঘামিয়া উঠিতেছিল। মণিপ্রভা

কৌতুক কটাক্ষে একবার লাহিড়ীর দিকে তাকাইলেন। বীরু একবার মাথা তুলিয়া আবার ঘাড় হেঁট করিল। লাহিড়ী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পৈশাচিক আনন্দে হাসিলেন।

'বয়'রা বোতল খুলিয়া গেলাসে মদ্য ও সোডা ও বীয়র ঢালিয়া দিয়া গেল। মেয়েদের বাদ দিল। যাঁহারা পান করিবেন না তাঁহারা 'বয়'দের নিষেধ জানাইলেন। যাঁহাদের পান করা অভ্যাস আছে তাঁহারা প্রচুর পান করিলেন।

সকলে একে একে উপহার বাহির করিয়া রাণুকে দিলেন। রাণু দিল রামশরণের হাতে। রামশরণ সেগুলি লইয়া রাণুর বাক্সে জমা করিতে লইয়া গেল।

সুরঞ্জন মিত্র দাঁড়াইয়া বলিলেন, এইবার পাত্র আপনাদের সকলকে নমস্কার জানাইবেন

সুশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে হাততালি দিলেন। লাহিড়ী মুখ তুলিলেন। উপস্থিত নরনারীবৃন্দ উৎসুক হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সুশান্ত সত্যই রূপবান।

সে দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, আমার দু'একটি কথায় আপনারা কিছু বিস্মিত হইবেন। কিন্তু আজিকার এই উৎসবের পক্ষ হইতে আমার উপর একটি অকরুণ কর্ত্তব্যের ভার পড়িয়াছে, তাহা সমাধা করিতে যদি ত্রুটি হয় তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। উৎসবের যিনি স্রষ্টা তিনি শ্রদ্ধেয়। তাঁহাকে

পিতার ন্যায় আমি সম্মান করি। কিন্তু যে কর্ম্মপদ্ধতিতে চলিয়া তিনি আজ নিরপরাধকে আপন স্বেচ্ছাচারের তলায় পিষিয়া মারিতে চাহিতেছেন—

সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। মণিপ্রভা কাঠের মতো কঠিন হইয়া বসিয়াছিলেন। বীরু নতমস্তক। রাণুর পা কাঁপিতেছিল। লাহিড়ী মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি বল্‌ছ হে সুশান্ত—? সাধু বাংলা কোত্থেকে শিখ্‌লে?

সুশান্ত কহিল, বাধা পাইলাম সুতরাং আর বলিব না। এই উৎসবের যিনি মূল কেন্দ্রস্বরূপ তিনি আমার অতি প্রিয়, আপন হইতেও আপন, এমন কি তাঁহাকে আমার প্রাণের পুত্তলী বলিলেও ভুল হয় না, তিনি রোহিণীবাবুর কন্যা রাণু! আপনারা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবেন যে, আজ রাণুর সহিত যাঁহার বিবাহ ঘোষণা করিব তিনিও রূপে, গুণে, চরিত্রে, বিদ্যায় যে কোনো সৎপাত্রের সমকক্ষ—তিনি এই আসরেই উপস্থিত—তিনি রাণুর সুখ-দুঃখের দীর্ঘকালের সঙ্গী—পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের অনুরাগে রঙীন—

মণিপ্রভা বলিয়া উঠিলেন, তার নাম কি সুশান্ত?

তার নাম বীরেন চৌধুরী।

লাহিড়ী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, এমন গাড়োয়ানি রসিকতা ভদ্র সমাজে চলে না সুশান্ত! এ ভয়ানক বাড়াবাড়ি—

সুশান্ত থামিল না। বলিতে লাগিল, আমার প্রিয় ভগ্নী রাণু ও তার ভাবী স্বামী বীরেনকে আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন।

আসরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। জষ্টিস সিন্‌হা, ব্যানার্জ্জি, গুপ্ত, ডেভিড্‌সন্, রতনলালের বাড়ীর মেয়েরা, এমন কি দেবেন পর্য্যন্ত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। সকলে কলরব করিয়া বলিলেন, আমাদের কি বোকা বানাবার জন্য এখানে আনা হয়েছে?

লাহিড়ী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সুশান্ত, তুমি বিশ্বাস-ঘাতক, প্রবঞ্চক—আমি প্রাণ থাকতে এত বড় অনাচার, এত বড় অপমানকে প্রশ্রয় দেবো না!

মণিপ্রভা এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, মিছে কথা, আপনি কি অপমান করেন নি এক নিষ্পাপ বালিকাকে? আপনি অনাচার করেন নি এক চরিত্রবান সরল ভদ্র যুবকের প্রতি? প্রতিদিন ধ'রে আপনি বিষাক্ত করতে চেয়েছেন ওদের প্রেমকে, ওদের হৃদয়কে,—শান্তির জীবনে আগুন জ্বালাতে চান্ আপনি অকারণে, অপমান করতে চান্ মনুষ্যত্বকে, পদদলিত করতে চান্ নীতির সকল আদর্শকে—

লাহিড়ী উন্মত্তের মতো চীৎকার করিলেন, ষড়যন্ত্র করেছ তোমরা আমার বিরুদ্ধে, আমি দেখে নেবো, আমি নেবো প্রতিশোধ—

তিনি লাফাইয়া উঠিতে যাইবেন—এমন সময় টেব্‌লে আঘাত লাগিয়া কাঁচের বাসন ঝনঝন করিয়া উল্‌টাইয়া পড়িল। সকলেই বিভ্রান্ত ও বিপন্ন কিন্তু কোনোদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। চীৎকার করিয়া বীরুর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এই রামশরণ, ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দে—এই সুন্দর সিং—

বীরু এইবার উঠিয়া আস্তিন গুটাইল। রক্তের ভিতরে তাহার কোথায় জমা ছিল অগ্নি, সিংহের মতো সে কেশর ফুলাইল। তুইটা বোতল ও গ্লাস লইয়া সে চুরমার করিয়া ভাঙিল, কাঁচের ডিস কয়েকখানা হাতে তুলিয়া কহিল, অপমান করবে আমাকে নকল আভিজাত্যের অহঙ্কার? যত মিথ্যা, যত কৃত্রিম, যত অন্তঃসারশূন্য অভিমানের উপরে যার ভিত্তি—যত ভণ্ডামি আর তুর্নীতি—

ঝনাৎ করিয়া সে কাঁচের ডিস ভাঙিল।

মণিপ্রভার উন্মত্ত আনন্দ আর হাসি আর করতালি-ধ্বনি ছুটিয়া ছুটিয়া চারিদিকে যেন প্রেতিনীর পৈশাচিক উল্লাসের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনিও চেঁচাইলেন, ভাঙো বীরু, সব ভেঙে দাও, চুরমার ক'রে দাও দম্ভ, পদদলিত করো পাপ আর অন্যায়, টুঁটি টিপে ধরো অত্যাচারীর—বলদর্পীর—

পুলিশ, পুলিশ—

রাণু ছুটিয়া গিয়া হলের দরজা বন্ধ করিল। বলিল, এই রামশরণ, এই সুন্দর সিং, খবরদার বীরুবাবুর গায়ে হাত দিবিনে, ও আমার স্বামী—

লাহিড়ী চীৎকার করিতে লাগিলেন, ধরিয়ে দাও—এই পুলিশ, এই রামশরণ—কই, কেউ কথা শোনে না, কেউ বাধা দেয় না ওকে—

বীরু ছবি ভাঙিল, ফুলের টাব লাথি মারিয়া ফেলিল, টেব্‌ল উল্‌টাইল ; ছুরি, কাঁটা, চামচ, গ্লাস,—যা কিছু সমস্ত চারিদিকে ছড়াইয়া ছত্রখান করিল। ভোলানাথ হইয়াছে প্রলয়ঙ্কর শিবশঙ্কর—আজ তাহার ধ্বংসলীলা!

লাহিড়ী পাগলের মতো বলিলেন, জষ্টিস সিন্‌হা, আপনি ওই অজাতের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে বলেন? বলুন আপনি?

দেবেন চৌধুরী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অজাত!—বলিয়া বীরু থামিল, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বীরু চীৎকার করিয়া বলিল, অজাত! কে আমার বাবা, কে আমার মা?—বলিয়া পকেট হইতে সে একখানা কাগজের কাটিং ছবি বাহির করিল, সকলকে দেখাইয়া বলিল, অজাত!

চেনেন না আপনারা দেবেন চৌধুরীকে? এই ইনি—ইনি আমার বাবা! বলিয়া সে দেবেনবাবুকে দেখাইল।

সভা স্তব্ধ, স্তম্ভিত, বিস্মিত! দেবেনবাবু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে তাঁহার দিকে তাকাইল। এমন সময় রাণু ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া দেবেনবাবুকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, জ্যাঠামশাই, একি সত্যি?

দেবেনবাবুর সহিত যে মহিলা আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা—পুলিশ ডাকো—ওকে ধরিয়ে দাও—

সেই ভীষণ কোলাহলের ভিতরে এক সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ওপাশের পর্দ্দা সরাইয়া একজন অপরিচিতা মহিলা আবির্ভূতা হইলেন। সকলে সেইদিকে তাকাইল। বীরু ও রাণু এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, মা, একি মিথ্যে?

পদ্মাবতী ঘোমটা তুলিয়া দাঁড়াইলেন—যেন মহীয়সী মাতৃ-মূর্ত্তি! বলিলেন, মিথ্যা নয় লাহিড়ী মশাই, মিথ্যা নয় জষ্টিস সিন্‌হা,—বলিয়া দেবেনবাবুর দিকে তিনি চাহিলেন। পুনরায় কহিলেন, আমি ওঁর প্রথম স্ত্রী, বীরুর মা ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী, হ্যাঁ, গোপনে বীরুর মাকে উনি বিবাহ করেছিলেন, আজ বীরুর মা বেঁচে নেই, আমি আছি! আজ রাণুর আগ্রহে এখানে আমাকে আসতে হয়েছে, ওঁকে আমি মার্জ্জনা করতে আসিনি, এসেছি বীরুর সত্য পরিচয় জানাতে।

বৃদ্ধ মথুরাবাবু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, দেবেন, আমি আজো বেঁচে আছি ভাই!

মণিপ্রভা অগ্রসর হইয়া কহিলেন, সমস্ত মিথ্যে ধূলিসাৎ হোলো! মিষ্টার লাহিড়ী, আপনি এবার ওদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিন্, অর্থাৎ আত্মহত্যা করুন।

বক্রকটাক্ষে তাঁহার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মণিপ্রভা বাহির হইয়া গেলেন, ব্যানার্জ্জি তাঁহার পিছনে পিছনে।

বীরুর হাত ধরিয়া পদ্মাবতী ও মথুরাবাবু সকলের বিমূঢ় স্তম্ভিত দৃষ্টির উপর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। রাণু দ্রুতপদে তাহার নিজের ঘরে গেল, চক্ষের নিমেষে গোটা চারেক ট্রাঙ্ক ও স্যুট্‌কেস গুছাইয়া লইল, তারপর রামশরণ ও সুন্দর সিংহের সাহায্যে সেগুলি পথে বাহির করিয়া পদ্মাবতীর মোটরে তুলিল।

অন্ধকারে সুশান্ত নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। রাণু গাড়ী হইতে হাত বাড়াইয়া ডাকিল, দাদা?

সুশান্ত মুখ তুলিল। রাণু কহিল, ওকি, তোমার চোখে জল কেন, ভাই?

করুণ হাসি হাসিয়া সুশান্ত কহিল, নিখুঁৎ অভিনয় করেছি, বোধ হয় তাই জন্যে। গুড বাই, গুড লাক্।

দুইজনেই দুইজনের প্রতি চাহিয়া রহিল। সে চাহনি নিরর্থক, রাত্রির রহস্যের মতো জটিল।

পদ্মাবতীর গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বিদ্যুদ্বেগে মোটর ছুটিতে লাগিল। ওপাশে মা, মাঝখানে বীরু, এপাশে রাণু। আকাশে অগণ্য উজ্জ্বল তারকার দলের ভিতর দিয়া রাণুর ক্লান্ত চক্ষুর সম্মুখে বারম্বার সুশান্তর অশ্রুসজল মুখখানা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ও-মুখে কি ত্যাগের মহিমা? ও-মুখে কি বঞ্চিতের বেদনা?—রাণু কিছু বুঝিল না। কেবল এক সময় আড়ষ্ট হইয়া বীরুর একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

পদ্মাবতী কি-যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কী চিন্তা? সেই তাঁহার সুদূর অতীত? আঠারো বৎসর পরে স্বামীর সহিত আজ মুহূর্ত্তের দেখা, সেই চিন্তা? স্বামীর সহিত কে ওই স্ত্রীলোক? মরণ-লোভী পুরুষ শেষ বয়সে কি আবার পায়ে শৃঙ্খল পরিয়াছে?

রাণু একবার তাঁহাকে ডাকিল, কিন্তু তিনি সাড়া দিতে পারিলেন না, পাথরের মতো স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

দিন দুই পরে হঠাৎ কোথায় কি একটা খবর পাইয়া লোহিণী লাহিড়ী নিজে বেবি অষ্টিন্ হাঁকাইয়া বালীগঞ্জের দিকে ছুটিলেন। চেহারাটা তাঁহার কেবল উদ্ভ্রান্তই নয়, অপমানে কেমন যেন বিকৃত, হতাশায় পাণ্ডুর।

বালীগঞ্জের বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামাইয়া ভিতরে ঢুকিলেন। গেটেব ধারে আর একখানা মোটর অপেক্ষা কবিতেছিল।

উপরে তাঁহাকে যাইতে হইল না, মণিপ্রভা সাজসজ্জা করিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, উপন্যাসেব শেষ হয়েছে, এবাব কি পরিশিষ্ট? এখনো সুইসাইড করেন নি?

লাহিড়ী বলিলেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

যাচ্ছি সুখের শফরে। ওয়াল্‌টেয়ারের দিকে—

কিন্তু আমি যে ম্যাবেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে নোটীশ দিয়েছি মণিপ্রভা, তোমার সঙ্গে আমার—

মণিপ্রভা নীচে নামিয়া আসিলেন। বাগান পার হইতে-হইতে বলিলেন, বিয়ে? আপনাকে? absurd, disgusting! যা পেয়েছেন তাতেই খুশি থাকুন গে—

এমন সময়ে ব্যানার্জ্জি তাড়াতাড়ি পিছন হইতে আসিয়া লাহিড়ীর একটা হাত ধরিয়া নাড়া দিলেন, বলিলেন, Hello, my boy, how do you do?

লাহিড়ী ব্যানার্জ্জিকে এমন সময় এখানে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, ও, মানে তুজনে যাচ্ছ তোমরা—?

মণিপ্রভা কিছুতেই ছাড়লেন না,—আচ্ছা, তাহ'লে Good bye, good luck!

তুইজনে মোটরে গিয়া উঠিলেন। মণিপ্রভা ষ্টিয়ারিং ধরিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট্ দিলেন। লাহিড়ী জ্বালাময় ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কী বল্‌বে তুমি একে মণিপ্রভা? কাল্‌চার? aristocracy high society fashion?

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

তাঁহাদের গাড়ী ছুটিল। বাতাসে মণিপ্রভার ঘোমটা খসিয়া তাঁহার বব্-করা চুলের রাশি উড়িতে লাগিল।

*
* *

ইম্পীরীয়ল্ রেঁস্তরার নির্জ্জন ক্যাবিনে বসিয়া লাহিড়ী গ্লাস ভরা র-হুইস্কি তুলিয়া ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন—তাঁহার চোখের জল গড়াইয়া তাহাতে মিশিল। তিনি ভাবিলেন, তবে কী একটা নীতি আছে? নিয়ম আছে? তবে কি কাল্‌চারের পথ অন্যরূপ, তবে কি আভিজাত্যটা মনুষ্যত্ব ও উদারতার পথ ধরিয়াই চলে? মণিপ্রভার বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহাকে কী শিখাইয়া গেল?

কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আর কেহ রহিল না!

সমাপ্ত